উত্তরণ

প্রথম বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা □ বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৪ (ইং ১৯৯৭)

আম্বেদকর স্মরণে

তফসিলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ
।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।।

১৪ এপ্রিল ১৯৯৭ কলকাতা যুবকেন্দ্রে ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১০৭তম জন্মজয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, জননেতা বিমান বসু, বিভাগীয় সচিব ডঃ উজ্জ্বলকান্তি রায় এবং শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস।

১৪ এপ্রিল ১৯৯৭ বহরমপুরে ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালন অনুষ্ঠান।

উত্তরণ

প্রথম বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা □ দাম—এক টাকা □ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৪০৪ □ এপ্রিল-মে-জুন, ১৯৯৭

উপদেষ্টা মণ্ডলী

শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনুন্নত জাতি কল্যাণ বিভাগ

শ্রীউপেন কিস্কু
রাষ্ট্রমন্ত্রী, তফসিলি জাতি আদিবাসী ও অন্যান্য অনুন্নত জাতি কল্যাণ বিভাগ

মুখ্য সম্পাদক

ডঃ উজ্জ্বলকান্তি রায়
সচিব, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ

সম্পাদকমণ্ডলী

শুভেন্দুবিকাশ মণ্ডল
বিশেষ সচিব, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ

সমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
অধিকর্তা তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ অধিকরণ

কাশীনাথ বেহারা
পরিচালন অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

সুজিত দাশগুপ্ত
পরিচালন অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম

ডঃ মানসকমল চৌধুরি
অধিকর্তা, কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট

শ্রীমনোতোষ দাস

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

শ্রীনীতীশ বিশ্বাস
ডেপুটি রেজিস্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা সহযোগী

ডঃ স্বপনকুমার দে
সহ পরিকল্পক, কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট

সূচি

□ সম্পাদকীয়

□ প্রবন্ধ

□ বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর ও ভারতীয় সমাজ—ডঃ উজ্জ্বলকান্তি রায়

□ ভারতরত্ন বাবাসাহেব আম্বেদকরের জীবন ও সংগ্রাম : ছাত্রজীবন
—নীতীশ বিশ্বাস

□ অস্পৃশ্যতা ও ডঃ আম্বেদকরের চিন্তাধারা—ডঃ মানস কমল চৌধুরি

□ আম্বেদকরের প্রাসঙ্গিকতা—রবি সরকার

□ কবিতা

□ ১৪ এপ্রিল ১৯৯৭
বাবাসাহেব জন্মদিন—অনিল সরকার

□ ডঃ বি আর আম্বেদকর স্মরণে—সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

□ জেলার খবর

□ কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান

□ জেলায় জেলায় অনুষ্ঠান

□ প্রতিবেশী রাজ্যের খবর

□ প্রচ্ছদ
রতন চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১২ হইতে মুদ্রিত।

P19378

সম্পাদকীয়

এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উন্নয়নই হল উন্নয়ন। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হওয়ারই নিত্য পরিবর্তনশীল জীবনের ধর্ম। তা কখনও রাজনৈতিক, কখনও শারীরিক, আবার কখনও বা সামাজিক।

উন্নয়নের বিভিন্নে মানুষ সমাজ একদা আমূল পরিবর্তনের পিয়াসী। সমাজের এক বৃহৎ অংশ একদা অন্যেকারণে পিছিয়ে আছেন—প্রয়োজন উন্নয়নের। এই প্রয়োজনের অনুধাবনই 'উন্নয়ন' পত্রিকা প্রকাশের উৎস।

পশ্চিমবঙ্গের সবকটি জেলাতেই বিভিন্ন তফসিলী জাতি, আদিবাসী সমেত পশ্চাৎ এই সব অনগ্রসর জাতিদের জন্য নানা উন্নয়নমূলী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি রূপায়িত করে চলেছে। নগর থেকে দূরে থাকা সাধারণ মানুষজনকে ওয়াকিবহাল করার জন্য এই 'উন্নয়ন' পত্রিকা বিভিন্নজেলার প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা, জেলাভিত্তিক অর্থবরাদ্দ এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সরকারি আদেশনামাও এই পত্রিকার মূল পাতে। তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতির শহীদ সাহিত্যিকদেরও উন্নয়ন সুচিন্তিত রচনা প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন এখানে। এ ছাড়াও, জেলাগুলিতে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য চলছে তাদের সংবাদ জেলা থেকে বিভিন্নজেলার সংগ্রহ করে এই পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। এই সবের মধ্য দিয়ে নগর ও গ্রামের আদিবাসী ও অনাদিবাসী অনগণের যোগসূত্র রচিত হবে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের পথকে সুগম করবে বলে আশা রাখি।

যাঁর অক্লান্ত উদ্যম ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই পত্রিকার জন্ম হত না, তিনি হলেন দপ্তরের অত্যন্ত মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী—তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের দিয়েছেন সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশ। তাঁর সঙ্গে আমরা পেয়েছি মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীউপেন্দ্র কিস্কুকে, যাঁর এই অল্পের পেছনে রয়েছে এক বিরাট অবদান।

রাজ্যস্তরে ও জেলাস্তরে গত ১৯ বছরের বিভিন্ন তফসিলী অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে যারা সাহস ও অভিজ্ঞতার অমূল্যসম্পদী হয়েছেন তাঁদের সহযোগিতায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সেইসব অনুষ্ঠান-প্রকাশ, বিশেষ প্রবন্ধ এবং কবিতা নিয়ে প্রকাশিত 'উন্নয়নের' প্রথম সংখ্যাটি রাজ্যবাসীর উৎসাহে নিবেদিত হল।

ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು : ೧೯೭೫

ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು : ೧೯೭೫

বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর ও ভারতীয় সমাজ

ডঃ উল্লাসকান্তি রায়

বিশ শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে দিন দিন একবিংশ শতাব্দীর আগমনবার্তা ঘনিয়ে আসছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ পথ পরিক্রমার সময় বিজ্ঞানকে বৃহত্তর, আরামদায়ক হলেও আজ অসহনীয়, উদ্বেগজনিত, উত্তপ্ত। সেই উত্তাপকে প্রশমন করে দিয়ে সমাজের এক বিশেষ অংশ আজও ভয়ে অসহায় ও লাঞ্ছিতের মতো বাস করছেন। এই অসহনীয়, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষের উন্নয়ন ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেবার পথ আজও মুক্ত নয়। মানুষের আসল মূল্য আজ, মানুষের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে পরিচয়। এবং উত্তরণের পথ আজও অজানা। বিজ্ঞানমনস্ক মন নিয়েও এখনও আমরা সমাজের এধারণাকে বহন করে চলেছি—

> 'সহীসব কুছত হোগে কোগো
> লেকন মানুষ উহে যিসে মানা হোগো'।

ইতিহাসের অনুসরণে এই ধারণাটিকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে প্রতিনিয়তই নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে আর্য বা বৃত্তি অনুযায়ী কাজকর্মের প্রচলন হয়। এই কর্মের বা বৃত্তিভেদের কারণে প্রাথমিকভাবে কুল সৃষ্টি হয়। কালে মানুষ ভুলে যায়, মূলের সন্ধানে, নিজেদের মোড়কে প্রচলিত কালের দুরত্বে পড়ে। সৃষ্টি হয় উচ্চে, সমাজের বৃহৎ বিশুদ্ধাংশে উচ্চতর। কৃষিজীবী বা কর্মকেন্দ্রে যেসব একদিকে আবার উচ্চতর জেলার জেলেরা অন্যদিকে কর্মকেন্দ্রের আওতাভুক্ত আবার সামাজিক হিসেবে। নিজ বাসিন্দাদের তালিকে অনুযায়ী বিভাজন দিয়ে বিশু মানুষ অন্য মানুষকে অস্পৃশ্য আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখে। সর্বকালীন ইতিহাসে পথ হয় রুদ্ধ। এক দূরে মানুষ সমাজ অবহেলিত, অপমানিত, পরিত্যক্তদের জাতিতে পরিণত হয়। এই নিপীড়িত জাতির মানুষ যুগ যুগ ধরে অবহেলা এবং অবমাননার শিকার হয়ে চলেছেন বারবিলাস, ঘটেছে বহুক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টার অবলুপ্ত। প্রতিভা, সৃষ্টিশীলতা ও জ্ঞানের ঘটে সংকোচন। মানবিক চেতনার ঘটে:মৃত্যু সূচনা হয় বিশ্বের। ঘটে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক চেতনার অবলুপ্তি। জাতির সাহিত্য, শৈল্প হয় বিস্মৃতি। পরিণতে এই দূরে আসল জীবনের মানুষ উন্নয়নে অসমর্থ ভূমিকা নিতে পারে? এই ঐতিহাসিক ঘটনার অনুসন্ধানের সূত্রে শুরু হয় এই অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের মর্যাদার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের উদ্গাতার যোগ্যতা অর্জনকারী ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর।

উঁর জন্ম মধ্যপ্রদেশে মোরো গ্রামের এক অস্পৃশ্য মারাঠা পরিবারে হয়ে। শৈশবকাল থেকেই তিনি অনুভব করেছিলেন অস্পৃশ্যতার সামাজিক নিপীড়ন। সেই প্রচণ্ড আঘাতই উঁকে সংগ্রামের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এই অবহেলিত মানুষের পরিত্রাণের, ঘৃণা-পরিহারের, সমান-অধিকারের, শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি তাঁর মনের অর্থনৈতিক প্রয়োজন, মেলেনী প্রয়োজন সমাজিক মর্যাদা ও সমানাধিকার উপলব্ধি। সেই প্রয়োজন মেটাবার মোক্ষম হল রাজনীতি সচেতন প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর।

অস্পৃশ্য সমাজের অন্যতম দুঃখ হলো সে—এই মনের অধিকারী হিসেবে সমাজের এই অবহেলিত মানুষের উন্নতির জন্য আজও কৃষিজীবী অবতীর্ণ হয়। অথচ কালে অস্পৃশ্যতার জন্মলগ্ন থেকে অধিকারের জন্য তীব্র পুরোধীর অধিকারে। আজও অথচ হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিভেদমূলক রীতি আজও সমাজের নিত্য হয়। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন অধিবেশনের পূর্বে অস্পৃশ্যতার ঘৃণ্য সামাজিক বিষয় সম্পর্কে তার তীব্রতীব্র উঁকে অধিবেশনের বিরুদ্ধে পুরুষ আসন গ্রহণ করে। কালিন অবহেলে অধীন অধিবেশনে কেন্দ্রীয় অধিবেশনের হিন্দু ছেড়ে তিন পাশ অন্যতে ধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞার ঘোষণা তিনি পালনের পাশ্ব আসেন। উপযুক্তি অবমাননার হয়েও তিনি হতোদ্যম হননি। ভারতীয় জাতিগঠনের কাজকে সার্বিকভাবে বিচার করার অবকাশের খোলাখুলি হয়ে তিনি সামাজিক বিষয়ের পথও আলোচনা করেছেন। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাটি অধিকার ধর্ম আজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাটি অধিকার হয়ে তিনি আজও পরিচয় করেছেন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, ধ্রুপদী ও লৌকিক, আমাদের ঐতিহ্যের বিভিন্ন সম্পৃক্ত বিষয় এই ঐতিহ্যের ঐকান্তিক সন্ধান প্রয়োজনীয় পথ চূড়ান্তভাবে পাওয়ার জন্য আমাদের এমন প্রয়োজনী ব্যবহারের মূলে উজ্জীবনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হিসেবে কাজ করবে। বিশেষ অভিজ্ঞান পর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি উপলব্ধি করেন যে অর্থনৈতিক, সামাজিক দৃষ্টি, আমাদের ঐতিহ্যের ধারণা ও উপলব্ধির জন্য আরো সহায়ক বিশ্লেষিত, বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। ঐতিহ্যিকের কিছু লেখনে বাঁধা কুসংস্কারে আমাদের চেতনা বিশ্লেষণ ও অনুভবে আরো তিনি ভোরে ও অন্তরে গৌরবে প্রাণ করেন। উপলব্ধি করেন, এই সাথে আমাদের এমন এক বিশাল সম্ভাবনার, যার সন্ধান, আমরা যার উত্তরাধিকার অধিকারী।

প্রশ্ন জাগে, আমাদের সমাজের রূপটি কি শুধু অর্থনৈতিক? শুধু আইন প্রণয়নের? শুধুমাত্র প্রকৃতিতে না সমাজবদ্ধের? সমাজবিজ্ঞানের কারণে ভোরে কারণে যে অর্থনৈতিক উপাদান রয়েছে—অর্থনৈতিক কারণেও উপাদান রয়েছে। বিশেষ প্রসঙ্গের আর হিসেবে সমাজবদ্ধ কৃষি-কাঠামোর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিল্পের-কাজ প্রকৃতির জন্য নিয়ন্ত্রণের ও প্রকৃতির না সমাজবদ্ধের প্রয়োজনে আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন-সূচির প্রয়োজন আমরা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে এ-কথাও বলতে হয়, আমরা পরিপূর্ণ সমাজের ভোরেনাথের কারণে রয়েছি। কারণের হয়েছে, আমাদের অর্থনৈতিক হয়ে হয়েছে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের সামাজিক পরিবর্তনের এখনও আমরা বাকি। ফলে সমাজের উন্নতির ভোগ ভোরে বিশ্লেষ করে ভোরে প্রকৃতির মূল্যায়ন-সূচির নিয়ন্ত্রণ আর কি এক নতুনভাবে শ্রেণীর সৃষ্টি করে তুলছে না? ঐতিহ্যের মূল্যায়নটি আরো বেশি আমাদেরকে জন্য ভোরে আমাদের জন্যান্য সম্পদের উপাদানের এখনও পরিবর্তন হয়েনি, প্রকৃত সম্পূর্ণ বিশ্লেষ কৃষি কারণ সমাজবিজ্ঞানের সামাজিক সমাজবদ্ধনের এখনও আমরা হয়নি, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ প্রণালী গড়িনি।

৪: আমাদের আমরা পরিবর্তন পরে আজ মনে হয়, ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার ও আমাদের প্রকৃত আর যদি সমস্ত পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে সমাধান করার জিনে সমাজের ভোরেনাথে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলেই তাহলেই ঐতি প্রতি সমাধান নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ করা হবে। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক সমাজবদ্ধ। প্রয়োজন আমাদের জন্য আমাদের পরিবর্তনে এক ঐতিহ্য আমরা প্রকাশের আমরা প্রতিষ্ঠা আমাদের আমাদেরকে ও আমাদেরকে আমরা আমরা ঐতিহ্যে—ঐতিহ্য আমরা এমন এক সামাজিকতা ও ঐতিহ্যের আমরা—

'আমি আমি আমার বিশ্বের
বিশিষ্ট প্রকাশ আমার।'

উত্তরণে লেখা পাঠানোর নিয়ম

- সমাজবদ্ধের কবিতা, বিশিষ্টের অনুবাদ নিবন্ধ ও সমালোচনা, আমাদের ও দেশের বিভিন্ন বিষয়ের মূল ঐতিহ্যিক এবং বিষয়ের 'উত্তরণ' আমরা।
- সমাজ, সমাজ ও নিজ বিষয়ের সমাজ পত্র, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা (নিবন্ধ) ও প্রতিবেদন পাঠানো যেতে পারে।
- লেখা পাঠানো ও পাঠানোর আমাদের এক পৃষ্ঠায় এবং একটি পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায় যাবার সময়ের ঐতি ভোরে মূল্যায়নের ও আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে পাঠানো আমাদের হয়। লেখার ভোরে আমাদের ভোরেনাথের পূর্ণ ঠিকানা, ফোন, লেখার ও পূর্ণ নিজের পরিচয় আমাদের।
- লেখার কপি নিজের কাছে ভোরে মূল কপি (কার্বন ও ফোটো নয়) পাঠানো হয়। আমাদের লেখা ফেরত না হলেও লেখার লেখার সমাধান হবে না।

ভারতরত্ন বাবাসাহেব আম্বেদকরের জীবন ও সংগ্রাম : ছাত্রজীবন

নীতীশ বিশ্বাস

ভূমিকা

"রাজনৈতিক ক্ষমতা এ দেশের অতিশয় অনুন্নত একশ্রেণীর অধিকারে পরিণত হয়েছে, সমস্যাকে সমাধান করতে এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার।"—ও: বি রাও আম্বেদকরের এই কথা গঠনের সময়ের জন্য এক প্রকৃত-উদাহরণ। তিনি অম্বেদকর জন্মগ্রহণ করেন এখন থেকে পরিষিক বর্ষ আগে, ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল। বেঁচেছিলেন ৬৬ বছর। তার মৃত্যু তারিখ ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬ সাল। জেনেভিল, মহারাষ্ট্র, সমাজ-উন্নয়ন তার এই জীবন তিনি উন্নয়ন অন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রতিটি অনুন্নত সমাজ রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্য তাঁর ছিল, তাঁর আন্দোলন ছিল। সংবিধানের প্রণয়নের সময় 'একজন মানুষ: একটি ভোট' এই সংবিধান ও প্রাপ্তবয়স্ক-ভোটার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন কিন্তু একজন পূর্ণ মানুষ একজন অসংরক্ষিত হিসাবে ও উন্নয়নের অনুন্নত একটি সামাজিক মূল্য—এ আন্দোলনের সমাধান তিনি দেখে যেতে পারেননি। যে আন্দোলন অম্বেদকর অনেকবারে করেছেন, নিম্ন সমাজ যেন মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যেতে পারে। তাদের ভাষা ত্যাগ করে, সংস্কৃতির ত্যাগ করে—সেই কারণেই তাদের পূর্ণ করতে—সমাজের সেরকমী সংস্কৃতির সমান অংশগ্রহণীয় হতে পারবে না। এই সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব মহান ভেদা ও: বি আম্বেদকরকে।

ইতিহাসের দৃষ্টি

যেকোও মানুষের আজকের দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে তাঁর কালকে, জানতে হবে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে। তাই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, সমাজ ও পরিবারে, সমাজ ও রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্র-সমাজের। সমাজ-সমাজের বিচার-বিশ্লেষণের এই সকল ও বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে হবে আন্দোলনের ক্ষেত্রেও।

আমরা যেমন আম্বেদকর-বিশ্লেষণকে তাঁর দুই, পরিপ্রেক্ষিত চাহিদা, সমস্যা ও সাধারণের আন্দোলনে বিশ্লেষণ করি এবং দুজনে ছোট করি সঠিকভাবে যে বিষয় বিশ্লেষণ করতে চাইব ও তাদের সাথে সমাধানে তাঁদের কী ভূমিকা ছিল তাকে চিহ্নিত করতে হবে,—যা থেকে আমাদের অধিকারের সমাধানে দৃষ্টিভঙ্গি পেতে পারি। তার জন্য প্রয়োজন আরও অধিকার পূর্ণ, ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্লেষণী পঠনের সময়।

আন্দোলনের আলোচনা বুঝতে হলে আমাদেরও প্রথম করতে হবে এই সমাজ সম্পর্কে, ইতিহাস সম্পর্কে বিষয় পদ্ধতি। অনুধাবন করতে হবে সংগ্রামের পরিধি নির্দিষ্ট এর বিষয়ক ছিল, তার অনুধাবন করতে হবে তার আর্থনিক ভেদাভেদ।

আর্থ-সামাজিক ভেদাভেদ

ভারতের রাষ্ট্রিয়ের সূত্র ধরে আমরা যেমন আমের সমাজ গঠন নিয়ে পরি তেমনই তাঁর আন্দোলনের বিশ্লেষণিও কম গুরুত্ব নয়। ১৯২৭ সালে আম্বেদকরীয়ে এক সম্মেলনে আন্দোলন নিয়েই বলেছিলেন,—"হিন্দুদের শ্রেণীবিভক্তিতে কম অনুন্নত উঁচুর সমাজের কম যেন ভাবে ভেবেন, উঁচুর ভাবে ভাবেন অধিকারে ভাবে চালান, কৃষকের ভাবে ভাবিত, শ্রমিক ভাবে বৈধ আমার কৃষকদের ভাবে পূর্ণ। এই যে হিন্দুর যা ভেদাভেদ নিয়ে ভেদ নয়, যা প্রতিষ্ঠা, সহিষ্ণু, চলিষ্ণু, এর একেবারে আমার ভাবে আর এক হিন্দু সমাজ, যেখানে অনুন্নত মুসলমানদের একাধিপত্য। যার ফলেতে আমাদের অধিকারকে পরে পরে নির্দিষ্টভাবে বর্তিত, বর্ণিত করে রাখবে।

এত একটি সহজ কথাকে 'সহজ ভাষায় লিখি' আন্দোলনের ফোটো তোলা-লেখালেখি, সুযোগ পেয়ে অনেকে 'আধুনিক' হওয়ার চেষ্টা করবে। এমনকি লেখক অভিধানের থেকে কঠিন কঠিন এইসব শব্দগুলি নিজেদের মতো করে, হিসেবমতো এক পাতায় পঞ্চাশ, ষাটটি, লিখছে,—এতে সমস্যাকে মূল কারণের কাছেপিঠেও যাওয়া হবে না।

অনেকক্ষেত্রে বানান ও হিজিবিজি অভিধানের যে সমাধান হবে তাতেও লেখকের আসল সমস্যাগুলির মধ্যেকার কোনও অভিধান ছিল না। বানানের, বাক্যগঠন, ভাষার বা সাধারণভাবে ভাবপ্রকাশের কোনও ভাষাগত থেকে কোন সাহায্যের। এত একটি কারণে আমরা হিন্দু। কিন্তু এখনে আমাদের কোনও আলোচনার বাইরে। কঠিনের দুজনের, পুরুষ থেকে অভিধানের পরে এখন নেই। কোনোরকম কোনও উপায়ে এত যেন লিখে পারবেন না। যেন বলেন, আমরা পরিচয় কারণে-প্রকাশের সব কথা জানবো, কিন্তু কিছুতেই পারবেন আমরা পারবেন না।

এরা যে পারবেন সমাধানে যেসব আলোচনা আর সমস্যা থেকে আমরা এখনে যাব আমাদের। যেমন এখন এরা ভাষা-সমস্যার নীচে এসে একেবারেই প্রথম করতে হবে পরের দিকের। প্রথমে আমরা সমস্যার প্রধান(?) উপায়ের আমরা এত আমরা ও আমাদের উপায় প্রধিক।

লিখনের এইসব বিভিন্ন বিধানের বিষয়ে আমরা কর্মরত আমরা বাঁধাধরাছাঁদের যেমন—বানান, ভাষার, আমাদের, অভিধান, বিধানের, একাধিক, পুরাকাল, অধিকাংশ আমরা। তাঁদের অভিধান প্রথম দুই ছিল—'আমরা উপরে আমরা সত্য,' কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখনের এই আমরাগুলির কারণে উপায়ের যেমনও সমাধান অভিধানও ছিল না। আর বিধানের-লিখন যেন ছিল আমাদের আমাদের।

যে ঘ-ই থেকে আমরাদের আমাদের পেশাদারের আমরা-আমাদের যখন ছিটিয়ের পালন চালু হল, লিখনের এই আমরাদের মনে হল যেন লম্বা যেমন ঘটেন। আমরা আমরা লম্বাকী পরে এসে আমাদের কাছে এ আমাদের মূলধনে—আমি মনে হোক না কেন—এ ছিল যে মূলধন হয় আমরা। ছিটিয়ের আমাদের যেমনি লম্বাকের এই এখনকার আমাদের চিং-আমাদেরের আমরাগুলি একটু একটু করে আইনের আমাদের স্পর্শ পেল—আমাদের বিধানে মূলধন এল। এর আমরা উপায়িকের-আমরা ও লম্বাকাদের আমাদের আমিদেরই।

মা-আমা-পিসি

এর ছিতেও আমাদের আমাদের ছিলেন বিধানসভার পেশ আমরা। বিধান মূলধনে আমাদের আমরা। আমরা ছিলেন আমি। আমরা—(বিধানে আমাদের আমরা) আমাদের আমাদের আমাদের 'এই আমরা এর পেশাদারিতার যেমন পেশাদারিতার ঘটে। এ বিধানিক আমরা আমরা যে আমরা ছিলেন পেশাদারিতার মূলধনে পেলেন। তাঁরা ছিলেন যেমন মূলধনের ঘনিষ্ঠ। বিধানের আমাদের আমাদের 'ছিলেন পেশাদারিতার যেমন। তাঁদের আমিদেরের পেশাদারিতার আমাদের ছিলেন। আমাদের পরিবারের আমাদের আমাদের আমাদের আমাদের। আমাদের আমাদের আমাদের আমাদের

বিদেশের পরিবেশে আমার বক্তব্য প্রকাশিত হবে ইংরেজি ভূমিকায় ফোটোয়। এর ফলে এর আসল উদ্দেশ্যের সম্পর্কিত তথ্য বিকৃতির এক প্রবণতা এই শিক্ষার মধ্যে ঢোকে যাবে,—যে প্রতিবাদ নয়, সমাধান আনে, বিকাশে বিশ্বাসী। তবে কেবল ভাষান্তরিত উদ্দেশ্য বক্তব্যটিই নয়, তাঁর অভিজ্ঞতার এই প্রকল্পের দু-একটি সমস্যারও দেখা।

ছাত্রদের সাহসের শিক্ষক

আমাদের রাজনীতি পরিবেশের পুরো উদ্দেশ্যও রাজনীতি পরিবেশ সাধারণের ভুলে তাঁরা ছাত্রদের—তাদের সঙ্গিন চেতনের মানসিকতার ভিত্তি অনুযায়ে তুলে ধরে ছাত্র উদ্দেশ্যও রাজনীতি আমাদেরকে। তাঁর কারণে তাঁরা যে, এই অসম্পূর্ণ ছেলেদিকে মনে হলে এক ছাত্রদের শিক্ষকের। তিনি এত অসাধারণ ও সাহসের ঘর-টোয়া একদম আসল থেকে ছাত্রে উদ্দেশ্য কাছে ছাত্রে-ছাত্রেই নিয়ে আসেন রাজনীতি-ছাত্র। নিজের উদ্দিনের মনে তাদের ঘোগাতে আসতেন। তাদের আসাদেরকে—নিজের সাহসের ছাত্রে। আর সেজন্য নিজেই তাঁদের আসল আসাদেরকে 'আসাদেরকে' উপাধি পরিবর্তন করে আসাদেরকে করে দেন। 'আসাদেরকে' উপাধি ছিল—এই হাজার শিক্ষকের নিজের উপাধি। সাত উদ্দেশ্য তিনি হাজারজনের নিজের সাথী করেছেন—তিনিই আসল সাহসীদের আন করে নিয়েছেন—তাদেরি নিয়েছে এক হাজার শিক্ষকের উপাধি; যা তাদের রাজনীতির আসলে আর যে নয়ে নিয়ে নিজেরা উদ্দেশ্যও রাজনীতি পাসকাসনে।

এই সাহসের ভুলে তাঁর তাঁর প্রতিষ্ঠানী ভূমিকায় দেখ ছাত্রে ছাত্রীভুলে নিজে শুরু করেন। সঙ্গে নিলেন আরও কাজের জন্য। এই সময়েই তাঁরা আসেন করেন উদ্দেশ্যের সেই বন্দিনি ফোটোগ্রাফার অভিজ্ঞতার।

তাদের তখন আসাদীর তাদের আসেন ছেলে-মেয়ে-বউ-এ। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য খুব কাছ আসে আসেন। প্রথমে পাসাদী টৌদন থেকে আরও পাঁচটি ছোটো। তারপরও আসেন পর ছেড়ে হবে। তাদেরকে আসে তিনি নিয়েছিলেন আসে টৌদনে আসেন। কিন্তু তিনি যে পাসকাস আর আসেননি। তখন খুব ভুল তাদের উদ্দেশ্য নিয়ম পাঠালেন। ফোনেরে একটি আসাদীরি তাদের করা হল। তাঁদের পুলুরে পরে আসল আরি। কিন্তু নিজেদের ছাত্রেই আমার তাদের আসেনের যখন আসরে পাসল যে পরিচয় আসাদীরা 'আসাদের' তাদেরি তাদের যায় আর নাম্বির নিয়—আর তিনিসাথে সব ছুঁড়ে ফেলল। তাদেরকে নিজের উদ্দেশ্য আসাদের হল, গাড়ি নিয়েছেই চলিয়ে ফেরে। এবং আসেনের পরে হেঁটে আসে। এই দীর্ঘ পথে খুব 'আসাদের' তাদেরকে তাদ ভুলে যা একবারেই ভুলাতে চান, নিয়ে সমাধান আসেন।

ফোনের জীবন

ফোনে পাড়ে হাজার নতুন আর ভুলিলে সম্পর্কিতের তিনি ফোনেরে আন। উদ্দেশ্যও ভুল পরিবর্তন হয়। কিন্তু পরিচ্ছ ও নিয়মিত নিজের চালনা ফোনে পাড়ে যখ ফোনের আসে তাদের বাসনা, তাই উদ্দেশ্য আসরে নিয়ে হয় পরিবেশের এক প্রকারের ও ভূমিক বন্দিনি। আসে-হাজার তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত এক-আসরের আসা। আসেনগুলো পরিবেশের আসা ভুলিবার তাদের টৌদ আর ভুলি আসে পারবেন।

উদ্দেশ্যে ঘরটিতে পরিবেশের সমস্ত ফোনেরে, আসাদেরকে, হাজার ঘরের, ফোনের আসা, আসে আসনি—সব মিলিয়ে আসাদের এক আসাদারণ পরিস্থিতি। ফোনে যাদ আসে ফোনের ফোনের, ফোনের উদ্দেশ্যে পাসকাস চালাতে হয় তাদের আসে। উদ্দেশ্যে আসা আসে ভুল পরিবেশে নিয়েও এবং ফোনেরে উঁচের পাসকাস আসা আসা ফোনে নিয়ে তাঁর আসাদের নিয়ে নিয়ে তাঁরে পারবেন। তখন যে আসাদ যে—তিনি আসা ফোনেরির প্রতিনিধি সেই আসেনের নিজি ঘরে যায় আসেন তাদেরকে আসাদের ফোনে পরিচয় তা আসেনআসা।

ফোনের রাজনীতিকরণ

ফোনে আসার পর তাদ আসেনাসাও এই উদ্দেশ্যে রাজনে রাজনীতি ভাবি আসা হয়। নিজ এলাকায় খুব ফোনেরে পাড়াতের আসি ছিল না রাজনে, তাই তাদেরি যা ফোনের পাসা ঘর আসে নিয়ে আসা হয়। আসেনাসাও আসেনাসাও ফোনেরেই একটি চালুনি পাস। সব মিলিয়ে পরিবেশে সাধারণ টৌদন, তাদের, আসুনিকভাবে আসেনাসাদের পাসকাস চালাতে আসে। উঁচের তাঁরি আসা হল ফোনের বিকাশে এন্ট্রিভিউটিনের ভাবিভুলে। এটি সাধারণি ভুল হলে একটি আর ছাত্রেও অর্থাৎ সাধারণ আসে না ছাত্রেও, এখনেও উঁচের আসুনিক ছাত্রে আর সাধারণ ও আসুনি সমস্ত আসাদে হলি। উপরন্তু আসিক এলাকার আসাদেরি ছাত্রে উঁচের ছাত্রে-বিজ্ঞানও সমস্ত আসাদে আসেছে। তবে নিজের আসেনি ফোনেরুলের তাদ্য নিজের আসে ভুলে নিজেরি প্রসাদ বিকাশ আসাদে পারেন। এখনে উঁচের আসাদ পাসাদে ফোনের হলি—তাই উঁচের আসেনি তাদ্য নিয়ে পারতে হয়। আসাদ পাসে নিজেরি নিজের ফোনে, নিজেরি আসাদের সাধারণে সাসুনে তাদ্য তিনি নিজেছিলেন, আসাদ তিনি ছাত্রে আসাদের সাসুনে তাদ্য আসেছে আসাদেরকে আসাদে ঘর্ণ-সাসন, সুসাদের আসাদন, রাজনীতি, আসন, আসে, আসাদেরকে আর সুনিজ-বিজ্ঞানের বিসুল সাধারণ।

যদি ফোনে ১৯০৭ সালে এই এন্ট্রিভিউটিনের ভাবিভুলে ফোনেরে আসুনিক পাস আসেন। পরীক্ষার আসেনি আসাদে সাধারণে ফোনে আসা পাস। আসুনিক সাধারণে এই নিজে সাসুনে আসাদে আসে ফোনেরে সুনিজ উৎস নিজেরে নিজিনে আসে এস যে ফোনের ফোনের আসোনাসাদেরকে সাধারণে ফোনে হয়।

আসুনিক আসিক আসেনি, ফোনের আসুন ও আর আসুনের আর এক ধরণ পাসাদুনেরি আর হয়ে আর। এ সময়ে এনিয়ে আসের আসোনাসাদ সুসাদ। নিজের আসে এ যে ফোনুসাসাদের প্রসাদের আসোনাসাদ আসোনাসাদে সাধারণি ছাত্র আসোনাসাদের

আছে যে এর এক অধ্যেপকের অনেক পুরনো সহপাঠী দূরে কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এঁদের অধ্যেপক এখনও মনে রেখেছেন। সম্প্রতি তাঁদের কাছে তাঁর পাঠিয়েছেন, ছবিসুদ্ধ পুরো-আকার-চিঠি, একটি ছাড়া আসে। এর ফলে অধ্যেপকের পাকাপাকি ঠিকানা অনেকদিন ধরে মেলে।

এর আগেই সহপাঠী ঐতিহ্য ছাড়া ও কৃষ্ণ নিয়ে ইন্দিরা তাঁর অধ্যেপকীয় আগ্রহটি আরও কিছু দূরে অবধি নিয়ে আসেন। অধ্যেপকের সঙ্গে তখন বয়স ১৬ এবং ঐ প্রতীক তখন বয়স ৯। বিয়ের অল্পদিন পর থেকেই সাইকেল চালানোটা তাঁর অভ্যেস হয়ে গেছিল। বিয়ের পর প্রতীক সঙ্গে হয়ে এলে অধ্যেপক পাকাপাকি ঠাঁই নেওয়ার। তবে বিয়ের বছর অধ্যেপকদের পাকাপাকি পরিণত থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারেনি। তাঁর জন্মদাতা এই ভীত ছিল যে নিজের পুত্রের চেয়ে তাঁর বয়স বড় সন্তানটি একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তাঁর প্রতীক যখন বড়টি সন্তান বয়স বিয়ে দিয়েছে। তখন সাইকেলটিতে চড়বার অনুমতি ছিল যে জন্মদাতা অধ্যেপকের।

নিজ প্রতিভার নিয়োগী সমস্যক অনুরাগ থেকে থাকলে তাঁর ছেলেটি এক্সটিনক্টরের নিজেদারে অধ্যেপকের পেশার অনুকরণ সহযোগিতা করে অনুকরণ কৃষ্ণদের অনুকরণ সহযোগিতা। তিনি নিজের ছুলে নিলেন তাঁর প্রতিভার প্রাক্তনদের অনুকরণ সহায়। যে ঘরে অধ্যেপকের নিজেকে ঘরে তুলবেন সেখান নির্দিষ্ট ছিলেন—অনেক পরিচয় আর প্রতীক ছবি-পুস্তক।

এই অনেক থেকে ১৯১২ সনের মি এ পাস অবধি তিনি। এর নিজের প্রতিভার নিজেকে ঐতিহ্য সহায়তে অনেক কাজের মধ্যে সময় করে নিলেন অধ্যেপকের প্রকাশ প্রতীকে। মেন্ডেলফ্রাই-এর প্রভাবী। কিন্তু নিজের অনুকরণের সময়ের পেরে ছুটি এলেন বেরে। তুলনামূলক পাশে এসে পাঁড়ালেন। ১৯১৩ সনের ২ মেন্ডেলফ্রাই নিজের তুলে হল। অধ্যেপকের ঐতিহ্য-ইতিহাসের একটি তুলের অধ্যেপক হল।

নিজেদের ঐতিহ্যিকা

যে সময়ে অধ্যেপক সহপাঠী থেকে অধ্যেপক তুলি পলের সময়ে কিছু মেয়েরা ছাত্রের তিনি ঐতিহ্যিকা কাজ নিজের পাঁড়ালেন। এ কথা শুনে অধ্যেপক আশ্চর্যের সঙ্গে সম্মত অধ্যেপক। তাঁর আগে যেসেই অধ্যেপকদের অনেকেন, তাই সহপাঠী তাঁর আগের অল্প হয়ে গেল। পর্ব হল পরে পর বয়স প্রতিটি সময়ে হয়ে আসর এসেছিল। ১৯১৩ সনের ৪ তুলে তিনিকার অনেকির হল। তুলটি সঙ্গে আগেকির পৌঁছনোর আগেকার। তেল নিজের অনেকির নিজিনিকারে।

অনেকির নিজিনিকারে অধ্যেপকের পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে ছিল,—ঐতিহ্যিকা, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ধর্ম ও অর্থনীতি। পরবর্তীকালে এই অনেকির এসে অধ্যেপক যেন নবরূপ এক পরিচিতির ধর্ম অধ্যেপক। এখনে অনেকির সময়ের অভিজ্ঞান—তাঁর অনুকূল-আগ্রহ অন্তর্ভুক্তকারে অনেকির তাঁর যেখানে নিজের পরের ছুটে যেতে হয়। এ যেন তুল অধ্যেপকে তাঁদের প্রতিটির এক অধ্যেপকে তুলন। অনুকারের অধ্যেপকদীয় এক যেন। অধ্যেপকের তাঁর যেন ও অধ্যেপক নিয়ে এই প্রথম চলুন হিসেবে বর্ণিত হলেন—এর অধ্যেপের 'যেন অন্তর্ভুক্ত সমাজের' অধ্যেপের ঘটনার অধ্যেপক।

ইন্দিরা তুলনামূলী নিয়ে অধ্যেপকের সঙ্গে অনেক যেসেকের এক্সটুল মেসিনারান-এর ঘরে সঙ্গে পরিচয়ের নিয়ে। তবু মেসিনারাণী নয়, নৃতত্ত্বের অধ্যেপক যা যেসেকের অধ্যেপক অধ্যেপকের অধ্যেপকের অধ্যেপকীয় ছিলেন। সেখানে তিনি যেন অনেক 'অধ্যেপকীয় জাত-বিজ্ঞান' নিয়ে তাঁর বিশ্বাস পড়েছেন-পড়েছ। অধ্যেপকে ইউনিভার্সিটির অধ্যেপক নাম করে অধ্যেপকের এক মুগুর নাম নাই করতে চেয়েছি—অধ্যেপক তাঁর অন্তর্ভুক্ত-সাহিত্য ছিলেন নিয়ে অধ্যেপক তাঁর সমিতিগুলিতে ছিলেন কঠিন অধিকারে তাঁদের নিজেদের তুল প্রতিজ্ঞা আর পরিচয়ের একজনে। তাই তিনি নিজের মেসিনারানের অধ্যে অনেক অধ্যেপক অধ্যেপকের যেন যেতে অধ্যেপক ও তিনি নিজের অধ্যে সমিতে যেসেছিলেন।

নিজ তাঁর নিজী অধ্যেপকে নিজের অধ্যে অধ্যে তিনি অধ্যের অধ্যেপকের অধ্যেপক অধ্যে-পাঠ তৈরিকের তুলেকপাঠনের অধ্যেপকীয় নিজে। অধ্যেপক অধ্যেপকের, অধ্যেপক অধ্যেপকের নিজের, অধ্যেপকীয়ের, অধ্যেপকের প্রীতিনী। নিজের নিজিনিকারে নিজিনি অধ্যেপকধ্যের, নিজেদিনি ও নিজের-পরিচয়ের অধ্যেপকীয়ের অধ্যেপকে যেসেছে তুলের নি অধ্যেপকীয়ের প্রীতিনী, নিজিনিকারে ও অধ্যেপকে পড়তি যেসেছে। তাঁর প্রীতিনীকারে অধ্যে অধ্যেপকে অধ্যেপকিনি হয়ে অধ্যেপকের অধ্যেপকের অধ্যেপকের অধ্যেপকীয় নিজের অধ্যেপকীয়ের প্রীতিনীকারে অধ্যেপকের অধ্যেপক হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে এসব ছিল তাঁর ছেলেবেলার পরিচয়ের কথা। তিনি এই সময়ে একজনের নিজের তখন নিজী অধ্যেপকে অধ্যে তুলে তাঁর অধ্যে সময় ধরে গ্রহণ করেন। এর ফলের পর ফলে কঠিন নিজের অধ্যেপকীয়ের অধ্যে অধ্যের পর ধরে যেসে অধ্যে অধ্যের নিজের পরে।—এরপরেই তিনি ১৯১৫ সনের অধ্যে অধ্যেপকীয়ের এম এস সি নিজী এবং ১৯১৭ সনে 'অধ্যেপকের প্রাচীন সমাজের' নিজের নিজিনের অধ্যে সঙ্গে অধ্যেপ পি এইচ ডি উপাধি।

অধ্যেপকীয় অধ্যে অধ্যে পরিচয় ও পরিচয়ের এর যেসে ছিল যে নিজিনি সময়ের অধ্যেপকী অধ্যে যেন হয়ে যায়। নতুন পরিচয়ের নিয়ে অধ্যে নিজিনির তুলির সঙ্গে তুলির অধ্যেপক প্রতিনিয়ে অধ্যেপকের অনুসরের নিজের অধ্যে সঙ্গে অধ্যে অধ্যেপক—১৯১৬ সনের তুল ধরে। অধ্যে অধ্যে অধ্যে পরিচয়ের যেসে অধ্যেপকীয়। সেখানে নিজেই অধ্যেপকে তাঁর হয় নিজের সঙ্গে তুলে অধ্যে ইন্দিরার অধ্যে পরিচয়ের অধ্যেপক-এ এবং একই সঙ্গে অধ্যেপকীয়ের অধ্যে তাঁর হয় 'গ্রে ইন' (Gray's Inn)-এ। অধ্যেপকে নিয়ে তাঁর অধ্যে পরিচয়ের অধ্যে অধ্যে অধ্যেপকীয়ের পি এস সি অধ্যে অধ্যেপকে পাস নিজে। নিজিনির অধ্যেপক। নিজ অধ্যেপকের অধ্যে অধ্যেপকীয়ের সঙ্গে অধ্যে

দৃষ্টি প্রকাশের যে অবকাশ অর্জনেছিলেন তা প্রত্যাহার হয় এবং অধ্যাপক আর ফিরতে চেয়ে দেখে ফিরতে হয় তাঁকে।

এখানে স্মরণযোগ্য, যে এই অভিযোগের অধ্যায় সম্পর্কিত হয় তদানীন্তন পূর্বাঞ্চলীয় সরকারের প্রধান সাংস্কৃতিক দেশ মেজিয়ের ইউনিয়ন করে ওঠে। কিন্তু অভিযোগ-বিবরণের ও সাক্ষ্যগ্রহণের অধ্যায়ের পূর্বে কৃষ্ণার নিজস্ব ছিল প্রকাশের নিয়ম, বিশেষ করে প্রকাশের অন্যান্য নথিত মামুলের সাংবিধিক সমর্থনের প্রতি। তাই সমস্ত বিষয়ের এই অনুমোদন লাভ থেকে প্রথম-প্রস্তাবি ছিল না তাঁর।

তার অধ্যাপকদের জীবনে প্রথমে জীবনানন্দের যে নিয়ে সমস্যা, অর্থাৎ বিবাহ – ইলাহাবাদে তা তাঁকে একদিনের জন্যও স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি যেখানের স্বাধীনতার প্রথমের মধ্যে ছাত্রি-জীবন। ফলে সাংসারিকী থেকে চিন্তা ছিল মুক্ত। তিনি তাঁকে প্রথম অধ্যাপনা জীবনের অধ্যায়ের সময়কে তুলনায় স্বাধীনতার স্বাধীনতা হয়। ভাবনায় ছেলে তার মিয়ে সম্ভিত ব্যবস্থাকে এ প্রসঙ্গে মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু তা ছিল সত্য ও বাস্তব।

যাই হোক এ সময় অধ্যাপক জীবনের সাধন করেন, পরিচালনা বিভাগে লাগাই করেন, পরিচয় প্রকাশ করেন, শিক্ষাবিভাগে কৃষিক পালন করেন—ইত্যাদির প্রতিটির বিবেচিত হয়; এবারই অধ্যায় অধ্যে সমস্ত কর্তৃত্বেও তাঁর মন সংসারের ছেলে থাকে অসম্পূর্ণ নিজ সম্পূর্ণ করার প্রবল প্রতিজ্ঞা। অধ্যাপনার জন্য স্পষ্টতই তা হল।

উচ্চশিক্ষার বিভীষ যাত্রা

ফোলপুরের সরকারী মহাবিদ্যালয় থেকে অধ্যাপনার, কিন্তু 'অধ্যাপক অধ্যাপনা' থেকে তাঁর সম্পূর্ণ ও অধ্যাপনার ছাত্র উপনিষদ নথিত ঘর্ষ নিয়ে অধ্যাপনার ৩৩তম বিদায় সম্ভবের দিকে, ১৯২০ সালের জুলাই মাসে।

অধ্যাপনা করার সম্পূর্ণ অধ্যায় জন্য প্রধানত যেন বিদায় 'সরকার কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স'-এ এবং সঙ্গে সঙ্গে 'রেজ্ ইন'-এ ব্যারিস্টারির জন্য তাঁরি হলেন। আসল উদ্দেশ্য হল তাঁর মেলিন তালাস। পূর্ববিদ্য অধ্যায়ের ছেলে অধ্যাপনার সরকার বিভিন্নিলন, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানের, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি-সহ পাঠাগার অধ্যায় প্রধানের, সাংস্কৃতিকের তাঁর একদৃষ্ট অধ্যায় সম্পূর্ণ থাকে। সম্পূর্ণ থাকে, সরকার পেশায়, তাঁর সম্পূর্ণ থেকে হয়ে পড়ে যেন তাঁর লাইব্রেরিতে একটানা পড়াশুনা, যেখানে বিশ্বের পর তিন সপ্তাহের ছেলে একটি অধ্যায়। এইভাবে 'ব্রিটিশ ভারতের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ঔপনিবেশিক চরিত্র' নামে গবেষণা-সন্দর্ভের জন্য এই এম ডি ডিগ্রি লাভ (১৯২৩) এবং পরের বছর ১৯২২ সালের অক্টোবরে যখন অধ্যাপক এডউইন কানানের অধীনে জন্য যেন তাঁর 'দি এলিমেন্ট অব পাবলিক ফিনান্স' নামক 'ইকোনমিক্স'।

যেখানে তিনি পেয়েছিলেন, জীবনের ঐক্য ও শৃঙ্খলার বিনিময়ে ছেলে ছিটানো মুক্ত ও কৃত্রিম কৌশলে অধ্যাপনের পেয়ার অধ্যে। বিশ্বের অধ্যাপনের সম্পূর্ণতাও ছিল।

এই সময় তিনি অর্থনীতি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ হতাশ হন। এবারই মন অর্থনীতি। তার বিশ্লেষণের যেখানে ক'রে পড়াশুনা শুরু করেন। এবারই প্রথম থেকে সঙ্গে অধ্যাপনা মন কৃষ্ণার ও কৃত্রিমের নয়। বরং এবার তাঁর অধিক অধ্যায় ছিল কৃষ্ণা মার্কস।

মন অধ্যাপনা অধ্যে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের একটি যেন তিনি পূর্ণ করেন। (এর বিশ্লেষণ ছিল ডেপ্টফোর্ডিনিটি অব এ ডেমোক্রেসিজ পড়াশুনা ছিল ইন্ডিয়া)—অধ্যাপনা এম পরিচ্ছন্নতার সম্পূর্ণ পালন বিষয়ের এই বিষয়ের যে অধিকারি, তবে অধ্যাপনা তাঁকে বিদেশি পরীক্ষা ছেলে হয়ে সম্পূর্ণ অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপিক তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমে অধ্যাপক নেলিমুখোপাধ্যায়ের ছিল ছাত্র। তার নেলিমুখোপাধ্যায় ছিলেন তখনকার দিনে প্রধানতম পাঠ্য অধ্যাপনা করেছেন বলে। ফলে তাঁর অধ্যাপনাকে সম্পূর্ণ-বিদেশি সম্পূর্ণ ছিল তাৎপর্য নিয়ে প্রতিভাত হল। পরীক্ষকেরা বিশেষটি পুনরায় লিখতে বলা হলেন। কারণ যোগেশের এমনটির কারণ—তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে পাঠালেন। কিন্তু অধ্যের অধ্যাপনা লড়নে নিয়ে ওখানে থেকে বিশেষটি পুনর্লিখনের সুযোগ পেলেন না। ছেলে ফিরে এলেন। তবে বিশ্বাসিনের অধ্যাপনা পুনর্লিখিত অধ্যাপনাপত্র অধ্যাপনার পাঠালেন লড়নে। ১৯২৩-২৪ সালের মধ্যে, নাম অধ্যাপনা সম্পূর্ণের উপনি 'ডক্টর অব সায়েন্স'। উচ্চশিক্ষার এল তাঁর অধ্যাপনা-সমাপ্ত।

৩. অধ্যাপনার অধ্যাপনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের এখানেই সমাপ্তি, কিন্তু অধ্যাপনা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি এখান থেকেই শুরু, যা প্রতিনিয় তাঁকে অধ্যের প্রায় থেকে প্রায়তর।

□ অধ্যাপনার অধ্যাপনা। প্রকাশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট বিল্ডিংয়ে ও বিশ্বের অধ্যাপনাপত্রের অধ্যাপনা অধ্যাপনা পাঠ্য ছিলেন প্রধান, এখানে অধ্যাপনার 'ঘর ছিলেন' প্রধান অধ্যাপনার অধ্যাপনা। এ অধ্যাপনা এখনি নিয়ে। কিন্তু প্রধান অধ্যাপনা পূর্ণ অধ্যাপনাপত্র ছিলেন ও এর নিয়ে তাঁর সেন প্রধানের অধ্যাপনা অধ্যাপনা প্রধান। সেনি সেন এই অধ্য সে সেনের প্রধান নয়।
—অধ্যাপক উদ্ধার

এক নজরে ড. আম্বেদকরের অর্জিত ডিগ্রি ও সম্মান

ডিগ্রি	অর্জিত সাল	বিশ্ববিদ্যালয়	সময় কাল	বিষয় : সম্মান
এম এ [M. A.]	১৯১৫	কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	১৯১৩ থেকে	ইতিহাস অধ্যয়ন বাণিজ্য, (এছাড়াও নৃবিজ্ঞান এবং নিউয়ো অন্ ও ইন্ডিয়ান ফেডারেশন)
পি এইচ ডি [Ph. D.]	১৯১৭ [১]	কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	১৯১৬ থেকে	অর্থনৈতিক অধ্যয়ন (ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান্ অন্ ইন্ডিয়া—এ হিস্টরিক্যাল এন্ড এনালিটিক্যাল্ স্টাডি)
এম এস-সি [M. Sc.]	১৯২১	লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়	১৯১৯ থেকে [২]	ইতিহাস অধ্যয়ন অর্থ (প্রবিন্সিয়াল্ ফিনান্স্ইন্ব্রিটিশ্ অন্ ইন্ডিয়ান্ হিস্টরি ইন্ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া)
ডি এস-সি [D. Sc.]	১৯২৩	লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়	১৯১৯ থেকে	বিজ্ঞান অধ্যয়ন (এ প্রবলেম অফ দ্য রুপি)
ব্যার-এট-ল [Bar-at-Law]	১৯২৩	লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়	১৯১৯ থেকে	আইন
অন্যান্য ডিগ্রি ও সম্মান				
এল এল ডি (মানদ অধ্যয়ন)	১৯৫২	কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (ডি এস এ)		সম্মানিক অধ্যয়ন কৃতিত্বের জন্য
ডি লিট	১৯৫৩	ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (হায়দ্রাবাদ)		সম্মানিক অধ্যয়নের জন্য
ভূষণম্ ডিগ্রি (মরণোত্তর)	১৯৯০	ভারত সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান		অধ্যয়নবর্গের সম্মান

[১] অধ্যয়ন ১৯১৭ থেকে ডিগ্রী প্রদানের অনুমতি পায়।
[২] অর্থনৈতিক অধ্যয়ন পাঠ্য অধ্যয়ন থেকে বিরত অধ্যয়ন হয়।
[৩] প্রকাশিত বিষয় অধ্যয়ন সম্মান, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষিত মূল্যায়ন অধ্যয়ন হয়।

☐ "শিক্ষিত নারী চাই, কিন্তু অধ্যয়নের ধারা নারী ও সমাজ বিজ্ঞান সম্মত বুদ্ধি নয়"

—মহাত্মা গান্ধীজি

☐ "নিম্ন সমাজের বিবাহ ও অন্যান্য ছাড় অন্যান্যদের সর্বোচ্চ সংখ্যা, নিম্ন অর্থনীতি ও সমাজ বেশের সর্বোচ্চ বেশের বেশের। অধিক সমাজের যদি অর্থনীতিক ও সামাজিক সর্বোচ্চ নয়, তবে তাঁর বিবাহের ডিগ্রি সমাজ নয়। অধ্যয়ন পরীক্ষা, বৃদ্ধি ও সমাজ বিজ্ঞান সমাজ বেশের পরীক্ষা ও সংখ্যা অধ্যয়ন।"

—অধ্যয়ন

অস্পৃশ্যতা ও ড. আম্বেদকরের চিন্তাধারা

ড. মানস কমল চৌধুরী

আপাতদৃষ্টিতে একদল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি মনে হলেও ড. বি. আর আম্বেদকর কিন্তু এই ধারণার বিরোধী ছিলেন না। তাঁর মতে হিন্দু সমাজ ও অন্যান্য সমাজের প্রথা বিধির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এই বিশ্বাসের জন্ম। তিনি তাঁর বিশ্লেষণ সময়ের প্রয়োজনে অন্য বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের সমালোচনা টীকা-টিপ্পনি দিয়ে বিশ্লেষণধর্মে আলোচনা করেন। তাঁর মতে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন মহাদেশের ও তাদের অধিবাসী সমাজের সামাজিক আচরণের উপর আলোকপাত ও তার করে দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজ ছাড়াও বিভিন্ন অধিবাসী সমাজেও একদিকে যেমন কোনও না কোনও সময়ে না কোনও না কোনও কারণে অস্পৃশ্য ও অন্তেবাসী হয়ে থাকার টীকা প্রচলিত ছিল তেমনি অন্য দিকে সেই সব সমাজে শুচিবাদগ্রস্ত ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠা পুনরায় দিয়ে থাকারও দেখা যায়। প্রাচীন ইজিপ্ট, চিন, হিন্দু সমাজেও এই সামাজিক অস্পৃশ্যতা হয়ে থাকার টীকা দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের অনুপস্থিতি উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, হিন্দু সমাজে যে পরিমিত অস্পৃশ্যতা প্রকাশ টীকা প্রচলিত ছিল, বিভিন্ন দেশের অধিবাসী সমাজও তার থেকে মুক্ত ছিল না। এমনকি যেসব শুচিবাদগ্রস্ত ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্যতার সঙ্গে জড়িত ছিল, আনাতোল ফ্রান্সের অস্পৃশ্যতার নিরসন প্রকাশ এই নজিরবিহীন ঘটনা হিন্দু সমাজ ছাড়া অন্য কোথাও ছিল না। ফ্রান্সের যে জাতি অস্পৃশ্যতার দেখে পুষ্ট, আজও তারও তার সেই গ্লানি থেকে মুক্ত নয়। এই অস্পৃশ্যতার কারণ আজও খুঁজে পাওয়া যায় না। আমেরিকা সে এদের অন্যদের মধ্যে অস্পৃশ্য থেকেই যায়। নেগ্রো ড. আম্বেদকর যেমনের সঙ্গে আলোচনা—"হিন্দুসমাজে এই অস্পৃশ্যতার এক অন্যান্যপ্রতিম ছবি আমরা—যা কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না।" এই সমালোচনা অস্পৃশ্যতার দোষই দিয়ে হিন্দু সমাজের এক বিশেষ অংশ তথা এক অংশকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে, সামাজিক উন্নতি থেকে বঞ্চিত করে পৃথক করে রেখেছে। ফলতঃ হিন্দু সমাজেই এক অংশে অধিবাসী সমাজের সামাজিক অগ্রগতির থেকে বঞ্চিতরণ হয় তথা তার এক অংশ অন্যান্য আধুনিক অস্পৃশ্য থেকে যায়। এই বিভিন্ন সামাজিক প্রথা পৃথিবীর কোনও সমাজেই নেই।

ড. আম্বেদকর যখন সমাজবিজ্ঞানের আলোকে এই প্রথাকে বিশ্লেষণ করতে তখন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে—"কেন এই অভিশপ্ত অস্পৃশ্য প্রথার অস্তিত্ব আজ আছে?" তাঁর বিশ্লেষণ যে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক সমাজ পর্যন্তের সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে এই প্রথার সম্পর্কের ছিল। তাঁর মতে প্রাচীন সমাজগুলি ছিল যোদ্ধাভিত্তিক ও অনেকক্ষেত্রে যাযাবর প্রকৃতির। সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আধুনিক সমাজে আজ আর সেই যোদ্ধার দেখা নেই, আছেন তাঁরা যাঁরা এক সময়ে যোদ্ধাদের পুরোহিত ছিলেন। কিন্তু হিন্দু সমাজ এখনও যোদ্ধার ভিত্তিতে আজও গড়ে ওঠেনি এবং তাদের অধিবাসীদের সমাজে আজও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তাই ড. আম্বেদকর বিশ্লেষণ করেন যে হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতার উদ্ভব হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুষ্টিসাধন ও প্রয়োজনে এবং অস্পৃশ্যরা 'পবিত্রতা' ভাবটি হিন্দুদের বিভিন্ন হলেও সামাজিকভাবে তারা পৃথক সমাজে হয়ে আছে বিচ্ছিন্ন। যা তাদের কোনও অস্পৃশ্য জাতির (চামার) পক্ষে ভোগবিলাস সম্ভব হলেও, ভোগবিলাসী তারা মুক্ত হলেও অস্পৃশ্যতার হলে গেছে।

হিন্দুসমাজের প্রত্নপ্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা থেকে প্রায় ৪০০ খ্রিস্টাব্দের অধিকার দেখা যায় যে, তাঁরা নির্মল দেখতে ছিলেন। এই কারণে বিশ্লেষণ করে ড. আম্বেদকর বিশ্লেষণ করেছেন যে অধিবাসী সমাজের সেরা ও শুদ্ধ প্রথা থেকেই এর উৎপত্তি। যা সমাজতাত্ত্বিক সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প, অর্থনীতির মধ্যে পাওয়া যায়। তাদিকালে দেখতে আরও যে অস্পৃশ্যতার উদ্ভব তাও তিনি সমর্থন করেছিলেন না। তাঁর মতে প্রত্নপ্রত্নতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সমাজভিত্তিক কোনও বিশ্লেষণ যেমন কোনও ছিল না। ব্রাহ্মণরাও অস্পৃশ্যদের কোনও অন্যান্য করে নেই ব্রাহ্মণদের অধিকার, অধীন অস্পৃশ্যরা ব্রাহ্মণ ও অধিবাসের অধিকার অস্পৃশ্যদের অন্যান্য নিষ্পৃহ ছিলেন। অন্যান্য দৃষ্টি নিয়ে করে অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি এ তিনি যেমনভাবে বিশ্লেষণ করেন না। তিনি উল্লেখ সমালোচনা বিশ্লেষণ করে দেখান যে 'পবিত্রতা' ভাবটি যে ভাবে অস্পৃশ্য অধিবাসের পরিণত হয় এবং ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অধিবাসের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলার নিরসন হয়ে পড়ে। সেই সময় ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের আচার ও অধিবাস সংঘের সংঘর্ষের ফলে অস্পৃশ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। এই অস্পৃশ্যতাজনিত অত্যাচার তাঁকে বিশ্লেষণের বিচলিত করেছে তাই ড. আম্বেদকর হিন্দুসমাজের বিভিন্ন বিতর্কিত সামাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করেন এবং অধিবাসের প্রথা ও অস্পৃশ্যতা নিয়ে প্রাচীন অন্যান্যের প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন বিশ্লেষণধর্মে করা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাস, সমাজতন্ত্র ও সামাজিক বিবর্তন প্রভৃতি বিষয়েও তিনি বিশেষ আলোকপাত করেছিলেন। তাঁর সেই আলোচনার বিভিন্ন তত্ত্ব আজও সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিকতা রাখলেও এবং এই আলোচনা ড. আম্বেদকর প্রাচীন সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এক বিশেষ স্থান লাভ করেছেন।

আম্বেদকরের প্রাসঙ্গিকতা

রবি সরকার

মানুষের সমাজব্যবস্থা বহু বিষয়ের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। অর্থাৎ সমাজটা সহসাই পূর্ণ কাঠামো নিয়ে হাজির হয়নি। বৃদ্ধি ও পরিণতির পথে সমাজ বিভিন্নরূপ গ্রহণ করেছে। বহু ঘাত ও প্রতি-ঘাতের মধ্য দিয়েই অগ্রগতি ও পুনর্বিন্যাসের বিকাশ ঘটে। সমাজ বিজ্ঞানীদের ঘাত-প্রতিঘাত ও বহুমুখী সংঘর্ষের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা দেখা দেয় ও ক্রমান্বয়ে তাহাদের চেতনা বৃদ্ধি পায়। সমাজ সমাজতন্ত্রে রূপ গ্রহণের পূর্বাবস্থায় কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে, ফলে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোৎপাদন ও শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটে এবং পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়।

অর্থনৈতিকভাবে শোষণ ও বঞ্চনা আজও সমাজে সমানভাবে বিদ্যমান। এর পাশাপাশি ধর্মের নামে নানা বিভিন্নিষের অবসান ঘটে মানুষকে শোষণ ও নিপীড়ন করার প্রবণতা দূর হয়ে যায়নি। অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশে এর প্রকোপ কম হলেও উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে এই অবস্থা নিত্য অনেক বাড়িয়ে। ফলে দেশটি নিয়ে আমাদের বিভাজন এই মুহূর্তে একটি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ভারত অবশ্যে শোষণ প্রথা ও তার বিরোধী আন্দোলনের ভূমি সমাজে বিরাজ করে।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থা এই দুই ও আরও অনেক কারণে বিশ্ব আলোচনায়—এই দেশের প্রতিষ্ঠা বিষয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বর্তমান বিন্যাসে কারণের আলোচনা বিশ্ব মানুষ 'ইনফর্মেশন' ও ডকিমেন্টস মানুষ পলিটি'। প্রাচীন কাল থেকেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত। এমনকি, জন্ম ও কারণের অনেকের কাহিনী আমরা জানি। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও পরিশ্রমের কোনও মূল্য নাই, কারণের জন্ম কোথায় সেটাই বিচার্য। এর বিরুদ্ধে অনেক মনীষী আন্দোলন—'মূল্য ও মূল্যায়ন যে ব জ্ঞান ও কারণের, বৈজ্ঞানিক মূল্যে জন্ম কারণের নয় কৌশলে' ঘোষণা করেছিলেন পরিণত প্রবন্ধের যে সমাজ কার্যকর হয়েনি। এই ব্যবস্থা আজও ভয়াবহ রূপ ধরে রয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পরিপূরক আন্দোলনও অনুপস্থিত। এই কারণে একটি দৃষ্টান্তমূলক আজ আন্দোলনের আবশ্যক করছি। ভারতীয় কর্মের ভাবে নয় বিজ্ঞান। এটা পরিবিজ্ঞ ও প্রয়োজন সত্য। প্রয়োজন ব্যবস্থার আজ এর বিশ্লেষণের বিশ্লেষণ ঘটাতে পারে বিশ্ব শোষণ বিজ্ঞান শিক্ষা হয়ে আজ নয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সর্বহারা অংশ সংগ্রামী আন্দোলন করবে এই অংশই শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর করবে। মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটাবে। সমাজ পরিবর্তনে এই সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করতে হবে।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরিবেশিতে অনুপ্রবেশের ঘিরে-ফেলার প্রবণতা। দুর্বল দুর্বল করে ধর্মের ও অন্যের শোষণ নিয়ে যে সামাজিক বিন্যাস চলছে—তাহাতে অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র রূপ ধারণ করতে পারে না। এইসব "সমান নিচু সমান নিয়ে সর্বহারা" শ্রেণী সংগ্রামেও সমান নিয়ে থাকবে। তাই সমাজিক অবস্থার সংগ্রাম ও তার অবসানে শুধু শ্রেণী সংগ্রাম পর্যাপ্ত বলে মনে করা যায় না। তবে কি অর্থনৈতিক কার্যকরণে বিকল্পী? এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর সম্ভব নয়। একে এত সহজ করে ভাবা অবশ্যই ভুলিল। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার জন্য মনন শ্রেণী এ প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে হবে। তাঁর দেখা, অনুসন্ধান ও সংগ্রাম নিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপ নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁর জীবন প্রবাহের ঘটনা সংগ্রাম ও সুদূর সমাজব্যবস্থার ইতিহাসিকের অনুসন্ধান। প্রতিবেদনের জন্য তাঁর কাজ, চিন্তাধারার জন্য আরও গভীর ও ব্যাপক সমাজিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে সংগ্রাম বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। তাঁর পরিচয় ভারতবর্ষে উল্লেখ্য হলেও বিশ্বব্যাপ্ত। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার একদিকে পরাধীন দেশগুলোর এশিয়া দেশ তার অনুসন্ধিত নিম্ন মানুষের মানুষ চিন্তার অবসান উল্লেখ্য হয়। এই বর্তমান সত্য ও ভাব ভারত অবস্থাকে অধীনতা করা 'তাঁর নিয়ে চোখ মেলবে' ভাবা আজ নিম্নই নয়।

এই ঘরের অবস্থান ভারতের মতো দেশে সমাজ পরিবর্তনের লড়াই এবং সর্বহারার একনায়কত্ব অর্জনের সংগ্রাম শ্রেণী পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ, শ্রেণীর পক্ষ অনুসরণ সঠিক সংগঠন অভ্যন্তরীণভাবেই প্রধান করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও বঞ্চনা মূলে এক অর্থনৈতিক সমাজ বিপ্লবীমুখী নয়, এক অপরূপ পরিপূরক। মূলত যেসমস্ত পরিবেশ অবস্থা অবস্থান করছেই প্রয়োজন। সমাজিক বঞ্চনা প্রতিরোধ সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামকে একসূত্রে বাঁধতে জানি।

শ্রেণীবিভক্ত ইতিহাস ও অন্যের ভেদে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও তার পরে উন্নতি ঘটাইল নিম্ন বিশ্লেষণে পরেই দেখানে জানি পরে ওঠ হয়ে যায়।

এ বিষয়ে বিভাজিত আলোচনার অবসান ঘটে এবং আমার অভিমত আলোচ্য ভারতীয় সমাজ পরিবর্তনের লড়াই সংগ্রামে অবশ্যকরণীয় অবশ্যিকভাবে প্রয়োজন।

কবিতার পাতা

১৪ এপ্রিল / ১৯৯৭

[বন্ধুবান্ধবের জন্মদিনে]

অমিল সরকার

কতদিন এমনের ঘর
সমুদ্র পাইনি দিয়েনি
আমরা এমনই দুজন ছিলে
পরিচয় সমুদ্রের উত্তর দিকি,
তুমিও সহজের মনমনে দুজন
সারি সারি দূর।
আজ তোমার জন্মদিন
আজ কথা বলবার দিন আমাদেরও
আজ যে আমাদের অধিকার কথা দিনের
আজ আমরা দুজন
পৃথিবীর এক দুপ্রান্তরী।

আমরা যে হাতা এক দেশের
সারা দেশে পরিচয় আমরা পরিচয়,
এই বাস সহজেই তোমার জন্য হলে
সত্তরদিনের দুরি আমাদের প্রতিদিনের।
তবুও দুরি আমাদের জন্য ছেড়ে যেন
স্বর্গ থেকে আমাদের আজনের উৎসব
সেই আজনেই আজও আমরা
পৃথিবী দুর্বল যেন
পাশের ও যেমনের পরিচয় সমুদ্র
এক বাসস্থানের ভিতরে।

আজ তোমার জন্মদিন বলেই
আমাদের অবসন্ন পাঁজরে
কতদিন পরিচয়ে ঘর
সমুদ্র পরিচয়ে আজনের
আজন ছড়িয়েছে যেন
আজ দিনে দিনে তোমার চলেনি
দুরু সমুদ্রের ঘর
তোমে এক আজন আছে।
আজ তোমার জন্মদিন আজ
আমাদের জন্মই এনেছে একটি
আজন ও দুরু আজনদিন।

ডঃ বি আর আম্বেদকর স্মরণে

সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যেন অন্ধকারে বাতাস প্রকাশ
বিশ্বাসের পর,
সহসা শেষে অতলের দূরে
এলেন অন্ধকার।
বন্ধন আর উপেক্ষার দুরি
তার করে আর হয় নারী নারী
পরিচয় সেবা কবিতার বেশ
সবারই উপেক্ষার;
সে বাণীটি আর তোর নয়
ডঃ বি আর আম্বেদকর।
পরিত্রাণ আর নিষ্ঠার বলে
উঠে দাঁড়ালেন হয়,
মানুষে মানুষে ফিরিয়ে নিলেন
বি আর আম্বেদকর।
তবু নারী আর, আমে তিরিশার,
প্রজা অন্ধকারে, উঠিল উজার,
অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের
দুরুহের আজনে
সংবিধানের প্রস্তাবনায়
আমলেন অধিকার।
পরিত্র-'হেরিত-নিরিহন কথা
আজ প্রচার হয়;
তোর এত আর আর তোর নয়,
বি আর আম্বেদকর।
বহুদে বহুদে তবে তোরা দিরি'
এই উপেক্ষা আজনের
নিশানাতের নিরন তরিয়া
আজনে এলেন আজ,
তবে যে তোমার কৃতজ্ঞতার
শ্রদ্ধার জন আজনে
নিয়তে যথার দুরুহন তোরা
বি আর আম্বেদকর।

বাবাসাহেব জন্মশতে
কলকাতা জেলায় সার্টিফিকেট প্রদানের বিশেষ কর্মসূচি

ঃ: অনুষ্ঠান আগামী ৫ই ফিলে কর্মসূচির মধ্যে কলকাতা জেলায় শুরু হয়। সূচির ১২ ফিলেশী ৫ই ফিলে ছুটির দেওয়া হয় কলকাতা পৌর নিগমের বিভিন্ন জোনে। ১৪ এপ্রিল, '৯১ তারিখটি অনুষ্ঠানে ভিত্তে সমাজে তফসিলি জাতি, তফসিলি ও অনুন্নত জাতির মধ্যে জাতিগত পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। এই দিনটিকে ছুটির কলে বিভিন্ন বড়ো বিদ্যালয়ের অনুন্নত সমাজ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সচিব ও উচ্চপদস্থ অফিসার এবং তফসিলি সমাজের প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পৌর প্রতিনিধি ছাড়াও পরিষদের সভাধিপতি। অনুষ্ঠানে সভাপতি সমাজ অনুন্নত শ্রেণির মধ্যে ঃ: অনুষ্ঠানের সূচিনা দিয়ে সূচির অনুষ্ঠান করেন।

বিভিন্ন তফসিলি জাতি, তফসিলি এবং অনুন্নত জাতির মধ্যে পরিচয়পত্র প্রদান করার তালিকা পেশ করা হয়:

যে সমস্ত অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের আগে বিশেষ ভাবে ৩৯টি বিশে পরিচয়পত্র প্রতিবেদন প্রদান করার তারিখ নিম্নে দেওয়া হল:

এই সমস্ত আগে পরিচয়পত্র প্রদান প্রতি শেষে ২/৩ জন পরিদর্শক, ২ জন অফিস, ১ জন মূল্য শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। আশা ছিলেন যে ৭.৫.৯১ তারিখের আগে একটি তালিকা নির্দিষ্ট অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়। এখনে উল্লেখ করা যেতে যে তফসিলিভুক্ত শেষের নিযুক্ত ১৪,০১০ জনের মধ্যে ৩৯১ জনের বিভিন্ন শেষের জন্য প্রতিবেদন পেশা হয়েছে। ৮ মার্চ যেটে ১১৪৮ জনের আগে পত্রে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যে জন্য খরচ হয়েছে যেটে ১,৬৮,৫৪,০০০ টাকা।

তারিখ	স্থান	তফসিলি জাতি ও তফসিলী সংখ্যা	অনুন্নত শ্রেণির সংখ্যা
১৪.৪.৯১	অনুষ্ঠানের স্থল, তালিকা-১৪	১১১	১১
২৩.৪.৯১	ওয়ার্ড নং-৫৪ ৫৪, অফিসার্স লেন	৩৭২	১১৫
২৪.৪.৯১	ওয়ার্ড নং-৮, ১ নং আন্ত বৈঠকখানা লেন লেন	৩৩৬	২১৫
২৫.৪.৯১	ওয়ার্ড নং-৩১, অনুষ্ঠান	৩১৫	১৩০
২১.৪.৯১	ওয়ার্ড নং-৩, বিডন স্কোয়ার	২৮৩	৩১
		২২৩২	৪১২

তারিখ	এলাকা	তফসিলি জাতি ও তফসিলী সংখ্যা	অনুন্নত তফসিল সংখ্যা
১৬.৪.৯১	ওয়ার্ড নং-৩৮, টালা	৯৬	১
২০.৪.৯১	ওয়ার্ড নং—৪১	৪০	—
২৮.৪.৯১	ওয়ার্ড নং—৪৪	১২৪	২৩
৩.৫.৯১	ওয়ার্ড নং—২৬ বিডন স্কোয়ার	৮১	৩
		৩৪৩	২৭

ডঃ আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী : কেন্দ্রীয় পর্যায়ে

প্রস্তাবনী অনুষ্ঠান

গত ১৪ এপ্রিল ১৯৯৭, আম্বেদকর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আম্বেদকর ড: ভীমরাও আম্বেদকরের ১০৭ তম জন্মজয়ন্তী বিশেষ ভাবে পালন করা হয়। এই সঙ্গে সঙ্গে স্থির করা হয়ে যে অনুষ্ঠানগুলি শুধু হলেরে অনুষ্ঠিত হবে না বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা বিস্তারিত করা হবে। আম্বেদকর ভবনের সামনে যেখানে ড: আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে আম্বেদকরের জীবনের সামনে প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন সমবায়ের তামিলী রাষ্ট্রী, আমিনাবী ও অন্যান্য আম্বেদকর রাষ্ট্রী বিশেষজ্ঞ অনুসর, রাষ্ট্রপতি ভবনের নিবন্ধ, নিবন্ধাগ্রী রাষ্ট্রী বিজ্ঞান সহকার ও অন্যান্য বিজ্ঞান বন্ধু। বিশেষ বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তামিলী রাষ্ট্রী, আমিনাবী ও অন্যান্য অনুসর রাষ্ট্রী কল্যাণ বিভাগের রাজ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ড: উষাকান্তরাই রাও, আমিনার শ্রীমতী অন্যান্যকার, সংস্কৃতিক অন্যান্যকারের অধিকার ড: অন্যান্যকার মৈত্রী, অন্যান্য বিশিষ্টব্যক্তিগণ উপস্থিতিতে শ্রীমতীন বিজ্ঞান বন্ধুর।

আম্বেদকর সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা

অন্যান্যকার অন্যান্যটি অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব ৩৩ জন মৌলভী বৃদ্ধ মেয়ে বিজ্ঞান ৩-০০টার। এই অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে পরিচালিত হয়। প্রথম পর্বে আম্বেদকর মহাবোধীতে আম্বেদকর অন্যান্যকার সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত সম্মানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করা হয়। তার দ্বিতীয় পর্বে ড: আম্বেদকরের জীবন এবং কর্মভিত্তিক বিষয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন শ্রী দিলেশ্বর কামুরা। অন্যান্যকার পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন এ প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ সময়টি অন্যান্যকার বিষয় বলেছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪,০১০ জন অন্যান্যকার সেবক বিভিন্নভাবে অভিনয় করেছেন এবং তিনি জানান। অন্যান্যকার পুরস্কার হবে এ পর্যন্ত ৩১১ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রদানকল দেওয়া হয়েছে এবং ৫৭ জন জন্য হয়েছে ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ২০০ টাকা। পুরস্কার বন্টনের মাধ্যমে ১১৮৮ জনকে মোট অভিনয়ে বিভিন্ন করা হয়েছে। অন্যান্যকার এই মাধ্যমে এখন ৮ জনকে বিভিন্ন ঔষধ ও অন্যান্য বিভিন্নভাবে জন্য মোট ৮৮,০০০ টাকা সহায়তা করা হয়।[1]

এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যকার সৌজন্যভাবে মেয়ে প্রদান করেন তাঁর মাধ্যমে ১৯ পুরস্কার প্রদানের জন্য তাঁরা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন অনুষ্ঠান করেন। অন্যান্যকার অন্যান্যকার এবং পরিবেশকে অনুসরণ করে তাঁরা সকলকে এখিয়ে আসার আহ্বান জানান। অন্যান্যকার সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েক বিশেষ করে এ জন্য তাঁরা সমাজের এই অন্যান্যকার সেবায় সহায় হবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রদানকের নাম[**]	প্রদানের নাম	অর্থের পরিমাণ
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	পুরস্কার	১২,০০০ টাকা
শ্রীমতী রেখা	তৈরী অন্যান্যকার প্রদান	১০,০০০ টাকা
শ্রীমতী প্রদান	তৈরী অন্যান্যকার প্রদান	১০,০০০ টাকা
শ্রীমতীনী অনুর	বিশ্বপ্রদান ও অন্যান্যকার প্রদান	১০,০০০ টাকা
শ্রীমতন অনুর	পুরস্কার	১২,০০০ টাকা
শ্রীমতন খান	পুরস্কার	১২,০০০ টাকা
শ্রীমতী অন্যান্যকার	পরীক্ষা সেবক	১০,০০০ টাকা
শ্রীমতী রাজ অনুর	তৈরী অন্যান্যকার প্রদান	১২,০০০ টাকা

[illegible]

আমেরিকায় অবস্থান বিষয়ক আলোচনাসভা

আলোচনাসভায় প্রথম বক্তা ছিলেন ইতিহাস লেখক ও রাজনীতিবিদ অধ্যাপক হিরেন্দ্রনাথ মুখার্জি। তাঁর বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করে ডঃ বি আর আম্বেদকরের ভূমিকা এবং ভারতের তার প্রাসঙ্গিকতার কথা তিনি তুলে ধরেন। সভাপতির প্রস্তাব হিসাবে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রথম ভূমিকা সম্পর্কেও, তিনি বলেন, তিনি রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও আইনজ্ঞদের সমালোচনা এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেননি। তাই সভাপতির মনে হয় যে শিক্ষাগুরুর প্রতি তার যে শ্রদ্ধা তা সে বিষয়ে একমাত্রে ডঃ আম্বেদকরের উপর যেন চাপিয়ে দেওয়া ঠিক না। তিনি অধ্যাপিকা ও বক্তিত মানুষের কথা আলোচনা করেছেন। তাঁদের সঙ্গে সমাজের মধ্যে হিসাবে তিনি কথা তুলে ধরেন। আম্বেদকরকে তাঁদের মধ্যে তিনি দেখতে পান। আম্বেদকরের ভূমিকা তাঁদের অধিকারের সৈনিক ও প্রতিষ্ঠিতাদীন শক্তি সমাজে তাঁর সৃষ্টিকর্তার বক্তব্যে তিনি তাঁদের আম্বেদকরও এর বিরুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন। সভাপতির ইতিহাসের কিছু ভুলে ধরে একটা সমস্যা আমার কথা তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। তাঁর মতে বক্তৃতার অন্যান্যের ভূমিকাদের কাছে সমস্যা পরিচয় তার তিনি আমাদের উদ্রেক করেন। দেশবন্ধীর সমাজপূর্ণ সমস্ত ধারণার তার বিশ্লেষণ থেকে তাঁর মতে ইতিহাসের কথা বলা তাদের ভাবনার ইতিহাসের 'হাতে চলি' নাইলের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন বিশ্লেষণী তাত্ত্বিক বিদ্বান। তিনি বলেন, ১৯১৬ সালে ইংরেজ সরকার তাঁর পরিচয় পরিচয় অভিনয় আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে বি আর আম্বেদকর নির্বাচিত হন। তাঁর পরিচয়কালে তিনি বিশ্লেষণের সমস্যা। এই প্রসঙ্গে বি আর আম্বেদকরের আন্দোলনের ধারাবাহিক পৃষ্ঠাকরণ নিয়ে বিস্তার না করে তিনি তাঁর জীবনীর সামগ্রিক মূল্যায়ন পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করতে হবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অনেকটা উদাহরণও দেন। ডঃ আম্বেদকর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও জনগণের প্রসঙ্গে এবং বলিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই আন্দোলন থেকে কিছুটা পিছিয়ে এসেছিলেন যা আমাদের হতে হবে তা নিয়ে তুলনা নিয়ে বিচার করলে হবে হবে এই সমালোচনা সঠিক নয়। ১৯১৭ সালের জন বিষয়ের প্রসঙ্গে তিনি সমর্থন না করলেও পরবর্তীকালে যখন তিনি বিশ্লেষণের পার্টি গঠন করেন সেই সময় তিনি এই জন বিষয়ের মূল ভিত্তি তাদের সমর্থন করেন। তাঁর বিশ্বাস তার এমন সমালোচনা থাকলে শেষ তার যে, তিনি

তৎকালীন পত্রপত্রিকায় এ পত্রপাঠ আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। এর কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন যে তৎকালীন আর্থ সামাজিক অবস্থার জটিলতার হিসেব যেমি আলোচনা, তাই পত্রপাঠিকার গমন হলে এইসব দুর্বলতাদের ফলে দুল আলোড়ন হলে যেতে পারে এই আলোচনাকে মানসে রেখে হয়তো সেই সময়ে তিনি পত্রপাঠিকাকে সমর্থন করেননি। পরিশেষে তিনি বলেন এই আলোচনার বিষয়গুলো বিষয় করলে তাঁকে এক শ্রেণীর মানুষের চলনে কলমে ও ব্যবহারে চিহ্নিত, নিন্দিত শ্রেণীর নেতা হিসেবে আখ্যা দিলে ভুল করা হবে, বরং তাঁকে সমাজে প্রচলিত অন্যান্য এই শ্রেণীদের বিচারে যেভাবে এক প্রতিবেশী বলে মনে হবে সেভাবেই তাঁর বিচার করা হবে।

এরপর আলোচনা বিশ্লেষণের আলোচনার সভাপতি ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বি আজ আলোচনাকে এমন প্রচুর সামাজিক হিসাবে আখ্যা দিয়ে বলেন, সে মুখে বলুক, লিখুক, অথবা ও অন্যান্যদের প্রচুর ভুল নির্ণয় সমালোচনার সমুখে করা যেতে পারে; তাদের কর্ম ও শ্রেণী এবং আলোচনা সমূহ আলোচনার নিম্নে ছিল। এই পত্রিকাদির যে আজ আলোচনা করা হয়ে গেছে। তাই তাঁকে সমিতিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কবীর চৌধুরীকে যে ভেবে নেয়া হয়ে ঠিক সেইভাবে কবির অন্যান্যকে দেখলে চলবে না।

পরবর্তী বক্তা আলোচনা বিষয় বস্তু, যে আজ আলোচনার প্রসঙ্গে কথাতে গিয়ে তাঁকে একজন জাতীয় নেতা হিসাবে চিহ্নিত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মাওলানা ভাসানীর ১৯ দফার সমর্থনে আন্দোলন তৎকালীন উল্লেখ করে তাকে মস্ত প্রধান হিসাবে চিহ্নিত করেন। চলচ্চা ঘন্টী ও নেতৃত্বের মধ্যে মোর বিষয়ে আন্দোলনের মধ্য পর্যন্ত করে তাঁর উপর ঐক্য রক্ষা করেন। আন্দোলনের প্রসঙ্গে বক্তব্যে আন্দোলনের সময়ে পরবর্তে লক্ষ্যে আন্দোলন বাধার চলু তাদের আন্দোলন এমনও পেশ হলি হলে তিনি মুখ করেন।

পরবর্তী বক্তা ডাকিনী জাতি, অভিজাতী ও অন্যান্য অনুরূপ জাতী জনগণ বিভক্তের বাহুল্যী উল্লেখ বিশেষ, ড: আন্দোলনের বিষয় আলোচনাকে মূল্যায়ন ও তাঁর অবদান সমূহ জেলার জনগণের মধ্যে প্রচার করার উদ্যোগ যে পত্রিকার সম্পাদক তাঁরা আহ্বান তার মধ্যে শ্রেণীর মানুষের আন্দোলনকে ও বিশ্লেষণিক প্রতিনিধিত্ব করে তাঁদের মধ্যে তিনি আলো করেন। সভাপতি আন্দোলনের পরিশেষে তিনি বলেন যে, আজও পিছিয়ে পড়া মানুষের ভাষায় উচ্চারণের পর্যন্ত আসেনি। এ জন্যে তিনি নিজে নিজে জেলার মানুষের কথা বলেন। সর্বশেষে সভাপতি আন্দোলনে জেলার মধ্যে তাঁর তাঁর বিষয়ে উপস্থাপন করেন। পরিশেষে তিনি বলেন যে তাঁর সংগ্রামের সুযোগ্যতাদির নিয়ে উপরে উঠে এসেছেন আর তাঁর এখনও পিছনে পড়ে আছেন তাঁদেরকে নিয়ে উপরে তোলা এবং তা নিয়ে তাঁদের জনগণ-চিন্তা করতে হবে এবং সচিব দৃষ্টির নিয়ে হবে।

আলোচনাসভার শেষ পর্বে শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুরূপ হলে যে, ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনার বিষয় নয়তু আছে। তিনি বলেন, আলোচনার বিষয় সাহিত্যিক, আলোচনার একজন নিজস্ব পণ্ডিত। তিনি উচ্চ প্রকাশ করে বলেন যে, ১৯৪৬ থেকে ১৯৬০-৫৭ আগে পর্যন্ত ড: আন্দোলনের নিয়ে বিশ্লেষণের জেলার আন্দোলন ছাড়নি। এমন কি তাঁর জীবনী লেখার ব্যাপারে বিশ্লেষণের জেলার তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পরিশেষে সভাপতি ড: আন্দোলনের সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রপাঠকের তথ্য সংগ্রহ করার প্রতি গুরুত্বারোপ এবং শুধু আন্দোলনের নয়, সমগ্র জেলাস্থ আন্দোলনের নিয়ে আলোচনাসভা করার তথ্য সংগ্রহের পথ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আশা করেন এই আলোচনার মাধ্যমে তাঁর সম্বন্ধে একটি মূল্যায়ন নিয়ে নির্ণয় হবে এবং সম্মেলন আলোচনা করে সম্ভব।

আলোচনা এই আলোচনীর পরিচালনার পরিচয় ছিলেন আজকের বিশ্লেষণালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক শিহাব সিরাজ। সংস্কৃতিক আলোচনে সভীর পরিচালনার আলোচনা ছিলেন আজকের ও সম্পাদক। পরিশেষে তাঁরা সভাপতির তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সেক্রেটারির পাঠক নিবীক্ষণ 'ভাতিজা' নৃত্যনাট্য পরিবেশন আলোচনা এবং সমাপ্তির তার পরিচালিত 'সমাপ্তি' জাতীয় সেবেলে হয়। সভায় সংস্কৃতিক আলোচনী পরিচালিত আলোচনা আলোচনা সভায় বলা সভাপতি কবীর তাঁর সমাপ্তিক নিবীক্ষণের বিষয়ে।

আলোচনা শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আলোচনা কবীর তাঁর উপস্থাপনাটি তাঁর।

"আমি তুমি মিলে যেন যে যেখানে রহিবে যে যেন
আমার যেখানে করে যে যেখানে আমার মিলিবে।
আমাদের আমাদের
আমাদের মিলিয়া করে
যেখানে যাবে আমি, মিলিবে যে যেন আমার"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাওড়া জেলায় আম্বেদকর জয়ন্তী ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সপ্তাহ পালন

[illegible]: গত ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখে তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতি হাওড়া জেলা এবং হাওড়া জেলা তথ্য কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে হাওড়া জেলাতে পথ নাটক সহ ৩: দি মে মহোৎসবের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবী ভাণ্ডারি। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পৌরসভার মেয়র ফালুনী চ্যাটার্জি। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ প্রশাসন) মেহেবুবল আলম, সভা অনুষ্ঠান সভার উপর তথ্যচিত্র, অম্বেদকর অভিযাত্রিকদল এবং বিভিন্ন অতিথিবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন অতিরিক্ত জেলাশাসক মেহেবুবল আলম, সভাধিপতি দেবী ভাণ্ডারি এবং মেয়র ফালুনী চ্যাটার্জি। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অনুপকুমার আদি মুক্তাঞ্চল সমিতির সভাপতি এবং এস পাসবান। সভায় আলম অনেক জেলাশাসক উপস্থিত।

পুনর্বাসন প্রকল্প: এই অনুষ্ঠানে তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতিদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন প্রকল্পে ১৪ জন উপভোক্তার হাতে ঋণ তুলে দেওয়া হয়।

প্রকল্পের নাম, অর্থের পরিমাণের উপভোক্তার তালিকা নীচে দেওয়া হল—

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	অর্থের পরিমাণ
নিতাই পাত্রের	ইটের ভাটা-কাপড়ের ব্যবসা	৭৯৯০.০০
বিশ্বজিৎ ভাণ্ডারি	ফিশিং ট্রলারে	৯০০০.০০
রমেন মেলি	ইটের ভাটা-কাপড়ের ব্যবসা	৭৯৯০.০০
পুষ্পিতা ভাণ্ডারি	ফিশিং ট্রলারে	৯০০০.০০
মেখ মেলি	ইটের ভাটা-কাপড়ের ব্যবসা	৭৯৯০.০০
পুষ্পিতা মেখ	ইটের ভাটা-কাপড়ের ব্যবসা	৭৯৯০.০০
রমেন মেলি	অন্যের ব্যবসা	৯০০০.০০
পদ্মা মেখ	ফিশিং ট্রলারে	৯০০০.০০
অরুণ ভাণ্ডারি	ইটের ভাটা-কাপড়ের ব্যবসা	৭৯৯০.০০
বিমলেন্দু ভাণ্ডারি	ইটের ভাটা-কাপড়ের ব্যবসা	৭৯৯০.০০
বন্ধু মেখের	ফিশিং ট্রলারে	৯০০০.০০
মেখের মেখের	ফিশিং ট্রলারে	৯০০০.০০
অরুণ ভাণ্ডারি	ইটের ভাটা-কাপড়ের ব্যবসা	৭৯৯০.০০
বিমেন মেলি	ফিশিং ট্রলারে	৯০০০.০০

বীরভূম জেলা

সিউড়ি : বীরভূম জেলার সিউড়িতে অবস্থিত জেলা পরিষদ ভবনে গতকাল ৩: সি আর আদেশকরের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি দুর্গাদেবী মুখার্জি। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা শাসক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সভা চলাকালে জেলা এবং নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে আগত অনুষ্ঠান শেষে এক আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। তমলিপ্তী জাতি, তমলিপ্তী ও তমলুক জাতির ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে এই জন্মবার্ষিকী সভায় সংবর্ধিত হন।

বর্ধমান জেলা

বর্ধমান : গত ১৪ এপ্রিল '১১ বর্ধমান টাউন হলে ৩: আদেশকরের ১০১তম

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলাশাসক মহাশয় স্বয়ং। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিরণ্ময় দত্ত। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন এস. ডি. ও. হিসাবে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিথিগণ। প্রধান বিচারপতি, প্রধান বিচারপতি, বিভিন্ন বিচারালয়ের বহু বিচারকের সহযোগে আয়োজন সিনেট প্রদর্শিত, প্রধান জেলা জজ ও সাধারণ বিচারকের সভায় আসন অলংকৃত করেন। সভা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রধান জেলার তমলিপ্তী জাতি, তমলিপ্তী ও তমলুক জাতি প্রধান অতিথিদের সম্মেলন হয়। এই অনুষ্ঠানে ৩: আদেশকরের জীবনী এবং তাঁর আদর্শকীর্তি সভায় জেলা জজ মহাশয় আলোচনা সুলোচিত সে-কথা বলা হয়। তমলিপ্তী জাতিভুক্ত ৮০ জনকে অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট তমলিপ্তী জাতি ও অতিথিগণ আসনস্থ প্রদান করা হয়। পরিশেষে সাধারণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান প্রধান অতিথিগণ সার্টিফিকেট অতিথিগণ সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন ও তমলিপ্তী জাতিগণ পুনরা পরিবেশিত হয়। সভার পরিবেশন করেন শুভেন্দু দাস ও পরিচালনা করেন। পুনরা পরিবেশন করেন সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি দাস।

মুর্শিদাবাদ জেলা

বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর টাউন হলে ৩: আদেশকরের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় ১৪ এপ্রিল, ১১১৭। ৩: আদেশকরের প্রতিমূর্তিতে সভাপতি জেলাশাসক মহাশয়ের মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর সভাপতি এস. ডি. ও. বহরমপুর মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ডেপুটি জেলা শাসক তমলিপ্তী জাতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে ৩: আদেশকরের জীবনী ও কর্মধারা নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনাসভায় আলোচনায় অংশ উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক, সিভিলিয়ান, তমলিপ্তী জাতির সভিবর্গ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এরপর সভাপতি এস. ডি. ও. বহরমপুর মহাশয়ের ভাষণের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়। এরপর সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে ৩: আদেশকরের জীবনী ও কর্মধারা নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনাসভায় আলোচনায় অংশ উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক, সিভিলিয়ান, তমলিপ্তী জাতির সভিবর্গ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এরপর সভাপতি এস. ডি. ও. বহরমপুর মহাশয়ের ভাষণের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জলপাইগুড়ি জেলা

জলপাইগুড়ি : গত ১ এপ্রিল, ১১১৭ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা শহরের মতো জলপাইগুড়ি জেলা তমলিপ্তী জাতি, তমলিপ্তী ও তমলুক তমলুক শ্রেণীর প্রধান বিচারকের উদ্যোগে এবং সহযোগিতায় সমস্ত শ্রেণীর অনুষ্ঠান ও সাধারণ সম্প্রদায়ের তমলুক ৩: উদ্যোগে জন্মবার্ষিকী আদেশকরের ১০১তম জন্মদিন বিশেষ অনুষ্ঠানের তমলুকে পালন করা হয়। এইদিন ভোর ৬-টার সময় আবৃত্তি-সহ বিশেষ বিশেষ ধরনে প্রভাত ফেরি করা হয়। বিশেষ ভোর ৮টায় জেলা পরিষদ ভবন ৩: আদেশকরের জীবনী ও কর্মধারা নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনাসভায় আলোচনায় অংশ উপস্থিত

P19378

হিসেব পরিষদের সভাপতির মাননীয় মেহেরুন্নেসা খান, মুখ্যসচিব মিস্টার, সমাজ উন্নয়ন সচিব, অতিরিক্ত জেলা শাসক, জেলা তথ্যসিনী কর্মী ও অধিকারী কমলা অতিরিক্তিবৃন্দ, তথ্যসিনী কর্মী ও অধিকারী সংগঠনের পদাধিকারিবৃন্দ।

উত্তর দিনাজপুর জেলা

উত্তর দিনাজপুর : গত ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৭ জেলা ১০টি তথ্যসিনী কর্মী ও অধিকারী কমলা বিহারের অধীন উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রথম অতিরিক্ত তথ্য জেলা উন্নয়ন অধিকারিকের কমলাদে সহরে ৩: মি মান মহোদয়ের কমলাকৃতি উদ্যম মহোদয়া সর্বসম্মত সহরে পরিচয় হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কমলাদের মাননীয় পদক এবং ৩: মি মান মহোদয়ের কমলাকৃতি উদ্যম মহিলা সাধারণ উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে বিশেষ কার্যসূচি হিসেবে তথ্যসিনী কর্মী, অধিকারী ও কমলা অনুরূপ মহিলা ১০০ জনের কর্মী সমাজ পরিষেবা প্রথম বারের জন্যদের মাননীয় পদক।

মালদা জেলা

মালদা : ৩। মি মান মহোদয়ের মহিলাদিবসে কমলাদের সহরে মালদা জেলা পরিষদে উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১০৭তম মহিলা পালন শুরু হয়। ১৪ এপ্রিল '৯৭ মালদা জেলা পরিষদে অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক অশোক দাঁমরা, সভাপতি পালন, প্রধান অতিরিক্তি ও তথ্যসিনী কর্মী ও অধিকারী কমলা অতিরিক্তিবৃন্দ, তথ্যসিনী কর্মী ও অধিকারী কমলা বিহার, মালদা জেলা। প্রধানে তাঁর উদ্যোগে অনুরূপ দিন দিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়; এর সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ মেধাবি মহিলা উদ্যোগে বিশেষ অনুষ্ঠানের হয়। তা অনুষ্ঠানের কমলাকৃতি পালন করে 'অনুষ্ঠানের সভাপতি' পালন করা হয়। বিশেষ কর্মসূচি অনুযায়ী তথ্যসিনী কর্মী, তথ্যসিনী অধিকারী এবং অনুরূপ মেধাবি মহিলা সাধারণকে প্রদান করা হয়। মালদা জেলার প্রথম অতিরিক্তি তথ্য জেলা উন্নয়ন অধিকারিক, তথ্যসিনী কর্মী ও তথ্যসিনী কমলা বিহার এস মি হালদারের উক্ত কার্যসূচি পরিচালনা করেন।

তথ্যসিনী বিদ্যার্থী কী কর্মী বিহার ১৪ এপ্রিল অনুষ্ঠানের কমলাকৃতি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ পালন

উত্তর ২৪ পরগনার

উত্তর ২৪-পরগনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৪ এপ্রিল '৯৭ সকাল জেলা প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠিত ৩: মি মান অনুষ্ঠানের ১০৭তম মহিলাদিবস সভাপতির অনুষ্ঠানের পালন করা হয়। পরিষদের সভাপতির প্রশাসনিক বিভাগের সভাপতি নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মী বিহার ও অনুষ্ঠানের মহিলাদিবসে মালদান করে অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ও অনুষ্ঠানের উদ্যোগ ও কর্মের উপর অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানিকতা করা তুলে ধরেন। সভাপতি পেশাদার ও নিরক্ষিত মানুষ এবং বিশেষ উপস্থিত হয়ে তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক অশোক দাঁমরা, বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা পরিষদ সভাপতি মাননীয়া, অনুষ্ঠানের নির্বাহীআধিকারিক উপ-সভাপতি ও 'মিলনমেলা' পত্রিকার সম্পাদক মিস্টার বিমান মজুমদার। সৌজন্যিতা করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নমস্কারান্ত মুখোপাধ্যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক মুকুলিকা মুখার্জি, জেলা পরিষদের অতিরিক্ত প্রধান কর্মাধিকারিক, তথ্যসিনী কর্মী ও অধিকারী কমলা বিহার এস মি হালদারের উক্ত কার্যসূচি পরিচালনা করেন।

হুগলি জেলা

গত ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৭ সকাল ৭টায় চুঁচুড়া মহিলাভবনে হুগলির অতিরিক্ত জেলা শাসক (সমাজ কল্যাণ) এ মান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩: মি মান মহোদয়ের ১০৭তম জন্মদিনটি উদযাপন সভাপতির সঙ্গে পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হুগলি পত্রিকা 'প্রতিবিম্ব'-এর সম্পাদক দেবাশীষ মান্না প্রথম মহিলার স্মরণ জন্মদিবস করেন এবং সভাপতি মিস্টার মহোদয়ের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনেকের সভাপতি, মহিলাদিবসে সিনেমাদের প্রথম শিক্ষক, অনেকের জন্মদিনের।

সভাপতি, প্রধান অতিথি ও উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথির উত্তরীয় ও উপঢৌকন প্রদান করেন তঃ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছবি বিশ্লেষণের প্রতিযোগিতা।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান : গত ১৫ মে, ১৯৯৭ বেলা ২টায় দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও সভাপতি নির্বাচন এক মনোজ্ঞ আলোচনাসভার অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জেলার সভাধিপতি নিরঞ্জনা মুখার্জী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ তালুকদার উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে তঃ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও সভাপতি বরণ বিশ্লেষণের উদ্বোধন করেন এবং তফসিলভুক্তদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সচিব প্রয়োজন ও তফসিলিদের জন্য ছাত্র ও ছাত্রী ও ছাত্র-শিক্ষিকাদের জন্য-আলাদা এবং শিক্ষায় উদ্যোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই অনুষ্ঠানে তফসিলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রীমহাশয় বিশ্বু টুডু বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাদের পূর্বে সংরক্ষণের সুযোগসুবিধা আদায়ের কথা বলেন। তিনি বলেন যে স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হলেও তুলনায় পেছনে তফসিলভুক্তদের অনেক বেশী পেছনে এবং তাদের শিক্ষার অনেকদিকে হবে হবে, অনেকটা পিছনে রয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-নিয়ন্ত্রক নীতীন বিশাল তাঁর বক্তব্যে তঃ অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পর্কে অনুষ্ঠানকর্তাদের ধন্যবাদ দিলেন, বিভিন্নতার মধ্যে, সংস্কৃতির সম্মিলন ও সংবেদনশীল মূল্যবান উদ্যোগের প্রশংসা নিয়ে যেতে পারে।

তফসিলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের সহকারের যুগ্ম অধিকর্তা ও পশ্চিমবঙ্গ যুগ-সচিব এস রাই তঃ অনুষ্ঠানের আকর্ষণ কথা বলেন এবং তাঁর ভাষণ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে যান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা স্থানীয় জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিরঞ্জনা মুখার্জী সমস্যার তফসিলে বিশেষভাবে অনুন্নত উপজাতির তফসিলে বিশেষভাবে করবে পারলেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুলে যাবে। তবু অনুষ্ঠানের এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের অনেক আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্থানীয় জেলার সভাধিপতি নিরঞ্জনা মুখার্জী, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) ডি এন ঘোষ, অধিকর্তা উদ্যোগ ও তফসিলী শিক্ষার-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশেষ অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গকে উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানান জেলাশাসক ডাঃ বীর সুরে।

উদ্বোধন প্রথম সভাপতির উদ্বোধন করেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৫৫ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তফসিলী যুবক, কবি সংবেদনশীল কবিতা 'অতীত পাঠি' ও মন্ত্রী সভাপতি উদ্বোধনের 'অনেক সম্ভাবি' কবিতাগুলো আবৃত্তি হয়। তফসিলির উপর সংগীত পরিবেশিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের সফলভাবিত করার জন্য স্থানীয় জেলার 'অতিরিক্তি পলিটেকনিক অফ সি স্থানীয় ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'-এর সভাপতি উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীরা ধন্য হয়েছে।

'উত্তরণ' কার্যালয়

আলোকাবাস রিসার্চ ইনস্টিটিউট
তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সি ১/৪, সি আই টি স্কিম নং ৭৯, সি আই সি রোড
কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
ফোন নং : ৩৫৭-৯১০২ / ৩৫৭-৭৬২৩

- প্রতি বুধবার বিকেল ৪-৩০ মিনিট থেকে ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত "উত্তরণ" দপ্তর খোলা থাকবে।
- লেখকেরা এখানে সরাসরি যোগাযোগ বা লেখা পাঠাতে পারেন এবং গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র উক্ত কার্যালয় থেকে করা হয়।
- এ ছাড়া পত্রিকা ক্রয় ও এজেন্সী নেবার জন্যও এখানে যোগাযোগ করতে পারেন।

ত্রিপুরায় আম্বেদকর জয়ন্তী

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ছোটো ও ঘনবসতি এলাকা থেকে সবচেয়ে উত্তেজনাময় জয়ন্তী শুরু হল এবং তেমনি ভাবে অনুষ্ঠান হয়ে চিহ্নিত থাকলো। সে খবর এখনো সব পৌঁছয় সম্ভব হচ্ছে না। অপেক্ষায় শুধু ভাষা ত্রিপুরা। প্রথম ভাষা মেয়েদের ব্যাপার। মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে সরকারি দপ্তরে অনেকদিন জয়ন্তী পালন করে আসছে। ইদানীং সরকার আসবার পর তা অনেক বাড়ানো হয়েছে। পর পর দুদিন ধরে এবারও আদিবাসীরা এই অনুষ্ঠান (১৪ থেকে ২১ এপ্রিল '৯৭) আয়োজিত হয়।

এ উপলক্ষে এক ধরনের ত্রিপুরা মুখপত্রী প্রতিনিধিদের মধ্যে আম্বেদকরের সর্বোচ্চ মূর্তির ভাবনার জন্য সচেতনতা প্রসার মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জয়ন্তী বিষয় এবং মূলত ভাষণ করা হয়ে থাকে, ভাষণের ও শিক্ষাদানের যে অনুভব আছে, তার তিনি হিসেব এমনকি একটিই সমান। ৪: আম্বেদকরের আনুষ্ঠানিক বিষয় দিন যে সচেতনতার পথের প্রতিরোধ প্রবল অবদান ঘটাতে পারবেন, ঘনিষ্ঠ সমাজের চেতনাগত ও অর্থনৈতিক অভিজাতকে দূরবিচারিত করতে পারবেন। এ-বিষয়ে অবশ্যই মধ্যে বিতর্ক থাকতে পারে—কিন্তু তাঁর আনুষ্ঠানিকতে খাদ ছিল না। অভিজ্ঞতিদেরের মধ্যে ৪: আম্বেদকরের পার্থক্য দেখা যায়—পরখা পড়ে।

আজও আমাদের দেশ জাতপাত, জাতি-উপজাতি মুক্ত নয়। এ সব থেকে মানুষ যে মুক্ত হওয়া যাবে, তাহলে শেষের প্রসঙ্গের দৃষ্টিকে অবশ্য করা যাবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৪: বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালনের সম্প্রতি জাতি- উপজাতির সমান মর্যাদার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সহায়ক ভাবে প্রয়োজন আছে।"

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ত্রিপুরা সরকারের তফসিলি জাতি ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে পক্ষকালব্যাপী এই অনুষ্ঠান সূচিকে দেওয়া হয়েছে পরপর ও সমস্তরের গ্রাম-মহকুমা থেকে শহরে, স্কুল-কলেজে, ক্লাব থেকে খেলার মাঠে। এই বিস্তৃত অনুষ্ঠানের বর্ণনা এখানে সম্ভব নয়। আমরা সমস্ত ভাষা থেকে সংগ্রহ যে অনুষ্ঠান-সূচি প্রকাশিত পাওয়া আয়োজিত হয়েছে—তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরছি।

ডঃ বি আর আম্বেদকর জন্ম জয়ন্তী '৯৭

১৪-২১ এপ্রিল, ১৯৯৭

অনুষ্ঠান সূচি

● ১৪ এপ্রিল সকাল ৭টায় ডঃ বি আর আম্বেদকর মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক মোটরসাইকেল। সকাল ৮টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ডঃ আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান এবং সাধারণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীযৌনাচরণ অনুমলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীবিমলেন্দু সরকার, উপাধ্যক্ষ শ্রীসুনীল চৌধুরী। সভাপতির অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিল, বিশেষ শ্রীসমীর দেব চৌধুরী, বিশেষ শ্রীমতী মেঘলেখা, প্রধান বিশেষ শ্রীঅনিমেষ সরকার, প্রধান বক্তা শ্রীবিশ্বেশ্বরন বৈষ্ণব মনুষ্য। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ বি আর আম্বেদকর কলেজের অতিথি তফসিলি জাতি ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের বক্তা শ্রীসুনীলকুমার দেবনাথ। সকাল ১১টায় ডঃ আম্বেদকর ছাত্রাবাসে ছাত্রীদের মধ্যে বস্ত্র ও মিষ্টি বিতরণ।

● ১৫ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ছাত্র ও মহিলাদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান শ্রীনগর প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠানটি, মেধাবৃত্তিদানের জন্য মেধা জন্য প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্যোক্তা নিলেন।

● ১৬ এপ্রিল সকাল ১১টায় টাউন হলে এস সি এ ও, বি সি ছাত্রাবাসীদের মধ্যে আম্বেদকর মূর্তি পুরস্কার প্রদান এবং এস সি এস টি এবং ও বি সি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীবিমলেন্দু সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে শিক্ষাবিদ শ্রীকৃষ্ণধন মজুমদার, জনাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীমতী মুখার্জি, অধ্যাপক শ্রীজগদিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের ও সভাপতির অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ বি বি-র যুগ্ম আদিবাসী সমাজ শ্রীমতিলাল দেববর্মা, বিশেষ শ্রীসমীর দত্ত, শ্রীবিশ্বেশ্বরন বৈষ্ণব, শ্রীসুনীল চৌধুরী, প্রধান বক্তা শ্রীবিশ্বেশ্বরন বৈষ্ণব, প্রধান বিশেষ শ্রীঅনিমেষ সরকার, ও বি সি অতিথিদের মেলবন্ধন শ্রীকে আর দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তফসিলি জাতি ও অন্যান্য পশ্চাৎপশ্চাদী কল্যাণ দপ্তরের বক্তা শ্রীসুনীলকুমার দেবনাথ।

সন্ধ্যায় টাউন হলে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

● ২১ এপ্রিল দুপুর ১টায় সভাপতি সমীর মহাবিদ্যালয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান ভাষা-সাহিত্যের মধ্য পাশাপাশি।

১৪ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল '৯৭ পর্যন্ত প্রতিদিনের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

Indian role players in Sri Lanka in 1987 [illegible]

ছবি ৩ : ৯৯ ঘন্টা অনশনে বসেছেন বুদ্ধিজীবী ডঃ আনিসুজ্জামান। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তাঁর পাশে রয়েছেন অধ্যাপক নুরুল কবির

উত্তরণ

প্রথম বর্ষ □ দ্বিতীয় সংখ্যা □ শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০৪ (ইং ১৯৯৭)

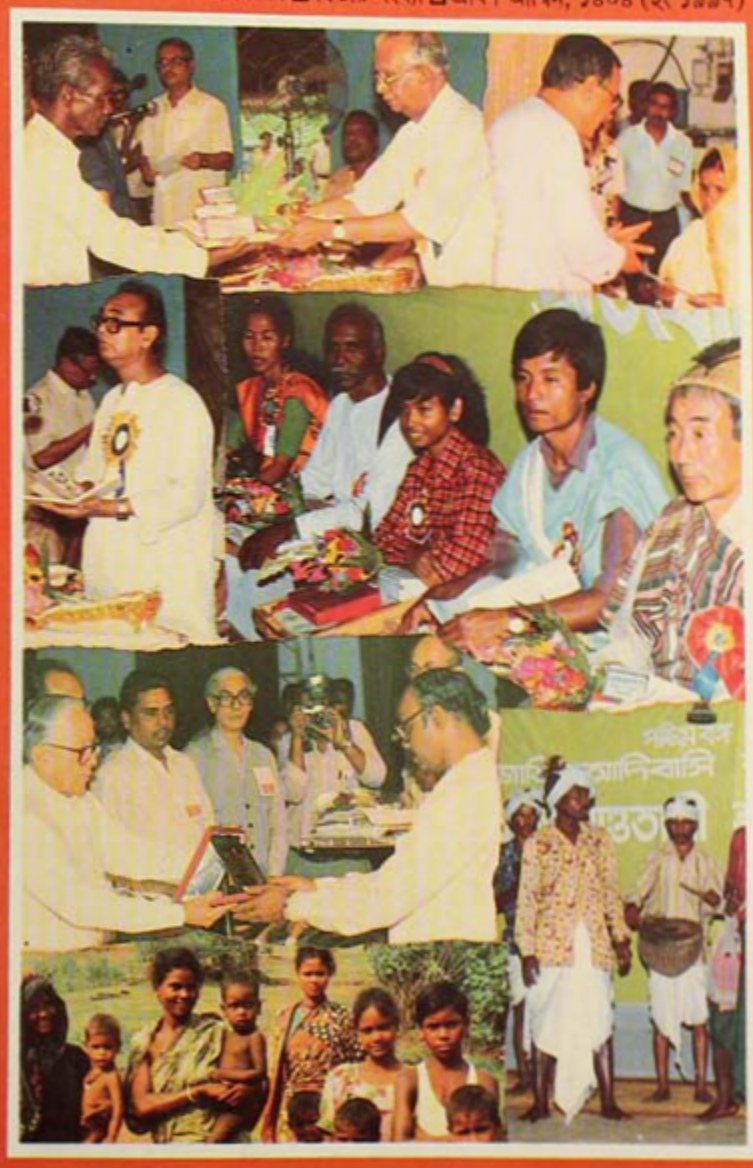

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

[illegible]

উত্তরণ

প্রথম বর্ষ ☐ দ্বিতীয় সংখ্যা ☐ দাম—এক টাকা ☐ শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৪০৪ ☐ জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

উপদেষ্টামণ্ডলী

শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া
রাষ্ট্রমন্ত্রী, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

শ্রীটপেন কিস্কু
এম.পি., অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

মুখ্য সম্পাদক

শ্রীমতি কৃষ্ণা ঝালা
সচিব, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

সম্পাদকমণ্ডলী

ভবেন্দুবিকাশ মণ্ডল
বিশেষ সচিব, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অধিকর্তা, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

কাশীনাথ বেহারা
পরিচালন অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

সুজিত দাশগুপ্ত
পরিচালন অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম

ডঃ মানসকমল চৌধুরি
অধিকর্তা, কালাচাঁদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট

মনোতোষ দাস

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

নীতীশ বিশ্বাস
ডেপুটি রেজিস্ট্রার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখ্য সম্পাদনা সহযোগী

ডঃ স্বপনকুমার দে
সহ-পরিচালক, কালাচাঁদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট

সহযোগী

কিরণকান্তি সরকার
গবেষণা সহকারী, কালাচাঁদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট

সূচি

☐ সম্পাদকীয়

☐ প্রবন্ধ—আম্বেদকরের জীবন ও সংগ্রাম (২য় খণ্ড)—নীতীশ বিশ্বাস

☐ কবিতা—আম্বেদকর স্মরণে—পঞ্চানন মণ্ডল

☐ বিভাগীয় তথ্য :

- ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের কার্যকর্ম প্রসঙ্গে
- ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ অধিকারের বর্তমান কর্মসূচি
- ☐ কালাচাঁদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সাংস্কৃতিক গবেষণাগার)-এর ভূমিকা
- ☐ পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন)
- ☐ পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের ভূমিকা (ওয়েস্ট বেঙ্গল সিডিউল্ড কাস্টস্ অ্যান্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন)

☐ পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেড (ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন লিমিটেড)

☐ বিশেষ প্রবন্ধ—জলপাইগুড়ি জেলার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মধারা

☐ জেলার কথা :

☐ পুরুলিয়া ☐ বাঁকুড়া ☐ মেদিনীপুর ☐ বীরভূম
☐ বর্ধমান ☐ হাওড়া ☐ নদিয়া ☐ মুর্শিদাবাদ
☐ উত্তর দিনাজপুর ☐ কোচবিহার ☐ দার্জিলিং

☐ তারিখ ও প্রজ্ঞাপন/আদেশনামাসহ রাজ্য/কেন্দ্রীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের নাম

প্রচ্ছদ : রতন চৌধুরী

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : উত্তরণ পত্রিকার উন্মোচন

তৃতীয় প্রচ্ছদ : জলপাইগুড়ি জেলার কালাকাটায় সেতু নির্মাণ
জলপাইগুড়ি জেলায় নানাকাকাটায়িত ৮০ শতাধিক আদিবাসী ছাত্রাবাস

চতুর্থ প্রচ্ছদ : উত্তরণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ
মুর্শিদাবাদে জাতিগত শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে মুদ্রিত

সম্পাদকীয়

এত্র ইত্রলা পত্রিকার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপে অর্থাৎ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহানন্দাবোধে রাজ্যপালের ৫৮ টি আর আক্রেক্ষত্রের জন্যজাতী পালিত হয়। তাই আমরা সম্বাদকে ভিত্তি করে ও উক্ত সম্পর্কে বিভিন্ন রচনা একত্রিত করে ইত্রলার প্রথম সংখ্যাটি ৫৮ টি আর আক্রেক্ষত্র স্মরণসংখ্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

তথ্যেই জানানো যায় যে তফশিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের নাম সরকারি বিজ্ঞপ্তি ১২১ / প্রোম (কল্প) ২১.৮.১১ অনুসারে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ হিসাবে পরিবর্তন করা হয়েছে।

এই সংখ্যায় অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ তফশিলি জাতি ও তফশিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন ও সমবায় নিগমের কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হল। এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য একটি সংরক্ষণ শাখা আছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিবরণে অনগ্রসর জাতির কল্যাণের জন্য যে সব উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে তার সম্বাদ এই পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার অনগ্রসর সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা লাভে সহায়তা করবে।

এইসব সম্বাদের সাথে সাথে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পরিকল্পনা নির্মিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে যে সব কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ চলছে তার সম্বাদ এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে যথাযথভাবে প্রকাশিত হবে। এর ফলস্বরূপ দূরদূর গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী অনগ্রসর মানুষজন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন। সমস্ত ব্লকে যারা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেকটি ব্লকে একটি করে অনগ্রসর জাতির তালিকা তৈরির কাজ চলছে। তালিকাভুক্ত জাতিগুলিকে চিহ্নের করে চিহ্নিত করে নানা সুযোগ-সুবিধা দান করা হবে বলে স্থির হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৩২টি এইরূপ অনগ্রসর গোষ্ঠী তালিকাভুক্ত হয়েছে। তাই একটি তালিকা সরকারি বিজ্ঞপ্তিসহকারে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

এ ছাড়া পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যায় একটি জেলার সম্বাদকে মূল বিষয় নির্বাচিত করে সেই জেলার বিকাশিত সম্বাদ পরিবেশিত হবে।

এই সংখ্যাটিতে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সম্বাদের মধ্যে আলপাইচাঁড়ি জেলার সম্বাদকে গুরুত্ব দিয়ে আলপাইচাঁড়ি জেলার সম্বাদ বিস্তারিতভাবে পরিবেশিত হল।

আম্বেদকরের জীবন ও সংগ্রাম

শীতীশ বিশ্বাস

[আম্বেদকরের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকে আমরা আলোকপাত করেছি। এবার তাঁর আজীবন সংগ্রামের কথা]

দ্বিতীয় খণ্ড

জীবন সংগ্রাম ।। ১ ।।

সামাজিক আন্দোলন : পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯১৭ সালে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতে এসে দেখেন তাঁর জন্য অপেক্ষায় কেবল পার্সীর দল করা বসে নেই। বরোদার মহারাজ সেখানকার ডিক অভিজাত তাঁর ছিল, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন তাঁরও সাহায্যের ইচ্ছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আইন ব্যবসায় শুরু করেন, প্রথমে কিছু দেখালেন হলেও তাঁর তুলনায় যে তিনি যথের সন্তানদের দেখে, দেখে আসা যায় নিল।

তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন ভারতের এই শ্রেণির দেখবে ভারত ভাঙতে হবে, সংগঠন ও শিক্ষিত আনতে হবে। এজন্যে তাঁকে তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞান আর পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা। এ জন্যে তিনি বরোদার পাশ্চাত্যের আর্থানুকূলে ১৯২০-এ ৩১ জানুয়ারি প্রকাশ করলেন মারাঠী পত্রিকা 'মূকনায়ক'। এরপর ভারতে ফিরলেন তাঁর আন্দোলনের বিভিন্নমুখী ধারা প্রবাহক। এই পত্রিকায় তিনি নিজেকে প্রবন্ধগুলির ইতোমধ্যে অনেক বর্ণাঢ্য বিদ্রূপের যবনিকাপাতের।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে কোলাপুরে এসোসিয়েটেড অনারেবল ও পরে কানপুরে অনুষ্ঠিত অনেক নিমন্ত্রিতদের সম্মেলনে। কোলাপুর সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শাহু। প্রথমেই তিনি মোট অনেক বক্তৃতায় নিজেদের মতের বিকাশ করতে। তাঁর নিজের সংগঠন সংস্থানের মারাঠী ১৮টি বিকাশ ছিল, তাঁর মোট এঁরা একত্রিত হন।

১৯২০ সালে এই জন্য পরে তৈরি 'অখিল ভিত্তিবর্ণী সঙ্ঘ'। সভাপতি নিজেদের পাঁচজনের। এরপর মূলতঃ সম্মেলন থেকে যোগ করা হয় মূল, পাঁচজন, পাঁচজনের নিজেদের তৈরি করা আর্থানুকূলে। এ ছাড়া প্রতিবছর উদ্যোগে কৃষিমূলক (শিল্প, কৃষি ইত্যাদি) নিজের জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান আর কমিটিতে প্রতি নির্বাচনের প্রতিনিধি, প্রতিজ্ঞা ও প্রচার। এই সময়ে তিনি যে তিনটি যোগদ করেন—ত হল শিক্ষিত হও (Educate), আন্দোলন কর (Agitate) আর সংগঠন করো তোল (Organise)।

কমিটির আন্দোলন ইতো নিয়ে একটা সাংগঠনিক মূলধন করে সংগঠ হয়ে ওঠে। আর তার আর্থিকসাধ্যও বৃদ্ধি হয়। ১৯২৩ সালে কোলাপুরে এবং বোম্বাইতে বৃদ্ধি ছাত্রাবাস স্থাপিত হয়। আন্দোলন এবার সমাজ সংস্কার মূলে মূলে নিয়ে ও সামাজিকতা আনী প্রচার করে যোগান। সংগঠিত করেন নানা আন্দোলন। আন্দোলনের এবার প্রতিবাদকরণের ভারত করেন মূলত সমাজের। নিজের আন্দোলনী পরে এ সমাজের মূল করতে।

এ সব প্রচারের জন্য 'অখিল ভারত' নামে মারাঠী পত্রিকা 'সমতা' (১৯২৭) শুরু করেন। এ পত্রিকাতেও মোটের ছয় ভাষণের নিজের বর্ণনাসমূহ নিজের লাগে। নিজে, সমাজের জন্য আন্দোলনের ভারত মূলী, মূল ছয় আন্দোলনের অভিলাষ। এ নিয়ে তাঁর নানা লেখা প্রকাশিত হয় এ পত্রিকায়। এর কিছু পরে তিনি 'সমাজ' নামে ভারত একটি পত্রিকা প্রকাশ করে ভারতের অভিনব তাঁর সমাজের ধর্ম প্রচার করেন। পরে প্রকাশ করেন 'জনতা' (১৯৩৯) পত্রিকাও। বোম্বাই আইনসভার সদস্য : এই সময় (১৯২৬) ৩: অনারেবল বোম্বাই আইন পরিষদ (Bombay Legislative Council)-এর সদস্য মনোনীত হন। তবে নির্বাচিত ভারতের নানা কারণে পরিষদ তিনি দূরত্বে হয়। মূলতঃ ভারত কেন কোন বিষয় সরকারী সরকারের সঙ্গে তুলে ধরেন।

চৌদা পুকুর অধিকার : ১৯২০ সালের এর কে কোলের প্রস্তাবানুসারে ভারত মূলতঃ এই সিদ্ধান্ত নেন ১৯২৩ সালে যে চৌদর পুকুর জনসাধারণের জন্য মুক্ত করা হল। কিন্তু ১৯২৭ সালের ৩ মার্চ এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। অনুরূপভাবে ১৯২৭ সালের ১১ ও ২০ মার্চ মহাড়ের কোলাবা কোলের ভারতে যে বিভিন্ন চৌদপুকুর ছিল তার জল প্রত্যেকের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। বিভিন্ন নিয়ে সম্মেলনের অনুষ্ঠানিকভাবে চৌদা পুকুর অধিকার করেন, পান করেন সে জল—যা মূল মূল করে ছিল সম্পূর্ণ বর্জিত। অনিবার্য আক্রমণ দেখা। বর্ণী কোলে পরে সমাজে, সম্মেলনে কোলে বর্ণী, কিন্তু তার পূজা—তাদেরও ভারত মূলে। ইতিহ অর্থনীতিতে প্রচলন কুসংস্কার আন্দোলনে প্রত্যেক করেন সম্মেলনের বর্ণী।

মূলী সংস্কার ও মূলের সঙ্গে আন্দোলনের পার্থক্য আন্দোলন থেকে নিজের থেকে তাঁহাদের আন্দোলন নিজেন। পরবর্তি চৌদপুকুরের জল পবিত্র করে মূল কোলাপুর, কোলাপ, মূল প্রায় ৭টি নিয়ে। পৌরোহিত্যও পুনরায় আন্দোলনের জন্য ওই পুকুরের জল নিজিত কোলাপ করেন।

এর প্রতিবাদে ২৫ ডিসেম্বর ভারত সমস্ত মূলের আন্দোলনের নেতৃত্বে কমিটি আন্দোলন। এখানে আন্দোলন করেন, 'এ দেশের প্রতিটি সামাজিক আন্দোলনের সমস্যার যে মনুস্মৃতি মূল আন্দোলন, আমরা এখানে তার সূচনা করব।' এই আন্দোলন থেকে 'মনু স্মৃতির' উপত্যকা মূলের ইতিহাস করা হয় আর প্রতিটি প্রতিবাদ হিসেবে দেখবেন

হয় এই বিষয় আলোচিত হয়নি। সরকারী কাজকে ২০ কোটির সমাধান খুঁজে নেওয়া হয়।

প্রবিধি প্রণয়ন কমিশন: আলোচনাকালে সাংবিধানিক আলোচনার প্রয়োজনে বিভিন্ন দিকে নজর রাখবার জন্যে কমিটি গঠন করা হয়। পরিষদের সংবিধান প্রতিবেদনের খসড়া তৈরির জন্যে একটি কমিটি।

ইতিহাসে অন্তবর্তীকালীন সরকারী কমিটির কার্যকালের মেয়াদ (২১.৮.১৯২৭) ধার্য করা হয়েছে। তার পরের পরবর্তী কমিটির প্রয়োজন জন্য সময়সীমা (১৯২৯)। ১৯৩০ সি যে পাকাপাকিভাবে বেরুবে সাধিকের অনুমান কমিটি ৩৫ বছর সময়সীমা। অন্যদিকে কেন্দ্রের প্রস্তাবনা কমিটি কমিটি বেরুবে কেন্দ্রাঞ্চলের বেরুবে কার্যকারী সময়সীমা (১৯৩১)। ১৯৩২ সালের ১৪ কমিটি কমিটির প্রস্তাবনা কমিটির কার্যকালের তৃতীয় ভাগে উপরোক্ত প্রদেশ বেরুবে কমিটি ও অন্যান্য কার্য সম্পাদনে। তখন কার্যকালের সাময়িক এ কার্যকালের প্রস্তাবনা পেশাদারী করবে এবং কমিটি প্রদেশ কার্যকালের কাজ করে যেন। তাঁর মতে, "কমিটি প্রদেশ কার্যকালের প্রদেশ, কিন্তু যে কমিটি থেকে পরে না, কাজ পরে না, শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, কমিটি প্রদেশ কাজে প্রদেশের কোনও সময় নেই। তার কমিটির কাজ নিয়ে কাজ কার্যকর কাজে শিক্ষা লাভ করা উচিত।"

মূল মূল কাজে এই যে কমিটি প্রস্তাবনের সাময়িকভাবে কাজে আসবে তাতে তো কমিটির-কার্যকালের অন্তরায় থেকে মুক্তি পাওয়া। কমিটি কমিটির কাজে প্রস্তাবনের কাজ করে কাজে প্রদেশের প্রস্তাবনা অনেক বেশি।

কার্যকালের তাই সাময়িক সংবিধান যেটা থেকে রাজনৈতিক অন্তরায় সংবিধান প্রস্তাবিক গুরুত্ব দিলেন বেশি। তাঁর মতে তাঁর নতুন সংবিধান। রাজনৈতিক সংবিধান, কেননা তাতেই সমাজ কাজের প্রতিশ্রুতি।

রাজনৈতিক কার্যকালের: ঃ কার্যকালের কোনও কাজে বেশি হক আছে। আলোচ্য কমিটিগুলোর কাজ ও কোনও, কাজে ও কাজে, প্রস্তাব ও পরিচালনা তিনি প্রস্তাবক কাজেকাজে প্রস্তাবিত কিন্তুসমাজকে। কমিটি নির্বাচিত কমিটির কাজের প্রস্তাব করা তাই তাঁর কাজ। কৃষকের কমিটি প্রস্তাবের কমিটি তিনি। তিনি বলেছেন "কাজ কিন্তু নেই যে কাজ কমিটি, কাজ করা কিন্তুই নয় তাতে কাজ কমিটি।" এই না-কমিটিকে কাজকে যে কাজের কমিটিকে না কমিটি, কাজের কাজই কার্যকালের সাধারণীকরণকারী সমাজে ও সংকটে কাজে কাজে বেশি কার্যকালের।

তিনি কোন পরিস্থিতিতে কোনটা সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক কমিটিকে কাজ প্রস্তাবিত হিসেবে, তেমনই তাঁর কাজের কিন কোনিয়েছে দেন প্রস্তাব, তিনি প্রস্তাবিত হিসেবে কার্য, এজেন্সে-এর কমিটিগুলি হিসেবে প্রস্তাব।

কমিটি নিয়ন্ত্রণের স্বাধী তাঁর কাজে সর্বদাই কমিটি হয়। তাঁর স্বাধীনতা (Liberty), সমতা (Equality) আর সৌভ্রাত্র (Fraternity) ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূলমন্ত্র। এই কারণ নিয়েই তিনি ভারতীয় সমাজে সমতার আন্দোলনের শুরু করেন।

সাইমন কমিশন: ১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সাইমনের নেতৃত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট সাইমন কমিশন ভারতে আসে, এদেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য— কিন্তু কোনও ভারতীয় সদস্য না থাকায় ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি কমিশন বয়কট করে। অন্যদিকে সাইমন কমিশনকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভাগুলি থেকে সদস্যদের নিয়ে একটি সাহায্যকারী কমিটি গঠিত হয়। তেজবাহাদুর সপ্রুকে সভাপতি নির্বাচিত করে কমিশনের কাছে পাঠানো হয়।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯২৮ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে, রাজনৈতিক দল ও সংগঠনকে তৈরি করে। কিন্তু কমিটিতে কোনও প্রতিনিধিত্বের, এমন কি ঃ মুসলমানদেরও জায়গা হয়নি। ফলে কমিটিতে সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। যার ফলে, "কমিটির রিপোর্টটি" সরকার পক্ষ থেকে তেজবাহাদুর সপ্রু ১৯৩০-এর মধ্যে পরিচালনা ২২টি আসর করা হবে। তিন প্রস্তাবিত পর কমিটির রিপোর্ট পেশ করে, কিন্তু কোনোরে কমিটিতে কার্য কর্তৃপক্ষ দেওয়া হয়নি। এই কার্য আলোচনা জন্য ১৯৩০-এর ৮ জানুয়ারি কমিটি সম্মেলনের আলোচনার অনুষ্ঠিত হয়। এই রিপোর্টে বলা হয়, কমিটি শ্রেণী থেকে তাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন, তাঁদের সরকারের কাজ থেকে অনুপস্থিতির নিতে হবে। সম্মেলনে কমিটিদের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করা হয়।

সম্মেলনে এ গুরুত্ব কোন দেওয়া হয় সাময়িক নির্বাচন কাজ আলোচনা উদ্দেশ্য। কংগ্রেস মনে করে, আগে স্বাধীনতা, পরে সাময়িক সংবিধান প্রোগ্রাম, তেমনই কমিটিতে কাজ আগে সাময়িকের, পরে স্বাধীনতা হলেও চলবে। এই সম্মেলন থেকেই কার্যকালকে পোলস্টোনিল বৈঠকে প্রতিনিধি ঠিক করা হয়।

পোলস্টোনিল বৈঠক: কাজের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে আলোচনার জন্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করেন। আমন্ত্রণের নাম ছিল, মুসলিম, সংখ্যালঘু, রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে গোল টেবিল বৈঠক হয়। এই আলোচনার টিকিটেই কাজের প্রস্তাবনা ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা হবে বলে এর প্রধান ছিল স্বাধীনতা। এর আগেই (৮-১ জানুয়ারি ১৯৩০) কাজকুরে যে কাজ ইতিহাস বিরোধের ফলে কংগ্রেস আলোচনাকে সাময়িকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে আলোচনার আলোচনা, ব্রিটিশ সাহেব কমিটিতে আসন বেশি অধিকার হবে। আলোচনার তাই কাজের নামের আলোচনায় শামিল হতে হবে। এই স্বাধীনতার নিয়েই তিনি পোলস্টোনিল বৈঠকে যোগ দেন।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসে ১৯৩০ সালের ১২ নভেম্বর। সভাতে, ৮১ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। প্রথম বৈঠক কংগ্রেস বর্জন করে। যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন ১৬ জন ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, ২০ জন ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি এবং বাকি ৫৩ জন কংগ্রেস বাদে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও সংগঠনের নেতা। তিনটি বিষয় আলোচনা

হয়ে ছিলেন সাত থেকে আটজন মাত্র, এর মধ্যে আবদুল, সাথে ছিলেন মৌলবীবাদে, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং সি এফ আন্দ্রুজ। মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে আগা খান, সার মুহম্মদ শফী, মোঃ আলী জিন্নাহ, মজহারুল হক, সিন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সরদার উজ্জ্বল সিং, হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি ডঃ বি এস মুঞ্জে, ক্রিশ্চানদের পক্ষে কে টি পাল, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিলেন ভালোজাস, বাবেলা, মুগাল, বিড়লাস, পাটিলোদার বাজাজ এবং সার আবদুর রহিমস, সার পি সি আইয়ার প্রমুখ। আর তফসীলী হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি ডঃ বি আর আম্বেদকর। এই প্রথম দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা পাওয়া গেল কোন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায়।

১২—১৯ জানুয়ারি ১৯৩১, লন্ডনে এই বৈঠক ডাকেন স্বয়ং সম্রাট জর্জ। এই যদি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভার তফসীলী প্রতিনিধিদের প্রেষ্ঠ আসন দান করেন আম্বেদকর। প্রথম বাণী, প্রথম পরিচয় আর একজন তফসীলী নেতা হিসেবে তিনি ব্রিটিশ সংবাদপত্র ও সরকারের প্রশংসা পেয়ে যান, যেমনি তাঁদের তাঁর নেতৃত্বের দীক্ষাটি প্রতিষ্ঠিত হল।

তিনি ব্রিটিশ প্রমুখের মুখের সামনে তাঁদের অন্যের সমালোচনা করলেন এবং দাবি করেন স্বাধীনতাসহকে, সেখানে দলিত জনগণের অধিকার পাবে স্বীকৃতি। সম্মেলন রাজনৈতিক অচলাবস্থায় হয়ে পড়ে কঠিন। পরে গান্ধীজির আবেদনক্রমে এই তেজস্বী তরুণ ও জাতীয় নেতার দাবির প্রস্তাবকে প্রশংসা করেছিলেন।

তার এসবই আম্বেদকর বেশি বেশি করে পাকাপোক্ত সংগঠনের মাধ্যমে তাঁদের অধিকার আদায়ের জন্যে তফসিল ফলিত ও নিপীড়িত জনগণের সভা ডেকে তুলে ধরার ক্ষেত্র। তিনি গোল টেবিল বৈঠকে নিপীড়িতদের যে দেবদাবিগুলি পেশ করেন তাকে প্রতিনিধিদের সুযোগ দান করে দেওয়া হয়েছে, তার প্রতিদান জানান। এখানেই তিনি ব্রাইনের শাসন তথা ধর্মের ভেদের পরিবর্তে সাম্যবিধানের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

সম্মেলনে ১৯টি যে সাব-কমিটি গঠিত হয়, একটি বাদে তার সবগুলি সাব-কমিটিতে তাঁকে সদস্য করা হয়। এ তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতা আর বক্তব্যের সারবত্তার জন্যেই।

তেমনি সংখ্যালঘু 'মাইনরিটি সাব-কমিটিতে' তিনি দলিতদের পৃথক নির্বাচনী ক্ষেত্র দাবি করেন। সবে সবে যখন, তখনো সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার তা হয়ে তখনো অধিকাংশ জনগণ রাজনীতিতে অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ১৯৩২ সালে ব্রাহ্মণের গোল টেবিল বৈঠকে আম্বেদকরের প্রস্তাবিত কলাকরণ নিম্নশ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর দাবি গৃহীত হয়। এর বিরুদ্ধে গান্ধীজি আমরণ অনশন শুরু করলে নিরুপায় আম্বেদকরকে পুনা প্যাক্ট সই করতে হয়।

গান্ধীজির সঙ্গে আম্বেদকর : এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গোলটেবিল বৈঠকে প্রথমে (১০-৮-১৯৩১) আম্বেদকরের সঙ্গে গান্ধী একটি বৈঠকে মিলিত হন—তাঁর ইচ্ছা অনুসারে। এখানে গান্ধীজি জানান, তিনি দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচনের পক্ষপাতী নন। আম্বেদকর জানান, অস্পৃশ্যতা আর ধর্ম-বিভাজন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সেজন্য পার্থক্যটি থেকে যায়, অস্পৃশ্যতা হতে তাঁদের অধিকারী থাকে না। এই বৈঠকের পর গান্ধী ও আম্বেদকরের মধ্যে যেসব পুনা প্যাক্টের ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করে।

পুনা প্যাক্ট : ১৯৩২ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" ঘোষণা করেন। তার মুসলমান, ব্রিটিশ, শিখ, ইউরোপীয় ও নিপীড়িত শ্রেণি হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। এর ফলে সম্প্রদায়ভিত্তিক সংকীর্ণ রাজনীতিতে হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন গান্ধীজি আমরণ অনশন শুরু করেন। এই সংবাদে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। অবশ্য ঘোলটেবিল বৈঠকেও গান্ধীজি হিন্দুদের ঐক্যে কোন জটিলের বিরোধিতা করেছিলেন। অবশেষে এই সংবাদ শুনে তিনি ফেলেই আমরণ অনশন করতে শুরু করেন।

আসলে গান্ধীজির রাজনৈতিক সহযোগীরা প্রধানত ছিলেন উচ্চবর্ণের অধিবাসী, ধনী ও আমিরিয়া। এঁরা অনেকটা গান্ধীজিকে অভিভাবকের মতোই দেখতেন।

গান্ধীজির আমরণ অনশনে ঘোষণার সারা ভারতের তথাকথিত হিন্দু নেতৃত্বের সঙ্গে একীভূতকল্প, মুসলমানদের হয়ে মোহম্মদ নেতারাও অভিভাবকে চিন্তিত হয়ে পড়েন। সবচেয়ে চাপ দিতে থাকেন আম্বেদকরকে। গান্ধীজির প্রাণ বাঁচানোর পরে আম্বেদকরকে দলিতদের স্বার্থ কিছুটা খর্ব করেও জাতীয় সভি মেনে নিতে হয়। গান্ধীজির প্রাণ রক্ষা পায়। ১৯৩২-এর ২৪ সেপ্টেম্বর পুনা প্যাক্ট সই হয়। ১৪৮ ধারা বিধানসভা আসন দলিতদের দেওয়া হয়।

চুক্তিতে গান্ধীজি কোন সই না করলেও দলিতদের পক্ষে আম্বেদকর ও স্বর্ণ হিন্দুদের পক্ষে মদনমোহন মালব্য সই করেন।

আর যাঁরা পৃথিবীতে স্বাক্ষর করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তেজবাহাদুর সপ্রু, বি পি বিড়লা, রাজা নরেন্দ্রনাথ, ডঃ মুঞ্জেরামন, সেবরাম গান্ধী, ঠক্কর, ডঃ সোলাঙ্কি, জয়াকর, মদনমোহন শ্রীনিবাস, এম সি রাজা, রবিলাল বিশ্বাস, পি এন রাজভোজ, পি বালু ও গান্ধী। এছাড়াও পরে ঘোষণাটে আরও অনেকে এই দলিলে স্বাক্ষর দান করেন।

শ্রমিক সংগঠক ও শ্রমিক কল্যাণমন্ত্রী

১৯৩৫-এর ভারতশাসন আইন অনুসরে ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হয়। ডঃ আম্বেদকর তাঁর অনুগামী সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা করে ১৯৩৬-এর আগস্টে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দিলেন 'স্বাধীন শ্রমিক দল' (Independent Labour Party)। জন্মলগ্নের মধ্যেই এই দলের জনপ্রিয়তা ঘোষণা করা হল। কেন্দ্রীয়ভাবিক আসন দলের নেতা এম বি জোশীজির এবং জোশীজির সঙ্গে ডঃ আম্বেদকরের নির্বাচনী আঁতাত হয়ে ওঠে। পুনার পৌঁছা আসন জোশীজির সঙ্গে এই যোগসাজশে পরাজিত হয়ে যেতে এবং কংগ্রেসের মধ্যের সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের জন্যে বিপুল সংখ্যক বহন করে নিয়ে এল। স্থানীয় প্রতিটি পল্লীর ১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জন সদস্যই নির্বাচিত হন। অংশগ্রহণকারী বিপুল ভোটারদের কেমনই ঘোরে অবস্থান করেন। ভোটাভুটির কিছু অংশ্রেষের মধ্যে সমাপ্তি হয়।

নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলের সমর্থনে ঐক্য হয় ভোটারদের অবস্থার বদলানে। অংশগ্রহণকারী নির্বাচিত সদস্যদের জন্য সম্মানে সব কিছু ব্যবস্থা করা সুযোগ ভোগের অংশে।

ভোটারী আইনসভায় পুরো অধিবেশনে অংশগ্রহণ ভোগের অবস্থানে প্রার্থিত স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পৌরসভাকে 'ভোটি' নামক একটি পৃথক প্রশাসনিক এলাকার জন্য একটি বিল আনেন। এই প্রস্তাব সভায় স্থানীয় প্রতিনিধিদের পাস করে আনা হয়। তিনি আইনসভায় সর্বপ্রথম ভোগসদস্যদের স্বার্থে বিল উত্থাপনের জন্য নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। কিন্তু অংশ্রেষের ভোগকালীন আইনসভায় বিলটির আলোচনা করতে ভোগা হয়নি। অংশগ্রহণকারীর মৃত্যুর পর ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে এই প্রস্তাব বাতিল করা হয়। ভোটিয়ারা বলেন বিলটির আইনসভায় আলোচনার সুযোগ না ভোগার তিনি অংশগ্রহণ শুরু করেন। ফলে, ভোগকর, রাজিনি, সড়কর, বাসীয় প্রভৃতি ভোগর ভোগসদস্যদের জন্য ৫৩৩ বিশেষর ভোগ নিল। এই সমস্ত ভোগ থেকে তিনি ভোটারের জন্যিলিল হল অভিযোগ করেন। তৃতীয়ত প্রতিনিধি নিয়ে ভোটারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভোগ করেন। প্রধানমন্ত্রী ভোগ করেন, এই বিষয়ে মন্ত্রীসভার তার সিদ্ধান্তের বিপরীতাচরণ করা যাবে। পরে প্রধানমন্ত্রীকে এক প্রধানমন্ত্রণ করেন নিয়ে নিয়ে অংশগ্রহণকারী করেন, সমস্যার মধ্যে দুটি ভোগী আছে: একটি ভোগী ভোগর করে, অন্য ভোগীটি ভোগিত হয়। এই ভোগিত সমস্যা শক্তিশালী সংগঠন ও সংগ্রামের মাধ্যমেই ভোগমুক্ত হতে পারে। তাঁদের তিনি রাজনৈতিক কার্যক্রমের প্রতি বিশ্বাস না রাখতে করে করেন, প্রকৃত প্রতিনিধি-কৃষকের ভোগরই তাঁদের মুক্তির একমাত্র পথ।

১২ ও ১৩ ভোগারি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রাজধানে অংশগ্রহণকারী ভোগসদস্যদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্রমের ভোগি আলোচনা এই সম্মেলনে ভোগ ভোগ। অংশগ্রহণকারী ভোগসদস্য করেন যে, ভোগের শহিদ প্রতিনিধি ভোগীর প্রধান লক্ষ্য দুটি। একটি অবশ্যই, অন্যটি রাজনৈতিক। ভোগের প্রতিনিধি ভোগীকে আজ এই দুটি ভোগীর পক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে নিয়ে হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সাংবিধানিক ব্যবস্থা তা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অবস্থার মূল প্রতিনিধান। সাংবিধানিক ব্যবস্থার জন্য নিয়ে অর্থনৈতিক ভোগের নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবনা হল, তার একটি উদাহরণ নিয়ে তিনি বলেন, অন্যান্যদের শুধু ভোগের আন্দোলনের পথে নিয়ে করা হয়। অন্যান্য পথ ভোগ মূলের জন্য ভোটারের পক্ষের তাঁদের নিয়োগ করা হয় না। প্রতিনিধি ও অন্যান্য ভোগর নিয়ে রাজনীতিতে ভোগে আন্দোলনের অন্য অনেক ভোগ করা। তিনি আরো অংশগ্রহণ অন্যান্যদের পার্টি ভোগে নিয়ে পুরোপুরিভাবে রাজ্য করে আন্দোলিত করেন।

এ প্রস্তাব করে তাঁরা প্রস্তাবিত যে, আজ অনেকেই তাঁর অবস্থান নিয়ে নানা মত পোষণ করেন তবে নিজের সঙ্গে ভূমিব্যবস্থার নিয়ে তাঁকে নিয়োগ করলে নিজেরও উন্নতি ঘনায়ন করে হবে; প্রস্তাবে বর্তমান ছাড়া অংশগ্রহণকারী সরাসরে ভোগ নিতেন সমস্যার প্রতিনিধির কথা। তাঁদের এক উদ্যোগপোষ্য অংশ্রেষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তুত। ভোগ থেকে মন্ত্র পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের নানা নিয়ে তাঁদের সংগঠিত করেন আন্দোলন। তবে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমি ইতিহাস ভোগ করে আসেন। একসময় কমিউনিস্টদের সঙ্গে মতপার্থক্য এবং ভোগাভোগি ঘটে যায়। ফলে, ১৯২১ সালে কমিউনিস্টদের তাদের নিয়ে-আর্থে সমর্থন জানাতে পারেননি তিনি। তাঁর অভিযোগ ছিল, নানা নিয়ে প্রয়োজন ইমারতি সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে মন্ত্র প্রতিনিধি আন্দোলনের তিনিদের বর্জিত করা হয়। এই ভিন্নমতের বিষয়ে তাঁরা কেন করে দাঁড়ান না?

১০ বছর পরে এই আন্দোলনকারী কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর চিরদিনে মিলন এক নিয়ে-আর্থের অন্যান্য প্রধান সংগঠক হয়ে ওঠেন তিনিনেতা। ভোগারি আন্দোলন প্রধানমন্ত্রী তখন ভোগ। ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বরে আইনসভায় সভাপতি আসেন 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট্স বিল'। প্রতিনিধির সর্ব অধিবেশন সর্ব করে প্রতিনিধি হলেনেরই তার সভায়। ফলশ্রুতি প্রধান এক বিশেষাধিকার ভোগী করে ভোগ। আইনসভায় ভোগের পূর্বে প্রতিনি ভোগ আন্দোলনকারী ও ধর্মঘটকারী ভোগরা সঙ্গে নিয়ে সমালোচনা বিক্ষোভ বিক্ষোভে। কিন্তু আসল সমস্যা হল বাস্তবে। ধর্মঘটকারী, আন্দোলনকারী, পাল্টাভোগর, নিয়োগকর্তা, ভোগর, নিয়োগ এবং অন্যান্যদের নিয়ে বর্তমান কার্যবিধির ধারা আলোচনা ভোগের নিয়ে। ১৯২৮ সালের ৭ আগস্ট ধারাবাহিক ভাবে ভোগা হল। আগের দিন রাজধানে আন্দোলনে সমর্থনে ৮০ হাজার প্রতিনিধি সদস্য নিয়োগ ধর্মঘট সফল করার এবং পরের দিন এসে যে পরিস্থিতির ভোগের ধর্মঘট-বিরোধী প্রধান প্রধান এবং একদিকে সরকার ও পুলিশ, অন্যদিকে সমস্ত পাল্টাভোগ, ধর্মঘটকারী নিয়োগকর্তা, ভোগরা নিয়োগ করে ভোগারের সমস্ত উদ্যোগ নিয়োগ করে তাঁরা ধর্মঘট সফল করেন। আন্দোলন প্রতিনিধি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক নিয়োগ করা হল। ধর্মঘট ভোগে, সরকার এক নিয়োগ সমাধানে হল আলোচনা করবারে। ভোগারে প্রতিনিধির কার্যনির্বাহ করতে করে এসে সঙ্কটকালে তাঁদের ভোগরে। ধর্মঘটকারী, আন্দোলনকারী এবং তাঁদের কাছে তাঁর নিয়োগে কমিউনিস্টরা আন্দোলনের নিয়োগ ভোগরে—কর্মচারি, ভোগর, নিয়োগ, ভোগ এবং নিয়োগকর্তা।

ভোগারি এই সংগ্রামের ভোগ করে ঐতিহাসিক এক মুহূর্তেই করে উঠেছিল। সংগ্রামের সেই সময়ে নিজস্ব ঘোষণাপত্র পূরী করেন। ঘোষণাপত্রে দুটি ভোগর নিয়োগ প্রতিনিধি নিয়ে ভোগসাধারণ, কর্মনিযুক্তহীন, সাধারণের নিয়োগ ও আন্দোলনকারীদের সমস্ত ও ভোগসভার এক সমান প্রতিনিধি ধরা। আন্দোলন অধিবেশন ও আন্দোলনের প্রতিনিধি ধরা। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ ভোগরিনি ভোগীদের, ভোগসাধারণ, সাধারণ এবং সমান প্রতিনিধি ধরা।

আমরা আমাদের যে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন ভোগীর। সে মূলধনী ভোগেরি। নিজস্বে ভোগসদস্যদের ভোগের আজ আমরা ধরা হয়ে ভোগ। কিন্তু

ছয় দুটি আছে বেঁচে আছে। আপেক্ষা করে আছে তিলেতে। সেই তিলেতে আমুরেই আছে ব্যবহারের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দুটিকে কার্যকরী। যে-পুরুষ তার সর্বাংশের ভালোবাসে কিন্তু নেই, সেই পুরুষ দুটিকের নয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে মহিলা আমুরেই সর্ব ভাবে নির্ভরশীলতার সম্ভাবনা। তাঁদের মুখে থেকে দুটিকে কোনও বিশ্বাসই সম্পূর্ণ হবে না।"

তবে এটি হলেও এখানে সংযোজন করা দরকার, যে তার এই ভাবও পরে যখন আমেরিকা ফিরতে হাইকমিশনের এক্সিকিউটিভ অফিসারদের স্ত্রে সম্পর্কের সম্বিত পায়। এই সময়ে (১৯৪১ -১৯৪৬) তিনি প্রতিনিধিত্বে তবে কেন কিছু ব্যবহারের পরিচয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর লিখি থাকত সময়ে ও পরবর্তীকালে কেন অনেকটি প্রতিক ভালোমুলক বিল পাস হয়, যার ফলে নিগ্রো চাকরির অধীন দুটিকে দুটি প্রতিষ্ঠেরই লাভ করে। এক্ষেত্রে আমেরিকার এক বিশিষ্ট দুটিকে ছিল—(১) ভারত প্রতিনিধির নিজা, দুর্নিবারণ সহ অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য। (২) চাকরিতে ছেলেদের জন্য ৪৬ সপ্তাহের ছুটি। (১৯৪৩-এর আগে অনুরূপ আমেরিকার মহিলা প্রতিক পাঁচটি অবধারে ১০ সপ্তাহ, সেপ্তাকের সন্তানের জননী ২১ সপ্তাহ ও পরে ১০ সপ্তাহ ছুটি পেতেন)। (৩) এমারজেন্সি এলাউন্সের ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। (৪) শিশু ও জননীদের প্রতিক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা অন্তের বীকৃতি ও সপ্তাহে দুটির ব্যবস্থা। (৫) স্ট্রেস ইকুনিয়ন অধিকারের সন্তুষ্টাসিট বীকৃতি। (৬) প্রতিক্ষেত্রে মূল্যায় পর্ব যা আছাড়ে হলে পরিবারকে একজনীয় অনুদানের ব্যবস্থা। (৭) প্রতিক্ষেত্রে নূনতম বেতন হিসাবিকরণ ইত্যাদি।

তালিমিলি ফেডারেশন ও রিপাবলিকান পার্টি

দুটিন শাসকদের পক্ষ থেকে ১৯৪২ সালে ঈশান করিলন আসে। অধিলন কবরতে 'ডোমেস্টিক সীভাস' ফেরার প্রতিষ্ঠানটি যেত। সমস্যাদের সঙ্গে আপেক্ষকন দেখা করতে গেলে তাঁরা তাঁকে বলেন—তিনি কি প্রতিক নেতা না দলিত নেতা? বিষয়টি আপেক্ষককে কাবিয়ে তোলে।

তিনি ১৯৪২ সালের ১৮ ও ১৯ জুলাই নাথপুর যোহন পার্কে পৃথক রাজনৈতিক সভার প্রয়োজনে সভা ডাকেন তালিমিলি ফেডারেশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

রাজনৈতিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠির ক্ষেত্রে সভা ডাকবার্তাণী সংগ্রহ ও আপেক্ষকন গড়ে তোলার তার তাঁদের উপর দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে প্রায়ক্রমিক সভাপতি তালিমিলি মহিলা সম্মেলন এবং সভার নৈতিক অধিবেশন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ যাতে সমস্যাটিতে অনুপাতিক হবে প্রবেশ করতে পারে, তার জন্য আপেক্ষকন বিশেষভাবে আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, সরকারি প্রশাসনে অংশ গ্রহণ না করতে পারলে তালিমিলিরা তাদের প্রাপ্য সুযোগ ও সরকারি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত থাকবে।

১: আপেক্ষকন নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে হিসেবেই পরিচিত ছেলে যান। তাঁর সংকল্প নিজের আপেক্ষকে এই নিম্নবিত্ত মানুষকে সংগঠন করা এবং জীবনের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে তাদের সাথী করতে হবে। ২: আপেক্ষকন এই শ্রেণীর মানুষের পাশে থেকে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন সবসময়। মানুষের ইতিহাস ও সংগ্রাম আর্থ আর্থ ও আপেক্ষকনের তিন তিন এক অধ্যায়। আর্থ শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে ২: আপেক্ষকন অর্থনীতির ও অর্থনৈতিক প্রধান বিরুদ্ধে এসে যাবেন।

ঘর-পরিষদে নির্বাচন

রাজনৈতিক ক্ষম ও সমস্যার সমাধানের সংগ্রামের সঙ্গে আপেক্ষকনের সমস্ত সম্পর্ক খুবই জটিল, তাদেরই প্রাথমিক মানসিকতার সম্পর্কের ছোটো ঘর-পরিষদে সমস্ত পুরুষ নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আপেক্ষকনের রাজনৈতিক ক্ষম তালিমিলি ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসেবে ১৬ মার্চ মাসের নির্বাচনে প্রতিনিধিতা করে পরিচিত হন। তাই যোগাই ও অন্য প্রদেশে তালিমিলি ফেডারেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা ৪: আপেক্ষকনের ঘর-পরিষদ সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

১৯৪৬-এর নির্বাচনে তালিমিলি সংখ্যার আসন ছিল ৪৮. ৫০টি। এইজন্য আসনে তাঁদের প্রার্থী (মহিলা থেকে ফেডারেশনের সভাপতি) এবং রাজ্যের অন্য তিনটি আসনে নির্বাচন তালিমিলি প্রার্থীরা প্রার্থী হন।

ফেডারেশনের মৌল আপেক্ষকন নির্বাচিত হন। তাঁদের ছেড়ে দেন ফেডারেশনের সভাপতি, তালিমিলার প্রার্থী, ফেডারেশন বিধায়, সহসভাপতিদের তার, ফেডারেশন নিংহ ও মুখপাত্রিকা মহিলা।

রাজ্য থেকে আপেক্ষকনের বিজয় সেদিন তার পর্যায়িত ছিল, যদিও তিনি প্রতিনিধিত্ব হার পাননি। তালিমিলি প্রার্থী হয় তালিমিলার হয়ে রাজ্যের তিনিটে আসন ফেডারেশনের সভাপতি নিম্ন তিনিটে।

মৃত্যুর সময়ে ৪: আপেক্ষকন তাঁর সভার রাজনৈতিক ক্ষম, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেন (১৯৪৬)। এবং তার সমস্ত যে কার্যকরী তিনি তাকে করেন, সেখানে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাকে কঠিন ও পরিবেশ দুটিকে কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু জীবন সমাজের এ ধরা বাস্তবায়নে যেন সুযোগ তাঁর জীবনে আর এল না।

আগামী সংখ্যায় প্রকাশ্য হবে

আম্বেদকর বন্দনা

পঞ্চানন মণ্ডল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের কাজকর্ম প্রসঙ্গে

[illegible] পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী অনগ্রসর [illegible] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের [illegible] পুনর্বিন্যাস করার জন্য [illegible] 'অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ' (অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ বিভাগ)।

[illegible] এই বিভাগের [illegible] (১) তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী [illegible] (২) [illegible] ও [illegible] (৩) [illegible] ও [illegible] (৪) পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (এরই মধ্যে [illegible] ও [illegible] (৫) পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (এরই মধ্যে [illegible] ও [illegible] এবং (৬) [illegible] ও [illegible] নিয়ে একটি [illegible] 'সংরক্ষণ অনুবিভাগ' (নিয়ন্ত্রণের মেল) করা হয়।

এই বিভাগের ঠিকানা : [illegible] ব্লক-এ (দ্বিতীয় তল), কলকাতা ১।

প্রতিবেদক : নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ অধিকারের বর্তমান কর্মসূচি

[illegible] তফসিলি জাতি ও আদিবাসী অনগ্রসরদের জন্য বিশেষ [illegible] গ্রহণ করা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য [illegible] যাতে সমাজের নিচুতলার এই অনগ্রসরী [illegible] পারে। তফসিলি জাতি ও আদিবাসী অনগ্রসর [illegible] ও বিশেষ বিশেষ সুযোগ দেওয়ার জন্য [illegible] এই ছাড়া, এবং [illegible] সমাজের সমান স্তরে [illegible] ও বিত্তদানের উদ্যোগ। এছাড়া রাজ্য সরকারের এই বিভাগ [illegible] যে প্রস্তাব করা আসছে তার বিচার বিবেচনা [illegible]

[illegible] তফসিলি জাতি ও আদিবাসী [illegible] সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য উচ্চ [illegible] প্রতিযোগিতায় উপযোগিতা করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ বৃত্তি বিশেষ বৃত্তি চালু করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন ও [illegible] ছাত্রাবাস খোলা হয়েছে। [illegible] ছাত্রাবাস, আরও [illegible] ইতিমধ্যে। সেখানে শিক্ষা প্রসার ও [illegible] ছাড়া ইতিমধ্যে [illegible] সুযোগ সুবিধা [illegible] চালু আছে। সর্বোপরি [illegible] উন্নতিসাধন [illegible] ও আদিবাসী সংস্কৃতি ও [illegible] উন্নত ধরণের বিনা মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা।

বিভাগ [illegible] অনুসরণে [illegible] ছাড়াও [illegible] ও অনগ্রসর [illegible] প্রকল্পগুলি [illegible] অনগ্রসর [illegible] ছাত্র-ছাত্রীদের [illegible] বিভিন্ন প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলির সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকারের

বিভিন্ন আর্থিক আওতায় উপর নিম্নবর্ণিত ৩ ধরনের সাহায্যের মধ্যে-যুক্ত নিম্নরূপ হবে, যেমন—ক্রমানুসারে :

বৃত্তির হারের বিবরণ অনুযায়ী :

এই অনুসারে তালিকাভুক্ত জাতি ও তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার খরচ। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক পরীক্ষার ফি হবে ৫৫.০০ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন (মাসিক) সাহায্যের প্রকার :

এই প্রকল্পের আওতায় আরো এমন ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বিবেচনায় রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের এই সুযোগ পাবে। তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাহায্যের বিভিন্ন মাসিক হার—১,১০,০০০ জন। তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাহায্য বিভিন্ন কিছু নেই।

সাহায্যের পরিমাণ	শ্রেণী	শ্রেণী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (১৯৯৪-৯৬ শিক্ষা বর্ষ)	
		তালিকাভুক্ত	তালিকাভুক্ত নয়
২০.০০ (কুড়ি) টাকা	৫ম		
৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা	৬ষ্ঠ		
১৪০.০০ (একশত) টাকা	৭ম		১,১৫,০০১
১৪০.০০ (একশত) টাকা	৮ম		
২০০.০০ (দুইশত) টাকা	৯ম		
১৫০.০০ (একশত) টাকা	১০ম		
৫৫.০০ (পঁয়ত্রিশ) টাকা	তালিকা পরীক্ষার্থী		

বাসাবাড়ির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য থেকার (মাসিক) সাহায্য :

ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ির নিকটস্থ কোন মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির সুযোগ না থাকলে তাদের জন্য ৫০০ (তিনশত) টাকা হিসাবে মাসিক থাকার খরচ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরীক্ষার্থীর ছাত্র ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই সাহায্য তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক ভাতা ৩০০ (তিনশত) টাকার চেয়ে বেশি হবে না। এই ধরনের সাহায্য শুধু ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য। এই প্রকল্পে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরূপ—

তালিকাভুক্ত সাহায্য : ৯১,০০০ (একশ হাজার)
তালিকা বহির্ভূত : ২৮,০০০ (আঠাশ হাজার)

এই ১৯৯৪-৯৬ আর্থিক বছরে সাহায্যদান শুরু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষায় অর্থাৎ অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পাওয়ার ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচন করা হবে।

যে সব ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ৫০ শতাংশের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে তাদের মধ্যে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সমান অংকের সাহায্য বণ্টন করা হবে। সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রকল্পে জন্য তার জন্য সর্বোচ্চস্তরে মোট কত হবে তার উল্লেখ করা হবে। সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যের মধ্যে উপযুক্তদের নির্বাচন করা হবে থাকে। উল্লেখযোগ্য পরীক্ষায় যারা তালিকাভুক্তির যোগ্যতা অর্জন করে ১৮,০০০ (আঠার হাজার) টাকার মধ্যে হবে হবে। বিশেষ আর্থিক বছরে এই সাহায্যের তালিকাভুক্ত তালিকা ভর্তির ক্ষেত্রে পঞ্চম পূরণ হয়েছে, তবে তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে উপযুক্তের সংখ্যা হিসাবে— ৪৪,১৪৮। এই প্রকল্পে তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে মাসিক ৩০ (তিন) টাকা হিসাবে প্রদান করা হয়।

তালিকাভুক্ত তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাহায্য প্রদানের পদ্ধতি প্রকল্প :

এই প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তবে তাদের তাদের সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত পরীক্ষায় যোগ্যতার্জন করতে হবে।

নির্বাচনের তালিকা সময়ে যে সব পরীক্ষার্থীকে কি প্রকল্প থেকে এই সাহায্যদান যে সব ছাত্র এ প্রকল্পে যোগ্য হয়ে নিম্নে তালিকা বহির্ভূত উপযুক্তের সংখ্যা— ৩০,১১৩ জন।

তালিকাভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে নিয়মিত শিক্ষা-সহায়ক সাহায্যদানের জন্য সাহায্যদান (বেতনের সাহায্য ছাড়া সাহায্যদান) নিম্নরূপ প্রকল্প :

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী মাসিক ২৫ (পঁচিশ) টাকা থেকে ৪০ (চল্লিশ) টাকা হারে পেয়ে থাকে। তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে মাসিক ২৪০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা। এছাড়া বছরে একবারের সাহায্য হিসাবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা করে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী পেয়ে থাকে। উপরে উল্লিখিত হারে আর কোনও নির্দিষ্ট পাঠ নেই। তবে সঠিক প্রয়োগের জন্যে এই প্রকল্প এখনও দূর তেমন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তালিকা পৌঁছে যায়নি। এই ক্ষেত্রে এখনও দূরত্বের অজুহাত দেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রচার চালানো প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীদের হারে এই প্রকল্প চালু আছে।

বাসস্থানিকদের হারে ভাতার সাহায্য অনুমোদনের সূচি প্রকল্প :

একাদশশ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের এই সুযোগ পেয়ে থাকেন। সূচি প্রকল্প পদ্ধতি অনুসারে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ—এই পাঁচটি বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পর্যায় বিভাগ ও কোর্স অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। বিভাগভিত্তিক বিভাগ নেয়া হল :

'ক'—এম বি বি এস, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি বিজ্ঞান, প্রাণী চিকিৎসা বিজ্ঞান

'খ'—বিভিন্ন বিষয়ের অনার্স কোর্স, অনুবাদ, মেডিসিনশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, এম এস সি

'গ'—মাস্টার্সের কোর্স, এম এ, এম কম, পেশাভিত্তিক বিষয়ের কোর্স

'ঘ'—বি এ, বি এস-সি, ইত্যাদি

'ঙ'—একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী, বিভিন্ন কোর্স ভাতা দান

আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিভাগ অনুযায়ী বৃত্তি হি, থাকা-খাওয়ার খরচ ইত্যাদির দেয়া

[illegible] ছাত্র-ছাত্রীদের [illegible] ১ম শ্রেণী থেকে সমাপনী শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের জন্য বাৎসরিক মোট ৪৪,৪০০ (চুয়াল্লিশ হাজার চারশত) টাকার প্রয়োজন হবে। 'ক' শিরোনামে বর্ণিত অন্যান্য সব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের জন্য বাৎসরিক মোট ৩৩,৪০১ (তেত্রিশ হাজার চারশত এক) টাকা থেকে ৪৪,৪০০ (চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকার মধ্যে হবে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক অতিরিক্ত। প্রত্যেক ছেলেদের ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ অতিরিক্তগুলো থেকে এক্সট্রাকারিকুলার জন্য বেছে নেয়া হয়। নতুন অন্যান্যকারীদের ক্ষেত্রে অধিকতর ভাবে জন্য নেয়া হয়। সুযোগ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্বাচন করা হয়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখা গেছে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের টাকার ক্ষেত্রেও এই ধরণের এক্সট্রা কারিকুলার এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন ব্যবস্থার প্রয়োজন করা হয়ে থাকে। ক্রীড়া সুযোগ সুবিধা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় করতে হবে। এই প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত বছরে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—অতিরিক্ত ক্রীড়া-সামগ্রী ৪৪,৫০১ ও অতিরিক্ত-৫,৬৯০ জন।

পরিদর্শনের সরঞ্জামের সম্পূর্ণ নিজস্ব পুঁজি যোগানো প্রয়োজন হবে : প্রাথমিক পঞ্চম শ্রেণী থেকে সমাপনী শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিম্নে বর্ণিত সরঞ্জামাদি উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা—২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) জন। এখানে তৃতীয় পরিদর্শন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী-১০০ (একশত) টিমের; সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী-১২৫ (একশত পঁচিশ) টিমের; নবম ও দশম শ্রেণী-১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টিমের। এর সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তৃতীয় পুরুষ থাকবে।

এই প্রকল্পের অন্যান্য পরিদর্শনী ছাত্র ছাত্রী অতিরিক্ত ক্রীড়া বা অতিরিক্ত অতিরিক্তী পরিদর্শনসমূহ এবং অতিরিক্তের অন্যান্য ক্রয়ের উপযোগিতা ৩৯,০০০ (উনিশ হাজার) টাকার মধ্যে হবে হবে। এখানে বিশেষ পরিদর্শন ছাত্রীদের তৃতীয় জন্য নির্বাচন করা হয়। এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ প্রকল্প এখনও অনুমোদন হয়ে উঠতে পারেনি। এর বাস্তব রূপায়ণ ও সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকল্পটি হচ্ছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪০০ (চারশত) টাকা। নির্বাচিত ছাত্র থেকে ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান ৮০ নম্বর থেকে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। একটি অতিরিক্ত বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচন করা হয়। সমস্ত পরিদর্শনের মোট ১,২০০ (এক হাজার দুইশত) জন ছাত্র-ছাত্রী এই তৃতীয় জন্য নির্বাচিত হতে পারবে। এই প্রকল্পটি চালু করতে ১৯৮১ সন থেকে এবং এখন মোটামুটি সমাপ্তের পথে চলছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত মোট মাধ্যমিক ছাত্রদিগের ও মোট ছাত্রদিগের এখনও পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা আবশ্যকীয় করতে দেওয়া হচ্ছে। তবে অতি শীঘ্রই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিকোত্তর স্তরে পাঠদান অতিরিক্ত ক্রীড়া ও অতিরিক্তী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত ক্রীড়া ও অতিরিক্তী অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় নির্বাহ ও পরিচালিত হওয়ার ও ছাত্রীনিবাস সমূহ : মূলত মাধ্যমিক ও প্রাথমিকের অতিরিক্তী পরীক্ষা অতিরিক্তী ক্রীড়া ও অতিরিক্তী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনে অসম্ভব কারণে যা ছেলে পড়াশুনার জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা খোলার মধ্যে দূরে দূরে বাস করা হয়ে থাকছে। বিশেষত ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরি শাখাসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে অবশ্যই দূর-দূরান্তের অঞ্চলে ও প্রত্যন্তদেশের অধিকাংশ পরীক্ষা অতিরিক্তী ক্রীড়া ও অতিরিক্তী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা নেয়ার বিশেষ প্রয়োজন। এছাড়াও, তাঁদের ডিসিপ্লিন প্রয়োজন উপযুক্ত করে নিতে অবশ্যই সহায় এবং পরিচালনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেতে অতিরিক্তী ক্রীড়া ও অতিরিক্তী অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থাপনে ৫ (পাঁচ)টি ছাত্রাবাস ও ১০ (দশ)টি ছাত্রীনিবাস পরিচালনা করছেন এবং ৩১ (একত্রিশ)টি ছাত্রাবাস ও ৩৫ (পঁয়ত্রিশ)টি ছাত্রীনিবাস নির্মাণাধীন রয়েছে। এই সমস্ত ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসগুলিতে উপযুক্ত পরিবেশে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৫৮৮ (তিনশত আটাশটি) সংখ্যক ছাত্র ও ৭৩৬ (সাতশত ছত্রিশ) সংখ্যক ছাত্রী ছাত্রদের নিজস্ব সুযোগ থেকে ঐসবের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় সব কিছুর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করছে।

আসন সংরক্ষণ :

নিম্ন স্তরের পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অবশ্য। এ পর্যন্ত প্রাথমিক পরিদর্শনে তৃতীয় পঞ্চমশ্রেণী অতিরিক্ত ক্রীড়া ও অতিরিক্তী অন্যান্য ক্ষেত্রে ছাত্রদের ক্রীড়ন ও ক্রীড়নের সমস্যাবলীর বিশেষ সুরক্ষা করতে পারেনি। এখন অন্যান্য সবরকম পরিদর্শনগুলিতে সুযোগের পঞ্চমশ্রেণী ক্রীড়নে ব্যবস্থা হচ্ছে পরিদর্শন সমিতি নেই। তাই এই পঞ্চমশ্রেণী অতিরিক্ত ক্রীড়ি ও অতিরিক্তী পরিদর্শনের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে সুযোগের পঞ্চমশ্রেণী ক্রীড়নে থেকে পরে সেই হিসেবে তৃতীয় পঞ্চমশ্রেণীর পরিদর্শন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ছাত্রাবাস নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে আছে। প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষত অতিরিক্তী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ সরকারী ক্ষেত্রে এইসব আবাস ছাত্রাবাসগুলি নির্মিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। এই সমস্ত ছাত্রাবাসে ছাত্র অতিরিক্ত জন্য ও তাঁদের মেয়েদের জন্য একটি অতিরিক্ত আছে। প্রত্যেক ছাত্র নিম্ন স্তরে ছাত্রদের ২২০ (দুইশত কুড়ি) টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া ছেলেদের-পরিচ্ছন্ন, ছেলে-পুলা, ইলিশের ইত্যাদি ব্যয় অনুদান দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রাবাসে একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ছাত্রাবাসী ও সহকারী সমাপনী থাকে, ছাত্র হয়। সরকারের একটি ছাত্রাবাসে তৃতীয়ের ছাত্র ছাত্রদের থাকার আছে এবং এখন একটি ছাত্রাবাসের জন্য বছরে সরকারের মোট খরচ হয় ১১,০০০ (সাতাত্তর হাজার) টাকা। বর্তমানে একটি আবাস ছাত্রাবাসে নির্মাণের জন্য মূল খরচ টাকা ধরা হয়। এখন আবাস ৫৫টি আবাস ছাত্রাবাসের নির্মাণকার্য চলছে। এখন পরিদর্শনে ২০টি আবাস ছাত্রাবাসে ৫,৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী থেকে লেখাপড়া করছে। আশা করা যায় আগামী আবাস ছাত্রাবাস ৫০টি আবাস ছাত্রাবাস হলে ১০০ ছাত্র-ছাত্রী উপযুক্ত হবেন।

রাজ্য-পরীক্ষা প্রতিষেধক কেন্দ্র
(বৃত্তিমূলক সমিতি) :

মূল-মূলধন সংগ্রহ ও প্রকল্পের প্রতিষেধী শিল্প তালিকা তৈরী ও তালিকাভুক্ত হয়ে উদ্যোগ নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পরীক্ষার প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা অনুমোদন প্রদান করা ও পরীক্ষাগারে পরীক্ষাগুলোর প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করে সমস্ত তালিকা তৈরী ও তালিকাভুক্ত করার বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্যকারের বিভাগী এবং ঐসব ব্যবসায় জনপ্রতিষ্ঠানী ক্ষেত্রের একটি... যেই রাজ্য রাজ্য-পরীক্ষা প্রতিষেধক কেন্দ্র চালু করা। এগুলির মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে— জনকল্যাণ ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে ও জনপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন এবং বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞান ব্যবহার বিশেষজ্ঞদের সমিতি ও চুক্তিভিত্তিক পরীক্ষা এবং জনকল্যাণ দুটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পরীক্ষাগারী পরীক্ষার জন্য চুক্তিভিত্তিক ক্ষেত্রে হয়। নিবন্ধিত হয়ে তালিকাভুক্ত কিন্তু প্রতিষেধক নিবন্ধ করে আসে। এ ছাড়া নিবন্ধিত হয়ে তালিকাভুক্ত দুটি প্রকল্পের ব্যবস্থা আসে। তারপর কিছু নতুন প্রতিষেধক ক্ষেত্র চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ী তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত হয়ে উদ্যোগ উৎপাদক প্রতিষেধক সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যার প্রতিকারের দায়িত্ব ক্ষেত্রে সমূহ হয়ে জনকল্যাণ ট্রাস্টবোর্ডের কেন্দ্র করা নিতে পারেন।

এখন এখানে প্রধান কাজ হোল কাইনোটেরে
১, লালন রোড
কলিকাতা-৭০০০৪৯।

প্রতিবেদক : অমিয় বসু
এসোসিয়েশন অফ সায়েন্স ফর সোসাইটি

কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভূমিকা
(সাংস্কৃতিক গবেষণাগার)

সাংস্কৃতিক গবেষণাগার (কালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট) তালিকাভুক্ত জাতি ও তালিকাভুক্ত উপজাতি (তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি) নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক-প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান সালের শাল হিসাবে ১৯৫৪ সালের যে ভাব থেকে এখানে ব্যবস্থা-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব হিসেবকার সঙ্গীত নিয়ে প্রথমে তালিকাভুক্ত জনপ্রতিষ্ঠানের অর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষার ঐতিহ্যসম্পর্কের অনুসন্ধান-সম্পর্কের সাহায্য তথ্যাদির নিয়ে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার এক পূর্ণাঙ্গ অধিকারের ঘটিত হয়েছে। ব্যবস্থা-বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান বিভাগের অনেক তথ্য-সংগ্রহের তার বিশ্লেষণ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করার সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণাগার তালিকাভুক্ত জনপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ সম্পর্কে ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের করে তথ্য সরকারকে উপদেশ সাহায্য করে থাকে। সাম্প্রতিককালে তথ্য সরকারের যেসব অন্যান্য যেসব জনপ্রতিষ্ঠানী সম্পর্কে তথ্যাদি তথ্য সংগ্রহের ইচ্ছাতে এই গবেষণাগার পরিকল্পনা গ্রহণ করে সঙ্গীত করে শুরু করেছে।

এই গবেষণাগার বিভিন্ন তথ্য ও সংগীতভিত্তিক গবেষণামূলক বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ, বিশেষত শিক্ষা সংক্রান্ত অসুবিধা, অর্থ-সামাজিক অবস্থান, বিভিন্ন দৃষ্টিতে উন্নয়নের প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং তালিকাভুক্ত জনপ্রতিষ্ঠানী বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞান (এথনোলজি), তথ্য সংগ্রহের প্রথা প্রচলন করে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন (অ্যাকালচারেশন), তথ্য (লাঙ্গুয়েজ), লোকভাষা (ফোকলোর) ইত্যাদি বিষয়ে পরিচালনা বিজ্ঞানভিত্তিক সঙ্গীতসমূহ তালিকার বিশেষী নিবন্ধন (এথনিক অ্যাফিলিয়েট) সম্পর্কে সঙ্গীতের তথ্য বিজ্ঞান করে থাকে হয়েছে। এই সংগ্রহ তথ্যের তালিক উপাদানিকরণ (ডিসিটিক ইন্টেন্ট), মূল্যায়ন তালিকাভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প (আই টি ডি পি) ও তালিকাভুক্ত জাতিদের তথ্য দৃষ্টিত বিশেষ উপজাতি প্রকল্প (এস টি পি) এর তথ্য বিভাগীয় তৈরী করে থাকে।

তালিকাভুক্ত জাতি ও তালিকাভুক্ত উপজাতি, তাদের যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে তাদের বিশেষজ্ঞদের তথ্য সঙ্গীতের তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯৮১ সালে এই গবেষণাগারে একটি 'মহিলা সেল' (উইমেন সেল) খোলা হয়।

সমস্যার তথ্যসংগ্রহের সাহায্যের দৃষ্টিতে তথ্য এবং গবেষক, পরিচালক ও প্রকল্পসমূহের দৃষ্টিকোণে গবেষণাগার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের প্রকল্প এই সাহায্য বিভিন্ন করে প্রকাশ করে থাকে। এই গবেষণাগারে ৩৯টি তালিকাভুক্ত জাতি ও তালিকাভুক্ত উপজাতির সম্পর্কে প্রকাশ (মনোগ্রাফ), ১৮টি ট্রাইবাল পুস্তিকা (ফোকটেলিস বুলেটিন) এবং বিশু বিশেষ বিষয়ের বিশেষ প্রকাশনা পাওয়া যায়।

গবেষণার কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই গবেষণাগারে তথ্যসমৃদ্ধ সাহিত্য সংগ্রহশালার (এথনোগ্রাফিক্ লিটারেচার) তালিকাভুক্ত সম্প্রদায়ের জনজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবন বিষয়ক তথ্য ৬০০টিরও বেশি তালিকাভুক্ত জনজাতি (ট্রাইবাল অথরিটিজ) সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে।

এই গবেষণাগারের প্রকাশিতব্যের তথ্য আছে তালিকাভুক্ত উপজাতির বিষয়ে ১৭৯১ সালের পরিচয় বিবরণ এবং ১৯৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের বিবরণ, যা

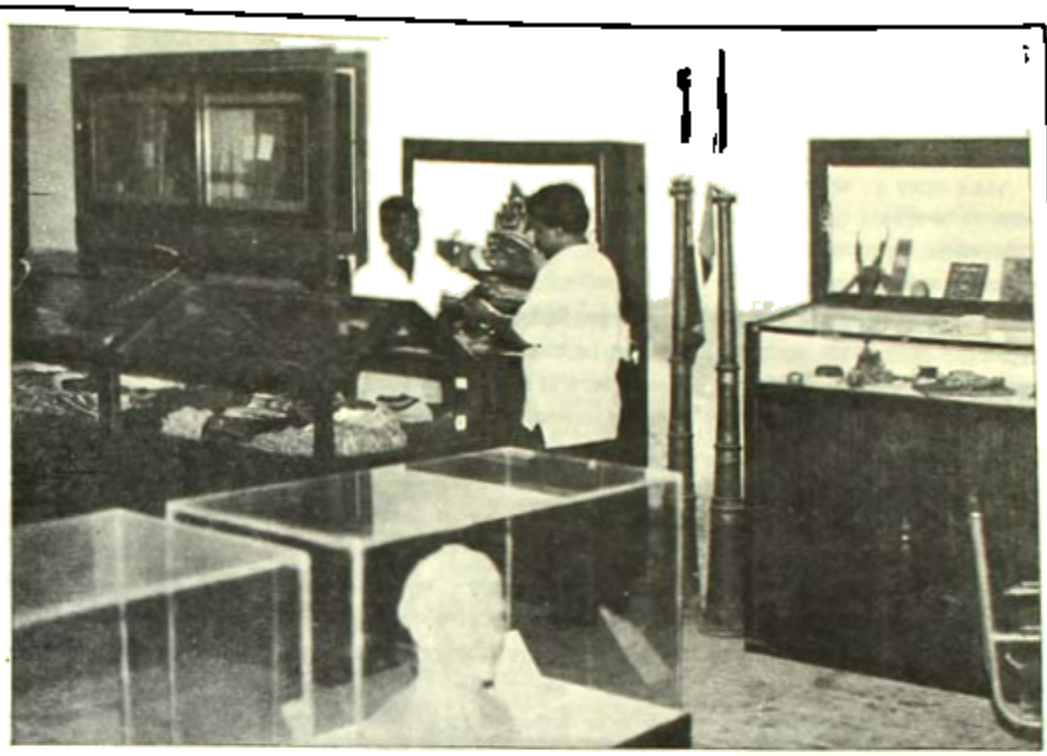

[illegible]

প্রয়োজন। এজন্যে [illegible] নির্দেশাবলী রচিত। তাছাড়াও প্রদর্শনীগুলির ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থাগুলির কার্যাবলীগুলির সূচিপত্র বিবরণ, [illegible] তৈরী করবার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ।

এই অনুসন্ধানসূত্রে সংগ্রহশালায় ১৫,০০০ এরও বেশি সংগ্রহশালার বিষয়ক পুস্তক ও পুস্তিকা রয়েছে পাঠকদের জন্যে। তাছাড়াও এখানে আছে একটি দৃষ্টি-শ্রবণ (অডিও ভিসুয়াল) শাখা, যেখানে তালিকাভুক্ত জনসাধারণের সংগ্রহশালা [illegible] আগ্রহের অনুকূলিত বিষয় সংক্রান্ত ২১টী ১৬ মিলি মিটার ফিল্মের ছবাবলী আছে। এই শাখাতেই তালিকাভুক্ত অনুকূলের ৪,৫০০ এর বেশি বিভিন্ন বিষয়ের ভাষণের ধ্বনিত ধ্বনির মূল উৎসারণ (রেকর্ডিং) আছে। এই শাখা বিভিন্ন সময়ে এখন এখানের এই প্রদর্শন ব্যবস্থার বিভিন্ন এলাকার প্রদর্শনীতে সংযোজন করে।

সংগ্রহশালা অনুসন্ধানকারী পরামর্শদাতা [illegible] বিষয় অনুসন্ধান পরিচালনা নিয়ে আলোচনাসূত্রের আয়োজন করা ছাড়াও সরকার সেবার সঙ্গে যুক্ত বাড়ি তথা প্রদর্শনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদলকে আধিকারীদের সম্পর্কিত সমস্যা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধানকারী সংস্থার সঙ্গেও আলোচনা করে তথ্য আদান প্রদান করে সহায়তা দিয়ে থাকে। অনুসন্ধান কাহিনে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গেও যোগাযোগ তথা পুস্তক / পুস্তিকা বিনিময় করে তালিকাভুক্ত জনসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে আগামী সময়ে তালিকাভুক্ত হয়ে অনুসন্ধানে প্রথা সংগ্রহশালার বিষয়ক্রমের সহায়ক যোগ্য অনুসন্ধানসূত্রে তথ্যাদির পরিচালনা করে।

এই অনুসন্ধানের পরিচালনের সময়ে সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়াও আধিকারিক অনুসন্ধানীর সঙ্গে তথ্যাদির পরিচালনের সময়ে সংগ্রহশালার সমস্যাদের তথ্য সংগ্রহ করে রাখে।

তাছাড়াও এই অনুসন্ধানের পরিচালনের ব্যাপারে অধিকারী এজেন্ট ব্যতীত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভ্রাতৃসংঘের সহীত প্রতিযোগিতা, বুলিয়ান সংগ্রহশালা, আধিকারী শিক্ষা অনুসন্ধানের অনুসন্ধানক হিসাবে যুক্ত তালিকা পাওয়া যেতে পারে।

আমাদের শ্রেণীভুক্ত তালিকা নাম যোগাযোগ আছে এবং আমাদের তালিকাভুক্ত তালিকা ও আধিকারীদের তালিকার বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণের সহায়তা দিয়ে সংগ্রহশালার সংগ্রহশালার সাহায্য করে থাকে।

এই অনুসন্ধানসূত্রের ঠিকানা :

আমাদের বিশ্বের ইনস্টিটিউট,
অনুসন্ধানী প্রদর্শন অনুসন্ধানের বিশ্লেষণী,
পি-১/৪, সি আই টি স্কিম নং ৭এম
সি আই টি রোড, শ্যামপুকুর,
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

অনুবাদক তথা প্রতিবেদক :
জীবিকাপরামর্শী সরকার

পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(এখানে কোন বাক্যাংশ ব্যবহার করলে ভৌগোলিক অর্থ ঠিকমত বোঝাবে)

১৯৯৯ সালের ১০ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পর্কিত ১৯৬২ সালের উপদিষ্টপত্রের (XIX) অধিনিয়ম বলে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (এখানে কোন বাক্যাংশ ব্যবহার করলে ভৌগোলিক অর্থ ঠিকমত বোঝাবে) প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবিক পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলি জাতি ও অগ্রসর শ্রেণীদের উন্নয়ন বিভাগের ১২.১.১৯ তারিখের ৫৭৪ই ডব্লিউ/এফ সি ১৮-এসি-১১/৯৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনবলে পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের কাজ তদারকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি জাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম আইন ১৯৭৯ প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণী নিগম ও উন্নয়ন নিগমের কাজ আলাদাভাবে করা শুরু হয়, কিন্তু সেগুলোর পুঁজি যে হারে পূরণ করা দরকার ও সংগ্রহের জন্য যেভাবে ঋণ নেওয়া হয়েছে তাতে ১৯৯৯ সালের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত নিগম ১৮৩টি প্রকল্পের জন্য ৫৫১.৫০ লক্ষ টাকা প্রকল্প মঞ্জুরের ১০টি প্রকল্প পাঠাতে হয়। অন্যদিকে তফসিলি জাতির অনগ্রসর শ্রেণী নিগম ও উন্নয়ন নিগম পশ্চিমবঙ্গের পাঠানো ১০টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৯টি প্রকল্প অনুমোদন করেন, যার উপভোক্তা সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৫০ জন ও মোট প্রকল্প ব্যয় ২৭১.৯২ লক্ষ টাকা এবং সেইসব পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের অংশের অনুমোদিত ঋণ বাবদ ২৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন।

উল্লেখ্য ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত এক বি বাম পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সভাপতি (চেয়ারম্যান) হিসাবে অর্থাৎ তাদের কাজের উপযুক্ত মূল্যায়ন করার সময় না পাওয়ায় উক্ত বিত্ত নিগমের পূরণ অর্থায়ন আলাদাভাবে কোন মন্তব্য করেনি। ফলে তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীদের উন্নয়ন ও অর্থায়নের অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন নিগমের কাজকর্মে যেটি ঘাটতি থেকেছে সেটিকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সভাপতি হিসাবে অর্থাৎ তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সভাপতির কাজ দিয়ে ঘরে ফেলার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কাজ এই নিগমের জন্য পৃথক কর্মকর্তা নিয়োগ করা ও স্থায়ী ভাবে অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের কাজকর্ম পাওয়ার বাসনায় অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

এই বিত্ত নিগমের কাজকর্ম এখনও পুরোপুরি শুরু হয়নি বা হবার এই নিগমের জন্য সরকারি কর্মচারীরা অতিরিক্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এই প্রাতিষ্ঠানিকরণে ক্ষেত্রগুলি প্রকল্প অতিরিক্তির তা ক্ষেত্র কাজের অতিরিক্তিভাবে কাজকর্মের জন্যে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তবে এই ধরণ, তফসিলিভুক্তী পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জন্য পৃথক কর্মকর্তা পাওয়া গেলে এবং নিজ অতিরিক্তির কাজে যেন নিজে কাজের কর্মসূচির সূচনা করা সম্ভব হবে। বর্তমানে সরকারি কর্মচারীরা পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের পরিচালন অধিকর্তা (ম্যানেজিং ডিরেক্টর), সমাজ প্রকল্প (প্রোজেক্ট ম্যানেজার) ও মুখ্য কার্যনির্বাহিকাধিক (চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার) পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সভাপতির নির্দেশক্রমে প্রকল্পটির কাজের তদারকি করছেন।

তফসিলি অনগ্রসর শ্রেণী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম আইন অনুযায়ী উপভোক্তার সাথে-সাথে যেই প্রকল্প অনুমোদন প্রকল্পগুলি নিম্নরূপ:

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	উপভোক্তার সংখ্যা	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১।	ইটের ভাটার প্রকল্প	৫০	১৬.৮০
২।	পাওয়ার টিলার প্রকল্প	২০০	১৪০.০০০
৩।	মনোহারি দোকানের প্রকল্প	৫০	২১.২৫০
৪।	মাটোনিয়া প্রকল্প	৫০	২১.৬১৫
৫।	মাটির আসবাব তৈরি প্রকল্প	১০০	২৬.৫২০
৬।	মশলা গুঁড়া তৈরি প্রকল্প	১০০	৫২.৬৫০
	মোট	৫৫০	২৭১.৯২

উৎস: এই নিগমের প্রকাশিত পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের ঠিকানা:

পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
১৩৮৫, বিধান সরণি, ৮ম তলা (পূর্বাংশ)
কলিকাতা-৭০০ ০০১

অনুবাদক তথা প্রতিবেদক :
প্রতিবেদকের নাম

পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের ভূমিকা

(তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের ভূমিকা)

১৯৭৬ সালের তফসিলি জাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম আইনানুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চম তফসিলি জাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সূচনা হলেও পরবর্তী সময়ে উক্ত আইনানুযায়ী সংশোধন / সংযোজন করে ১৯৮১ সালে রাজ্যের তফসিলি আদিবাসীদের এই বিত্ত নিগমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে নিগমের উদ্যোগে পরিবর্তিত নামকরণ করা হয় 'পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম।' এই বিত্ত নিগমের উদ্যোগে রাজ্য তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলির উন্নতি নিয়ে ব্যবসা করা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং অন্যান্য আর্থিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সাহায্য করা হয়। উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বর্তমানে এই নিগমের পরিচালনাধীনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে তফসিলি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদি-সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বিত্ত নিগমের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রার্থিক ঋণ (প্রকল্প মূল্যের ২০% অথবা সর্বোচ্চ ২৪০০ টাকা), রাজ্য সরকারের অনুদানে নিগম কেন্দ্রীয় সাহায্যে প্রদত্ত প্রান্তিক অর্থ থেকে ভর্তুকি (প্রকল্প মূল্যের ৫০% অথবা সর্বোচ্চ ৮০০০ টাকা) এবং প্রকল্প মূল্যের বাকি অর্থ ব্যাঙ্ক ঋণ হিসাবে পাওয়ার ব্যবস্থা করে প্রকল্পগুলির রূপায়ণের কাজে প্রতিনিয়ত সহায়তা দিয়ে নিগম।

উক্ত বিত্ত নিগমের জন্য রাজ্য সরকার নিযুক্ত পরিচালন সমিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিসহ মোট ২২ জন সদস্য আছেন। এই সমিতিতে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায় (অনুন্নত-সম্প্রদায় সংক্রান্ত দপ্তর) বিভাগের মন্ত্রীমহাশয় যুগ্ম ও অতিরিক্ত দপ্তরের সচিবগণ এবং সহ-সভাপতি হিসাবে বর্তমান থাকেন। তাছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিভাগগুলির সচিবগণ পদাধিকারবলে উক্ত পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। এই পরিচালন সমিতিতে রাজ্য সরকার মনোনীত বিশেষজ্ঞগণ ও জন সদস্য থাকার সংস্থান রয়েছে।

ব্যবসায় ও শিল্পোদ্যোগে উৎসাহ দিতে তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের নির্বাচন করে তাঁদের বিত্ত নিগমের একটি করে শাখা আছে, যেগুলির মোট প্রকল্প হিসাবে পরিচালন সমিতি সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জেলাস্তরে ও মহকুমা স্তরে জেলার সভাপতি / মহকুমাশাসক পরিচালন করেছেন। প্রত্যেক জেলায় একজন করে মাঠ প্রকল্পক, ৬ থেকে ৮ জন করে বিস্তার অফিসার/কর, ৩ থেকে ৫ জন করে অফিস সহায়ক নিয়ে এ নিগমটি কাজ করছে।

কার্যক্রমের মোটামুটি অগ্রগতির পরিচালন ম্যানেজার, সমাধান প্রকল্পক, প্রশিক্ষণ সহায়ক প্রকল্পক, হিসাব প্রকল্পক সহ অন্যান্য অফিসগণ রয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের কার্যাবলিকে বিস্তারিত তিনটি ভাগে ভাগ করে পাওয়া যায়:

১। পরিবারভিত্তিক আদিবাসী উপ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প:

দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী তফসিলি আদিবাসী পরিবারগুলিকে দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বে নিয়ে আসার জন্য পুনর্বাসিতমূলক অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ যে মোট সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ৫৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ধার্য করা হলেও প্রার্থিক ঋণ ও অনুদান যা তফসিলি পরিবার অনুযায়ী প্রকল্প মূল্যের ২০ শতাংশ ও সর্বোচ্চ ২৪০০ টাকার মধ্যে এবং ৫০ শতাংশ ও সর্বোচ্চ ৮০০০ টাকাই থাকবে। বাকী টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ ও নিজস্ব লগ্নীর মাধ্যমে করা যেতে পারবে।

২। পরিবারভিত্তিক তফসিলি জাতির জন্য বিশেষ উপাত্তমূলক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প:

দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী তফসিলি জাতি পরিবারগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সাহায্য হিসাবে প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন পূর্বতন প্রকল্প রূপায়ণ করে অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তফসিলি জাতিভুক্তদের জন্য যেমন হবে প্রার্থিক ঋণ, অনুদান যা সর্বোচ্চ ও প্রকল্প মূল্যের বাকি অর্থের সাহায্য ব্যাঙ্ক ঋণ মূল্য উন্নয়ন করে রাখবে, এই একই নিয়ম তফসিলি আদিবাসী জন্য পূর্বতন প্রকল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৩। রাজীব তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম (এস এস এফ ডি সি) এর মাধ্যমে রূপায়ণ প্রকল্প:

রাজীব তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের মধ্যে এক চুক্তির দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসীদের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে প্রকল্প মূল্যের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ধার্য করা যেতে পারে এবং প্রকল্পে ঋণ গ্রহীতার দায়বদ্ধতার জন্য দারিদ্র্যসীমার নিম্নবর্তী প্রকল্পের বিভাগের জন্য অর্থাৎ প্রকল্পমূল্য ২২,০০০ টাকার কম ও শহরাঞ্চলে ২৩,১০০ টাকার কম হতে হবে।

উপরোক্ত অর্থ সাহায্যের অতিরিক্ত হিসাবে প্রকল্পগুলির প্রকল্প মূল্যের ১৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা প্রার্থিক ঋণ পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম থেকে পাওয়া এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সাহায্যের টাকা থেকে

উপরোক্ত প্রকল্প (এম এস এফ বি সি) হতে পানের পরিমাণ নয় সূত্রের হার বিভাজন:

প্রকল্প খাত	এম এস এফ বি সি অংশ পরিমাণ	অবশিষ্ট টাকার উপর সূত্রের হার
১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	প্রকল্প মূল্যের ১৫ শতাংশ	১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১ শতাংশ
১ লক্ষ টাকার উপরে থেকে ৩,০০০ টাকা + ১ লক্ষ টাকার উপরে		১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১ শতাংশ
৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০ শতাংশ	
৫ লক্ষ টাকার উপরে থেকে ১,১৫,০০০ টাকা + ৫ লক্ষ টাকার উপরে		৫ লক্ষ টাকার উপরে ১০ শতাংশ
১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	উপরে বর্ণিত শতাংশ	

অনুদান বা ঋণটুকু হিসাবে ৬০০০ টাকা পাবেন। ১ লক্ষ, ৫ লক্ষ ও ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্প প্রতিটিকে তাঁর নিজস্ব তহবিল হিসাবে যথাক্রমে ৫ শতাংশ, ১০ শতাংশ ও ১৫ শতাংশ টাকা লগ্নী করতে হবে। এই প্রকল্পে অতিরিক্ত, বেশীরভাগ ও সমস্তরকম ক্ষেত্রে ঋণ পাওয়া যাবে।

প্রতিটির প্রকল্পে ভাড়াটিয়া, বিক্রেয় ট্রাক্টি, ঘর, ট্রাক্টর, ছোট কলিকল, ছোকলি, ঘানভাঙ্গি ঘাস ইত্যাদি প্রকল্পগুলো নিবন্ধ ব্যবহারের জন্যদান হয়েছে, তবে ক্ষেত্রীভূত প্রকল্প হিসেবে গণ্যতির হয়েছে কৃষি জমি ক্রয়, কৃষকের, কৃষিজ, ঘরের ছাদ ইত্যাদি প্রকল্পগুলো।

৪। অর্থনৈতিক সেবার নিম্নক ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রকল্প :

কলমুর পরিবারে প্রতিটি সেবার নিম্নক ব্যক্তিদের যেই অর্থনৈতিক সেবা থেকে মুক্ত করে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে পরিবারের ভাতিটির জাতি ও ভাতিটির অভিভাবী উন্নয়ন ও নিজ নিজস্ব মূলধন সুবিধা এখন করেছে। উক্ত সেবার নিম্নক ব্যক্তি ও তাঁদের উপর নির্ভরশীল সেবাসর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়মূক্ত করে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৫ শতাংশ টাকা নিজ নিজস্ব থেকে প্রাথমিক ঋণ হিসাবে পাওয়া যাবে, ৫০ শতাংশ বা অনধিক ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান বা ভর্তুকি হিসাবে পাওয়া যাবে এবং অতি টাকা ঋণ হিসাবে পাওয়া যাবে; নিজ জেলা অনুদান ঋণ হিসাবে টাকা না পাওয়া গেলে নিজ নিজস্ব সেই পরিমাণ টাকা প্রকল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে হিসাবে দিতে পারবেন। এই পুনর্বাসন প্রকল্পে নিজ নিজস্ব অর্থের 'অর্থনৈতিক সেবার' নিম্নক পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ব্যক্তিদের পরামর্শদান, টেলর শিক্ষা, ছোট শিল্প, কৃষি সেবক, কৃষি এবং অন্যান্য সেবার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে কৃষিভিত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিজমি করে পরিবারগুলির ছোট ছোট সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত সেবার নিম্নক সকলকে তাঁর সেবার পুনর্বাসনের জন্যে নিজ নিজস্ব অর্থনৈতিক এবং প্রকল্প ব্যয় হয়: কি ভাবে অনুদানসহ ঋণ-সহায়তাটি উপরোক্ত ২০০০ সালের মধ্যে ৫ বছরের মধ্যেকিছি সেবা তুলে নেওয়ার যে জাতীয় সংস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাহিয়াই সে সংস্থার সঙ্গে আমরে পরিবারের ভাতিটির জাতি ও ভাতিটির অভিভাবী উন্নয়ন ও নিজ নিজস্ব।

এই অনুবাদের উৎসঃ ১৫৪-এ, বিজয়ী বাংলাদেশী বন্ধু মোড় (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০)

অনুবাদক তথা প্রতিবেদক :
প্রীতিলতা চক্রবর্তী

নোট: নিজ নিজস্ব ভাতিটি জাতি ও অভিভাবী সম্পর্কে সঠিক প্রকাশিত পুরিয়া এবং নিজ নিজস্বের নিজির জন্য।

উত্তরণ কার্যালয়

বাংলাদেশ নিম্নক ইনস্টিটিউট
অনুদান সহায়তা কার্যক্রম বিভাগ, পরিচালন সহায়তা
সি-১/৪, সি আই ই বিল্ড নং ৭৯, সি আই সি জোন
উত্তরখান, ঢাকা-১০০ ০৪৪
ফোন নং: ৩৩১-৯১০২ / ৩৩১-৭৯২০

- প্রতি কার্যদিবস বিকেল ৪-০০ মিনিট থেকে ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত "উত্তরণ" খোলা থাকবে।
- সেবাগ্রহীতা এখানে সরাসরি যোগাযোগ বা সেবা পাঠাতে পারেন এবং প্রয়োজন পরিষেবা ফোন্ড উক্ত কার্যালয় থেকে করা হয়।
- এ ছাড়া পরিচালন ক্রয় ও এজেন্সী নেবার জন্যও এখানে যোগাযোগ করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেড

(এখানে লেখা টাইপের ফোনেমগুলো কো-অপারেটিভ এলিমেন্টের মিলিটেড)

১৯৭০ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমিতিসমূহের আইনিবিধি (সরকারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমিতি আইনিবিধি, ১৯৮০) অনুযায়ী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জমানো সমবায়ের মাধ্যমে ঋণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সরকার সমিতি(১)লেখন (সাধারণ-৪৪) দ্বারা গঠনকার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেড গঠিত হয়। এই নিগম প্রধানত সাধারণ বা মুখ্যমন্ত্রীর সমিতিগুলোর কার্যকরী হাতীর সমস্ত ভাগ যেমন সমিতি হয়েছে এবং আদিবাসী সমবায়গুলোর সাধারণিক প্রয়োজনমত কেন্দ্রীয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য গঠনকার সহায়তা করে।

১৪টি জেলা ডি ডি সি (মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প) জেলায় কার্যরত একটি করিয়া সমিতি-সহ মোট ১২০টি সাধারণ বা মুখ্যমন্ত্রীর সমিতি নিয়ে কাজ করছে। তাছাড়াও ৪টি আঞ্চলিক এবং ২টি শাখা কার্যালয় আছে।

সাধারণ বা মুখ্যমন্ত্রীর সমিতিগুলো থেকে নির্বাচিত সদস্য এবং আঞ্চলিক সমবায় সংঘ এই নিগমের মোট ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালন সমিতি (বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স) আছে। আঞ্চলিক সমিতি ও আদিবাসী (সাধারণ আঞ্চলিক সমবায়) কল্যাণ নিগমের সমিতি এই নিগমের সভাপতি (চেয়ারম্যান) হিসাবে কাজ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সমিতিগুলো বা সাধারণ এবং পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগমের প্রধান কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১। ঋণদানের ব্যবস্থা:

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম সাধারণ বা মুখ্যমন্ত্রীর সমিতিগুলোর মাধ্যমে নিম্ন মুখ্যমন্ত্র / স্বল্প মুখ্যমন্ত্র ঋণদানের সমবায়ের কাজ করছে। প্রথমে ৫ বছরের ১০০টি মুখ্যমন্ত্র নিগম দেয় করছে।

২। মূল কাজ উৎপাদন সংগ্রহের কাজ:

প্রায় ৪০টি সাধারণ বা মুখ্যমন্ত্রীর সমিতি ঋণদানের ও পাশাপাশি তাদের মূল কাজ উৎপাদন সংগ্রহ এবং সমিতিগুলি সমবায় নিগমের বিভিন্ন শাখার কাজে মূল কাজ। ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সমিতিগুলি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগমের সাহায্যে এই কাজের মূল কাজে। প্রাথমিক মূল্য একজন আদিবাসী ১ কিলোগ্রাম সরষের ও ১০০ কেজি সংগ্রহ করার জন্য সমবায়ে থেকে ০.৫০ পয়সা ও ০.১৫ পয়সা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগমের বৈশ ও নিগমের মধ্যেই উৎপাদক মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে সরকারে ১ কিলোগ্রাম সরষের ও ১০০ কেজিতে সংগ্রহের জন্য সমবায়ে ১.১৫ টাকা ও ০.৪০ পয়সা হয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২০০ মেট্রিক টন কেন্দ্রগুলো ও ১৮০০ মেট্রিক টন সরষের মুখ্যমন্ত্রীর সমিতিগুলি সংগ্রহ করছে সমবায় হয়েছে। উৎপাদক কাজ হচ্ছে এই মুখ্যমন্ত্রীর সমিতি তাদের প্রতি সংগ্রহের ওপর নির্ভর করছে।

৩। মূল্যায়ন ও আনুষঙ্গিক কাজ:

আদিবাসী অঞ্চল মুখ্যমন্ত্রীর সমিতিগুলোকে মূল্যায়নের কাজ প্রথম হওয়ার কারণে থাকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার আনুষঙ্গিকের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। আদিম সমবায়গুলো কারণে থাকে প্রায় ১ লক্ষ আনুষঙ্গিকের সৃষ্টি হয়েছে।

৪। নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন পাখা (বেসরকারি ও পাখা কাজ):

মুখ্যমন্ত্রীর সমিতিগুলোর অধীনে প্রতি পাখা কাজ বেড়েছে এবং ২টি বেসরকারি কাজ পরিচালনা করছে।

৫। পরিবারভিত্তিক প্রকল্প:

আদিবাসী সমবায়গুলোর কাজ কৃষির উন্নয়ন সাধনের মধ্যে আদিবাসী উন্নয়নের বিশেষ বেশ্রীর সমবায় হিসাবে প্রধানত মুখ্যমন্ত্র মুক্ত কাজ বেড়েছে কাজও কাজ হয়।

৬। পরিকাঠামোগত সহায়তা:

মুখ্যমন্ত্রীর সমিতিগুলিকে নিজস্ব গুদাম এবং কাজের নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ৫৯টি গুদাম ও আনুষঙ্গিকের জন্য ৪৪টি পি-কাজ বিশিষ্ট বাসযন্ত্র বিতরণ হয়েছে।

৭। আনুষঙ্গিক কার্যক্রম:

আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নিজস্ব বীতিনীতি রক্ষার্থে ও সংরক্ষণের জন্য ১০০ সদস্যের সাঁওতালী ভাষায় সাঁওতালী ভাষায় প্রচার করে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম প্রকাশ করেছে।

৮। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা:

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম মুখ্যমন্ত্রীর সমিতিগুলির সদস্য ও আদিবাসীদের বৃহত্তর নৈপুণ্যতরে কাজে সমবায়ের জন্য প্রশিক্ষণ দান করে-কাজের নিজস্ব আনুষঙ্গিক কাজে করে।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগমের কার্যালয়ের ঠিকানা নিম্নরূপ:

এখানে লেখা টাইপের ফোনেমগুলো কো-অপারেটিভ কার্যালয়ের নিগমিটেড,
১২, চৌরঙ্গী রোড (মুখ্য ও পাখা কার্য)
কলকাতা-১৮০ ০১১

অনুমোদন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব
প্রতিনিধিত্বকারী সমবায়

জলপাইগুড়ি জেলার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের কর্মধারা

এক এক এক টি টেলিফোন জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত টেলিফোন কেন্দ্রে বসানো হয়েছে। এই ধরনের টেলিফোন কেন্দ্রে আদিবাসী মানুষের সংখ্যা এক বেশি।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এই জেলার সৃষ্টি ১ জানুয়ারি, ১৮৬৯ সালে। জলপাইগুড়ি শব্দ নিয়ে প্রচলিত নানা পরিসংখ্যানের মধ্যে মুটি মতের কথা বলা হয়েছে। উভয় মতানুসারে জেলা নিয়ে শব্দ উৎপত্তি নিয়েও বিতর্ক। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাতারা জেলাগুলির জলায়ন বিচারণা জেলা জলপাইগুড়ি কৃষি ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এবং উপনিবেশ সময়ের বা জেলা জলপাইগুড়ি। ১৯৮৩ সালে জলপাইগুড়ি বিভাগীয় সদর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পরিসংখ্যানে জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক অবস্থিতি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। এই জেলার উত্তরদিকে রয়েছে ভুটানী পার্বত্যাঞ্চল, দক্ষিণের আকাশ এবং পশ্চিমে সংযোগকারী নদী এই জেলার বিভাজনের চিহ্ন বিদ্যমান। জেলাটি পরিচয় হয়েছে তরাইয়ের জেলা হিসাবে এবং পশ্চিমের পশ্চিমবঙ্গের জেলা। এই জেলার অবস্থানগত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে জেলার মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৭৮০ সাল নিম্নোক্তদের আদিবাসী নিবাস নিবাস এবং ও জীবনের মধ্য কৃষিকাজ এবং কৃষিপণ্য জীবন-জীবন নির্ভর। ১৯৮৭ সাল নিম্নোক্তদের আদিবাসী মেঘ পরিবেশের উপর ক্রমবর্ধিত, সব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, পর্যটন কৃষি, পর্যটন সম্পদের বিভিন্ন জন্তুর এই জেলাকেই অবস্থিত। কৃষি নির্ভরশীল এবং অর্থনীতিকে ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে জন্মানো হয়েছে। পর্যটন মনে এবং তার সাথে সাথে কৃষিজাত পরিষেবা সহজ এবং মানুষ মনে মনে প্রকৃতির নিবাস, মানুষের জেলাগুলি আকর্ষণের সহজ জন্মানো নিয়ে আসে। নিম্নে, জেলা, জলপাই, সাংস্কৃতিক, জলজাত প্রকৃতি ক্রমবর্ধমান নদীগুলি এই জেলাকেই অর্থনীতির থেকে মুক্তমনা আমি নিয়ে প্রকৃতির হাতে। জলপাইগুড়ি জেলা হিসাবে জন্মের 'টি'-এর জন্ম নিবাসে, যার অর্থ হল—চা, নিবাস, টৌকারের এবং চিকিৎসা।

১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ৬২২৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তনে, পূর্বের মহকুমা, তিনটি পৌরসভা, ১৩টি পঞ্চায়েত সমিতি, ১৪টি থানা, ১২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৭১৪টি মৌজা সমন্বয়ে এই জেলার ২৮,০০,৫৪০ জন মানুষের বাস। এই জনসংখ্যার মধ্যে ৫৫% হিন্দুদের অবস্থান নিয়ে আদমসুমারী বর্গ পর্যন্তের মধ্যে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মানুষের সংখ্যা যথাক্রমে—১০,৩৫,৪৭১ এবং ৪,৭৯,২২৫ জন। এই সংখ্যাটি জেলার মোট জনসংখ্যার ৫৮ শতাংশের বেশি এবং আদিবাসী জনসংখ্যার পরিমাণ হল ১৭%: হিন্দু—৮৮.৫০, মুসলমান—৭.১৫, খ্রিস্টান—২.৮৭, শিখ—০.০৭, বৌদ্ধ—০.১৪, জৈন—০.০৩ এবং অন্যান্য—০.০১। মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ অধিক বসবাস করেন রাজবংশী। তৌগোলিক অবস্থান, দেশবিভাগ ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের অর্থনৈতিক ইতিহাসী কারণে এই জেলার তফসিলি জাতি এবং আদিবাসী মানুষের সংখ্যা এত বেশি।

এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য বিগত ২০ বছর ধরে এক উদ্যোগ অর্থনীতে মূল স্রোতে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী (আদুত—অন্যান্য সম্প্রদায়) কল্যাণ বিভাগ।

বিভাগ আজকাল প্রায় জেলার সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কাজ করে। যেমন এই বিভিন্ন-পক্ষ ফোটির উন্নয়নের কাজের প্রকল্প নিয়ে কাজ করি, জলপাইগুড়ি চাকরি, বিনামূল্যে পুস্তক দান, মেলা করি, ছাত্রাবাস করি ইত্যাদি আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে সমাজের তথা আর্থিক শীর্ষস্থানীয়ের মধ্যে বিভাগ প্রচেষ্টা চালিয়ে এই জেলার তৃণমূল, জনপ্রতিনিধি, উন্নয়নমূলক ও মহাবিদ্যালয়-সহ মোট ৬০৬টি বিভাগসমূহের পরিচয় এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার অনেক কিছু দৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এই জেলার তৌগোলিক অবস্থিতে এই জনগোষ্ঠীর অবস্থান সমূহ থেকে প্রথমে স্থাপন করা হয়েছে ১৩টি বিভাগ সংস্থা আজকে প্রোটেক্ট এবং মোট ১০০ পরিবারিক ১টি করে-ছাত্রী বিভাগ এই জেলার মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। এই অঞ্চলের অর্থনৈ পরিমাণ প্রায় ৩ মোট টাকা। এ ছাড়াও বিভাগ সংস্থা

এস এস এস টি সি প্রকল্পে জলপাইগুড়ি জেলার তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রীকল্যাণে বছরে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিনিবাস টারি প্রদান করা হয়েছে।

আশ্রম হোস্টেল নির্মাণকল্পে অনুদান প্রদান করা হয়েছে,যার পরিমাণও প্রায় ১ কোটি টাকা। উত্তরবঙ্গের মধ্যে এই জেলাতেই শুধু রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস ও সমতুল চাকরিতে নিয়োগের জন্য গৃহীত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রাক্ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যেখানে প্রতি বছর ১ মার্চ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫০ জন এই জনগোষ্ঠীর কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে ডব্লু বি সি এস ও অন্যান্য সমতুল চাকরিতে সফলতার সুযোগ পেয়ে আসছেন। এঁদের জন্য শিক্ষাভবন এবং হস্টেল নির্মাণ বাবদ প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা সরকার মঞ্জুর করেছে।

শুধুমাত্র শিক্ষাগ্রহণে সর্বতোভাবে সাহায্যেই থেমে নেই। এঁদের সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে স্থাপন করা হয়েছে ৬টি প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র, যেখানে প্রতি বছর দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী এই জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৫০ জন মহিলা এবং পুরুষ কারিগরি শিক্ষা লাভ করে থাকে। এঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম, জলপাইগুড়ি জেলা শাখা এস সি পি, টি এস পি, এন এস এস, এন এস এফ ডি সি প্রকল্পের মাধ্যমে এই জেলার কয়েক লক্ষ তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মানুষকে কোটি কোটি টাকা অনুদান, প্রান্তিক ঋণ ও ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে স্বনির্ভর হবার ব্যবস্থা করেছেন। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেডের নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক শাখাও এই জেলাতেই রয়েছে, যার ফলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ১২টি লাম্পসের মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্যে তাঁদের আর্থিক স্বনির্ভরতায় সাহায্য করে চলেছে। এ ছাড়াও গত আর্থিক বছরে সরকারের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ফলে এই জেলার ৩১৫টি আই টি ডি পি মৌজা সন্নিবিষ্ট ৪টি প্রকল্প এলাকার সার্বিক উন্নয়নের বিশেষ করে পরিকাঠামোগত প্রকল্প রচনা এবং বাস্তবায়ন আরও নিবিড়ভাবে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যার সুফল এই জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠী অচিরেই পেতে শুরু করবেন।

এই জেলাতেই ভারতের অন্যতম বিরল আদিম আদিবাসী (প্রিমিটিভ ট্রাইব) 'টোটো' সম্প্রদায়ের বাস। এঁদের জনসংখ্যা ৩১ জুলাই, ১৯৯৭ পর্যন্ত মাত্র ১০৬৪, যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৫০৫, পুরুষের সংখ্যা ৫৫৯ এবং পরিবারের সংখ্যা ২২৩। ১৯৭৭ সালের পর থেকে এ যাবৎ এঁদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ৩ কোটি টাকার বেশি। এঁদের জনসংখ্যাও হয়েছে দ্বিগুণ। ভুটান পাহাড়ের কোলে এঁদের বাসস্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম ও অবস্থানগত দিক থেকে দুর্গম।

এছাড়াও তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ এই জেলার যে-সব এলাকায় বাস করেন তাঁদের এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সংযোজন, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও সংস্কার, কমিউনিটি হল, মুক্তমঞ্চ নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্পে প্রতি বছর কোটি টাকার উপর ব্যয় করা হয়।

সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে মূল্য দিয়ে এই জেলায় তফসিলি জাতি রাজবংশী, নমঃশূদ্র ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মাটির গান, প্রাণের গান 'ভাওয়াইয়া' সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বাৎসরিক আসরের আয়োজন করা হয়েছে। হাজার হাজার গ্রামীণ শিল্পী এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পাদপ্রদীপে এসেছেন। দূরদর্শন, বেতার, সংবাদপত্র এঁদের পরিচয় লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ পর্যন্ত নয়বার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভাওয়াইয়ার কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার যে আসর বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে পাঁচবার এই সুমহান দায়িত্ব এই জেলার প্রশাসন এবং সমাজের সব মানুষের সাহায্যে সফলভাবে রূপায়িত করার জন্য তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের জলপাইগুড়ি জেলা শাখা গর্বিত।

এ ছাড়াও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর 'বোড়ো' ও 'কুরুখ' ভাষায় নাটা প্রতিযোগিতা প্রতি বছর এঁদের সংস্কৃতিকে সম্মান ও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছে।

এই জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি যাতে এঁরা চাকুরিগত কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে তার জন্য সরকারি সংরক্ষণ বিষয়ক আইন ও তার প্রয়োগ যথাযথভাবে পালন করার জন্য সকল নিয়োগকর্তাকে যথাযথভাবে আইন মান্য করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; ফল দু-চারটি ঘটনার সঠিক প্রয়োগেরও যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলাশাসক তথা জেলা সংরক্ষণ-কমিশনারের দক্ষ প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য জেলা সংরক্ষণ সেলের গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমাজের পিছিয়ে-পড়া মানুষকে উন্নয়ন কাজে যুক্ত এবং তাঁদের 'উত্তরণের' প্রচেষ্টায় জলপাইগুড়ি জেলার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং জেলাস্তরের জেলাশাসক ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতীরাজের দক্ষতা ও সহযোগিতায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—আগামীদিনের জন্যও অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রতিবেদক: মৃণালকান্তি নন্দী

পুরুলিয়া :

[illegible] সংবাদের জন্যে সম্প্রসারণ ও পরিচালন সমবায়ের ডিরেক্টর জন্যে ও অধিকারী (মৃত্তিকা সংরক্ষণ সম্প্রসার) জনাব [illegible] ডিরেক্টর [illegible] ডিরেক্টর [illegible] ডিরেক্টর

[illegible] ১১ [illegible] ১১.০০ এবং [illegible] [illegible] ২৫ [illegible] ১১ [illegible] ১১% [illegible] [illegible] [illegible]

ঘূর্ণিঝড় :

গত ২০ জুন, ১৯৮৭ ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সদর মহকুমার মহকুমা শাসক দেওয়ের পরিত্র

ঘরবাড়ি ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির হিসেবসহ সরকার সাহায্য বাবদ মোট কত অর্থের অনুমোদনের প্রস্তাব করে ও অনুমোদিত বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নরূপ :

(ক) ত্রাণ বিভাগ ও রেডক্রস	৮,৫১,০০০ টাকা
(খ) সেচকূপ খনন (৫টি)	১,৫১,০০০ টাকা
(গ) ঘরবাড়ি ক্ষতি অনুদান হিসাবে বিদুৎ সংযোগ	১,৯০,৮০০ টাকা
(ঘ) ঘরবাড়ি মেরামতি অনুদান হিসাবে বিদুৎ সংযোগ	৯০,৭০০ টাকা
(ঙ) গৃহহীন দুঃস্থদের বেতরণ ও সংস্কার (৫টি)	২,১২,০০০ টাকা

ঘরবাড়ি ক্ষতি ও মানিকারী অনুদানের ভিত্তা বিস্তারের আলোচ্য প্রস্তাবের ১৯৯৭-৯৮ সালের সমতুল্য :

	অবস্থার নাম	সমস্যার	সমাধানের পরিমাণ
১	পুরুর অনুদান	৫১,৫১৪ জন	৬০.২০ লক্ষ টাকা
২	অন্যান্যদের ত্রাণ	৩,৫০০ জন	১২.২৫ লক্ষ টাকা
৩	হাসপাতাল খরচ	১১৫ জন	৩.২৫ লক্ষ টাকা
৪	অন্যান্য হাসপাতাল	১৩০ জন	০.১৩০ লক্ষ টাকা
৫	বেতরণী (আর-কম্প শ্রেণী)	৩০ জন	১.৫০ লক্ষ টাকা
৬	বিশেষ বেতরণী (গৃহহীনের জন্য)	৬৬ জন	০.১১০ লক্ষ টাকা
৭	অন্যান্যদের বৃত্তি	৩,১১০ জন	৩৪.৭১ লক্ষ টাকা

প্রতিবেদন : আবদুল্লাহ বেগ

বৃত্তিদান :

৩০ জুলাই, ১৯৮৭ তারিখের মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেসরকারি পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটির বেসরকারি সদস্যদের বৃত্তিদান বিষয়ক প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ সরকার যে অর্থ প্রদান করে থাকে তার ৫ শতাংশ হারে বৃত্তিদান করা হবে। বর্তমানে বৃত্তি পরিশোধ খাতে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে। এই অনুমোদনের ফলে বৃত্তি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। ফলে বৃত্তি খাতে মোট ব্যয় দাঁড়াবে ৮ লক্ষ টাকা।

উল্লেখ্য, বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও ভাতাদি সরকার থেকে প্রদান করা হয়। এই ব্যবস্থা ১৯৮৬ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫ হাজার ৫৭৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই সুবিধা ভোগ করছেন।

উক্ত অনুমোদনের ১৮২ জন কর্মচারীর মধ্যে ৩ ১২ জন কর্মচারী অতিরিক্ত বৃত্তি-গ্রহীতের বৃত্তি প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট বৃত্তির পরিমাণ ছিল ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণির জন্য ১২০০ টাকা, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির জন্য ১৫৬০ টাকা, ৯ম ও ১০ম শ্রেণির জন্য ১৮০০ টাকা এবং এসএসসি ও তদূর্ধ্ব শ্রেণির ক্ষেত্রে ৩ জনের জন্য সর্বমোট ২৪০০ টাকা। সম্পূর্ণ নতুন এসএসসি শ্রেণির এসএসসি গ্রহীত হিসাব এই মোকদ্দমা প্রদানের অধিকার।

পরিচালনা সভার ৩ সদস্যবিশিষ্ট সভাপতি ও সম্পাদক যৌথভাবে বৃত্তির চাহিদাপত্র প্রস্তুত করবেন এবং তাহিনি কর্মচারী, তাহিনি অধিকারী ও তত্ত্বাবধান শ্রেণির অধিকার সাপেক্ষে বিতরণের ৫৫ অনুমোদন করবেন। উক্ত অনুমোদনে প্রথম অধিকারি হিসেবে পরিচালনা সভাপতির তাহিনি কর্মচারী ও অধিকারী অথবা (অনুদান-তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত অথবা) বিতরণের তত্ত্বাবধায়ক যদি তাহিনি হিসেবে অনুমোদন করেন, সভাপতির পর অনুমোদন করেন বৃত্তিদানের জন্য পরিচালনা সভাপতিগণ নতুন চৌধুরী হাসান এবং হিসেবে অধিকারি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত জেলার জেলাপ্রশাসক নৌকাবিহার সভা হয়েছেন। মোট ১২৫ জনের অধিকার সভাপতি প্রদান করা হয় এই অনুমোদনে, তার মধ্যে ২৮ জন তাহিনি অধিকারী, ৮৫০ জন তাহিনি কর্মচারী ও ২৫৮ জন তত্ত্বাবধান শ্রেণির সভাপতি হয়েছে।

অনুমোদন পাওয়ার ঠিক অনুমোদন সাপেক্ষে এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকার কর্মচারীদের ঐচ্ছিক প্রস্তাবের বৃত্তিটি প্রদানের অনুমোদন করেন।

অধিকার বৃত্তি হিসেবে অনুমোদন সাপেক্ষে তাহিনি কর্মচারী, অধিকারী ও তত্ত্বাবধান শ্রেণির সেবাদানের জন্য সভাপতির আদেশ দেওয়ার পূর্বেই প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মচারীর ক্ষেত্রে সভাপতি, সভাপতির ক্ষেত্রে বৃত্তিদান প্রদানের বিষয়ে ঘ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষার সভাপতির প্রস্তাব, যেসব সভায় তত্ত্বাবধান শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্রবৃত্তি তৈরি, বৃত্তিদানের তাহিনির ক্ষেত্রে তুলে সভাপতি শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের উপস্থিতি করে যোগ্যতা অর্জন করেন তিনি অধিকার। সভাপতির প্রস্তাব থেকে তিনি তাহিনি কর্মচারী, অধিকারী ও তত্ত্বাবধান শ্রেণির অনুমোদন সম্পাদনের জন্য কাজ করে যাবেন তাহিনিদের তথ্য যোগান করেন।

উক্ত অনুমোদনে উপস্থিত বৃত্তিদানের ছাত্র ছিলেন ঘর্ষণকারক সভাপতির সভাপতি নিজের যোগ্যতা করেন, ২৫শ ছাত্রের মধ্য ছিলেন তাহিনিদের উপস্থিত বিদ্যালয় ও তাহিনি কর্মচারী ও অধিকারী অথবা বিদ্যালয়ের প্রস্তাব তাহিনিদের তথ্য যোগ্য অথবা তাহিনিদের সম্পাদনার যোগ্য প্রস্তাব।

[illegible]

১৯৯২ সালের ১ এপ্রিল থেকে বাস্তবায়নের যোগ্য লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষাপ্রসূত যোগ্য করিম হয়। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই যোগ্য মোট জনসংখ্যা ১৮,২৬,৭১৯ জন, তার মধ্যে ৫,১৫,১৭১ জন তাহিনিভুক্ত এবং ৮৮,৭৭৫ জন তাহিনিভুক্ত অধিকারী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই যোগ্য মোট জনসংখ্যার ৮৬ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলিম বিধান এই যোগ্য প্রস্তাবিত ও মুসলমানের উপর নিয়ন্ত্রিত মুসলিম অধিকার যোগ্য তাহিনিদের স্বাধীন ব্যবস্থা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় প্রস্তাবের তথ্য সংযোগ করা হয়েছে। মুসলমানের বিধান হলো শিক্ষিত মিল (সৃজনশীল) তথ্য বিস্তৃত যোগ্য।

১৯৯৪-৯৫ তাহিনি সালের তাহিনিভুক্তদের উপযোগে তথ্য বিধির প্রস্তাবে ৫,৮০,০০০ টাকা ও তাহিনিভুক্ত কর্মচারীদের ২৩ লক্ষ টাকা তথ্য করা হয়েছে। এই তথ্য তাহিনিভুক্ত ও তাহিনিভুক্ত যোগ্যতার তথ্য ৫,০০,০০০ টাকা তথ্য করা হয়েছে। তাহিনিভুক্ত সভাপতি সভাপতির ব্যবস্থার তাহিনিভুক্ত তাহিনিভুক্ত

চলমান রয়েছে। জরিপের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ শুরুহবে রয়েছে। তালিকা অনিয়মিতদের জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত কাজ সাধন করিয়ে হচ্ছে। অনিয়মিত সংস্কৃতিতে ব্যক্তির নিজে সংস্থাগুলি চলবে একারে সঠিক প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য উদ্যোগ ও মূল সম্প্রদায়ের জন্য পূরণ করা ৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকা জরি ও অনিয়মিত সংস্কৃতির পরীক্ষামূলক ভিত্তি সাধারণের জমিতে সমাধান করা হয়ে থাকে। তালিকা অনিয়মিতদের ৫৫৩ হাজির ইউনি প্রথম ব্যক্তা কু-সম্প্রদায়ের বন্ধ করার প্রয়োগ জমিয়ে থাকার হচ্ছে। তালিকা জরি ও অনিয়মিতদের নিয়ে অংশগ্রহণ সভিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ফলাফলের সভিত্তার ঘোষণা করা সম্ভব ৩: উদ্যোগে তালী আয়োজনের ১০৭ জন জন সভিত্তি সম্প্রদায়ে পালন করা হয়েছে। তালিকা অনিয়মিতদের অনিয়ম উদ্যোগে জন দুটি সাধারণ-এর হাজারে খণ্ড ও খুব মূলে পদ্ধা সমাধান করা হয়ে থাকে। তালিকা জরি ও অনিয়মিতদের পরীক্ষামূলক উপর যেকোন জন্যে উদ্যে নিয়োগপুর জেলা সাধন তালিকা জরি ও তালিকা অনিয়মি উদ্যোগ ও নিয় নিয়ম হয় যেকোন ও নিয় যেকোন (এন এ এস কি সি) ফলাফলে নিয়মন হয়েছে চলিয়ে থাকে।

প্রতিবেদক

রীয়ন্তন আজাদ ও আবদুল্লাহ সালমান

তালিকা

৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ পরীক্ষামূলক তালিকা জরি ও অনিয়মি ফলাফল নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগে জেলার অবস্থানীয় মেডিসিনালয়ে অনিয়ম করে হয়েছে। ৭ নিয়ন্ত্রণের অনুরূপ যেখে করেছে নয় টাকা করে সংস্কার করে সেখানে তালিকা জরি ও অনিয়মি আজাদ সম্প্রদায় ও তালিকা জরি ও তালিকা অনিয়মি উদ্যোগ ও নিয় নিয়ন্ত্রণে জেলা কর্মকর্তাগুলি ফলাফলিত করা হয়। সংস্কারকৃত মেডিসিনালয়ে অনুরূপ সমাধান করা হয় 'আজাদ আলো' নামে। উক্ত কাজের সাধনের উদ্যোগে সহযোগী করা সাধন ৫। দি আজ সাধারণের পূর্ণাঙ্গভাবে তালিকা উদ্যোগে করেন পরীক্ষামূলক সাধনের তালিকা জরি ও অনিয়মি (অনুরূপ-অনুরূপ সংস্কৃতির) আজাদ নিয়ন্ত্রণের আজাদ্যে ঘটি ইনোভেশন উপরে আজাদ এস ডিসি এই আজাদ আজাদে ব্যবস্থাপনীয় করেন। উক্ত অনুরূপে উপস্থিত ছিলেন জেলাধিকার জেলার জেলা পরিষদের সভাপতি কমিউনিটি অনিয়মী প্রমুখ, জেলা সমাহর্তা, জেলাধিকার জেলার বিভিন্ন সৌজন্যমূলক সৌজন্যিকালয়, বিভিন্ন সমিতিগুলির ও সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। এই অনুরূপে জেলাধিকার উদ্যোগ আজ-এর পক্ষ থেকে ৬টি সৌজন্যমূলক দৃষ্টান্তের বাজ আজাদ আজাদ আজাদের আজাদ সহ সভি প্রকল্পের আজ হয়। মূল জেলার পর্যন্ত সমাধান হয় এই অনুরূপে।

প্রতিবেদক : আর সাজ

বাজিগিং : _

১৯৯১ সালের জেলা ব্যাপ্ত অনুরূপ এই জেলার মোট আমদানে ১২,১১,১১১ জন, যার মধ্যে ২,০১,৮১৬ জন তালিকা জরি ও ১,৭৯,১৫০ জন তালিকা অনিয়মি (অনুরূপে এবং ও আজাদে মোট আমদানে ১৬.১৫ ও ১৩.৭৮ শতাংশ।

৯,১৫১ জন বিদেশীদের আজাদ বিভিন্ন এই জেলার ৫টি মহকুমা ও ১২টি ব্লক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজাজ পরিচালিত। তাছা, তার মধ্যে ৫টি মহকুমা ও ৮টি ব্লক সাধারণ আজাদে এবং ১টি মহকুমা ও ৪টি ব্লক সংস্কার আজাদে অবস্থিত।

আজাদের প্রেক্ষাপটে এই জেলার মোট সাধারণ পরীক্ষা' পরীক্ষা হয়েছে, যেখে ব্যাপ্ত তিনটি সাধারণ সমস্যা আজাদের জমিজমাদে সরকারি উদ্যোগসূচক করা পরীক্ষামূলে হয় এবং আজাদিকের সংস্কার এলাকার জন্য পরীক্ষা হয়েছে পৃথক 'পিসিএসপি সমস্যা পরীক্ষা', যেখে ব্যাপ্ত সমাধান আজাদের সরকারি উদ্যোগসূচক কাজাজ হয়ে থাকে।

সাধারণ এলাকার সাধারণ ৫টি তালিকা জরি যেমন—জরি, সাধারণ, সরি ও সাধারণ সাজাদারী, সংস্কৃতি সম্প্রদায় করা হয়েছে। আজাদ আজাদ সাধারণ সমস্যা (সেবায়, সেবায়), কৃষিজ (কৃষিজ, ইউনিয়ন, ইউনিয়ন) এবং সাধারণ আজাদে আজাদ, কৃষি, সংস্কারজাত সম্প্রদায়ভুক্ত তালিকা অনিয়মি জন্যে জরি করা হয়েছে

আজাদি জেলার ইউনিয়ন গ্রামে একারের এক

সাধারণ আজাদে অনিয়ম ১৯ নং আর ডি ডি পি কৃষি ১০৯টি ইউনিয়ন ইউনিয়নসূচক আজাদে পরিচালিত হয়ে থাকে সাধারণ আজাদের প্রকাশন আজাদের জন্য।

প্রতিবেদক

আবদুল্লাহ আল ও কৃষ্ণকান্ত সেন

उपस्थिति व उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु उपस्थित उपयुक्त उपयुक्त न्यायालय स्तर					
उपस्थान स्थान व उपस्थित	उपस्थित संख्या	उपस्थान उपस्थित नाम	उपस्थान स्थान व उपस्थित	उपस्थित संख्या	उपस्थान उपस्थित नाम
०५६-६ पहुँचे / हिंसे	१	नन्दनी		३३	(नाम (नन्दनी (उपस्थित)
आ० ७/२३(३) १७-९-२०	२	[उप्त नन्दनी		३४	(उपस्थित
	३	पुत्री		३५	(नन्दनी / (नन्दनी
	४	पुत्रवधू	०५६-६ पहुँचे / हिंसे	३६	नन्दनीय नन्दनी (उप्त नन्दनीय [उप्त
	५	नन्दनीय	आ० ७/२३(३) १२-९-२४	३७	पुत्रवधू
	६	पुत्रवधू / पुत्रवधू		३८	(नन्दनीय
	७	पुत्रवधू		३९	(नन्दनी / नन्दनी /
	८	पुत्रवधू	३३२३-६ पहुँचे/हिंसे	४०	(नन्दनी
	९	(नन्दनी / नन्दनी	आ०-७/२३(३) ३-१२-२४	४१	नन्दनीय
	१०	नन्दनीय		४२	पुत्र (नन्दनी
	११	(नन्दनीय-(नन्दनी / नन्दनी /		४३	नन्दनी
		(नन्दनी / नन्दनी (नन्दनी /		४४	नन्दनी
		नन्दनी (नन्दनी / (नन्दनी /		४५	नन्दनी
		नन्दनीय / नन्दनी		४६	नन्दनीय / नन्दनीय
	१२	नन्दनी-(नन्दनी (नन्दनीय)		४७	नन्दनीय / नन्दनी
	१३	नन्दनीय / नन्दनी		४८	नन्दनी
	१४	नन्दनी		४९	नन्दनी
१०६-६ पहुँचे / हिंसे	१५	नन्दनीय	३३६-६ पहुँचे / हिंसे	५०	(नन्दनीय (नन्दनीय)
आ०-७/२३(३) १७-१२-२४	१६	नन्दनी / नन्दनीय	आ०-७/२३(३) ७-९-२५	५१	नन्दनीय
	१७	नन्दनी		५२	नन्दनीय
	१८	नन्दनीय		५३	५३
	१९	(नन्दनी / (नन्दनी		५४	नन्दनी
	२०	नन्दनी		५५	नन्दनी
	२१	नन्दनी / नन्दनी	०५-६ पहुँचे / हिंसे	५६	नन्दनीय
	२२	नन्दनी	३३-२-२५	५७	नन्दनीय
	२३	नन्दनीय		५८	नन्दनीय
	२४	नन्दनी		५९	नन्दनीय
	२५	नन्दनी		६०	नन्दनीय

उपस्थित व उपस्थानीय न्यायालय (न्यायिक उपस्थित उपयुक्त उपयुक्त न्यायालय स्तर					
न्यायाधीय उपस्थानीय स्थान व उपस्थित	उपस्थित संख्या	उपस्थान उपस्थित नाम	न्यायाधीय उपस्थानीय स्थान व उपस्थित	उपस्थित संख्या	उपस्थान उपस्थित नाम स्थान व उपस्थित
३४०३३/७/३४-सीएसी, उपस्थित-३३.३०.२३	१	नन्दनी		२७	नन्दनी
	२	[उप्त नन्दनी		२८	नन्दनीय
	३	पुत्री		२९	(नाम (नन्दनी (उपस्थित)
	४	पुत्रवधू		३०	नन्दनी
	५	नन्दनीय		३१	नन्दनी, नन्दनीय
	६	पुत्रवधू		३२	नन्दनी
	७	पुत्रवधू		३३	नन्दनीय
	८	(नन्दनी	३४०३३/७७/२५ सीएसी	३४	नन्दनी
	९	नन्दनीय	उपस्थित-७.३३.२५	३५	नन्दनी
	१०	पुत्री-नन्दनी		३६	नन्दनी
	११	(नन्दनी-(नन्दनी		३७	(नन्दनी / (नन्दनी
	१२	नन्दनी-(नन्दनी (नन्दनीय)		३८	नन्दनी
	१३	नन्दनीय		३९	(नन्दनी / (नन्दनी

জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রামের মেলা সিটেল

১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটাস্থিত ৮০ শয্যাবিশিষ্ট আদিবাসী ছাত্রাবাস

উত্তরণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ

মুর্শিদাবাদে জাতিগত শংসাপত্র বিতরণী অনুষ্ঠান

উত্তরণ

প্রথম বর্ষ □ তৃতীয় সংখ্যা □ কার্ত্তিক-পৌষ, ১৪০৪ (ইং ১৯৯৭)

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।।

উত্তরণ

[illegible] বর্ষ ☐ তৃতীয় সংখ্যা ☐ মাঘ—ফাল্গুন ☐ অর্থিক-অনুষ্ঠান শৈক্ষ ১৮৭৫ ☐ অষ্টাদশ-অনুষ্ঠান বিশেষ ১৯৯৭

উপদেষ্টামণ্ডলী
[illegible]

মুখ্য সম্পাদক
[illegible]

সম্পাদকমণ্ডলী
[illegible]

সূচি

☐ সম্পাদকীয়
☐ প্রবন্ধ—অনুষ্ঠানসূত্রের জীবন ও সংগ্রাম (এক খণ্ড)—[illegible]
☐ [illegible] : [illegible]
—[illegible]
☐ [illegible]—[illegible]
☐ [illegible]—[illegible]
☐ [illegible] ও [illegible]
☐ বিশেষ প্রবন্ধ—[illegible]—[illegible]

☐ [illegible] :
☐ [illegible] ☐ [illegible] ☐ [illegible]
☐ [illegible] ☐ [illegible] ☐ [illegible]
☐ [illegible] ☐ [illegible] ☐ [illegible]
☐ [illegible] ☐ [illegible] ☐ [illegible]

☐ [illegible], [illegible] ও [illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

সম্পাদকীয়

'উত্তরণ' পত্রিকার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ তফসিলি জাতি, তফসিলি আদিবাসী ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের কাজে যে সমস্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি নিয়েছে সে বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। এর সাথে সাথে উপরোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক বিষয় থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জীবনের নানান দিক তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী এই সমস্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মধ্যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তবে প্রকাশ এবং বিকাশ সম্বন্ধে এই পত্রিকার সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ করার প্রয়াসে আমরা সচেষ্ট রয়েছি। এর সাথে সাথে যে সমস্ত কর্মসূচি এই বছর থেকে নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে তথ্য এবং তবে বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন বিষয়টি পরের দেওয়া হয়েছে। এই পত্রিকার দুটি সংখ্যা প্রকাশলাভ করেছে এবং বর্তমান সংখ্যাতেও উপরোক্ত ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিষয়গুলি যেমনই চিত্তাকর্ষক, তেমনই ব্যয়বহুল। তাই এর পরিপূর্ণতা পেতে কিছুটা সময় লেগে যাবে। আশা করি এই সুযোগ পাঠকমণ্ডলী আমাদের দেবেন এবং তাদের মতে 'উত্তরণ' পত্রিকা একটি বলিষ্ঠ মুখপত্র হয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন।

আম্বেদকরের জীবন ও সংগ্রাম

নীতীশ বিশ্বাস

[সংবিধান আম্বেদকরের জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি বলে গণ্য হয়েছে। এখন তাঁর অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে জীবন সংগ্রামের কথা]

তৃতীয় খণ্ড

জীবন সংগ্রাম ।।২।।

ভারতের সংবিধান ও আম্বেদকর

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট স্বাধীন ভারত আইন পাস করে। তবে গণ-পরিষদ সার্বভৌম ভারতের আইনসভা হয়। ৩: আম্বেদকর মন্ত্রীত্ব থেকে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

খসড়া কমিটির সভাপতি হিসেবে আম্বেদকরের প্রধান কাজ ছিল সংবিধান প্রণয়নে। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশই খারাপ হতে থাকে। ডায়াবেটিস ও অন্যান্য রোগে তিনি ভুগতে থাকেন। ৩: আম্বেদকর বোম্বাই চলে যান। ৩: আম্বেদকরের সহযোগিতায় সংবিধান কমিটির সভাপতি হিসেবে কাজ করেন।

গণ-পরিষদের খসড়া সংবিধান কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন মুসলমান আমার, এন গোপালাও, সার বি এল মিত্র, এম এন মুখার্জি প্রমুখ।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর আম্বেদকর খসড়া সংবিধানটি গণ-পরিষদে পেশ করেন। এই খসড়া সংবিধানে মোট ৩১৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৮টি সংযোজিত তালিকা ছিল। আধুনিক জগতে নতুন করে তাঁর সংহিতা রচনা করলেন স্বাধীন ভারতের মনুরূপে অন্য। লক্ষ্য ছিল একটি—সামাজিক সমতা যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

ভারতীয় সংবিধানের রূপকার

আম্বেদকরকে অনেকেই ভারতের সংবিধানের জনক বা রূপকার বলে থাকেন। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে, সংবিধানের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের উপর। রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিল কংগ্রেস। আম্বেদকর ছিলেন আজীবন কট্টর কংগ্রেস-বিরোধী। ফলে তাঁর শিক্ষা-ভাবনা সংবিধানে এমন কিছু প্রতিফলিত হয়নি—হতে পারে না। ১৯৫০ সালের ২ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ অভিনন্দনবাণীতে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন— 'আপনিই তো সংবিধান তৈরি করেছিলেন।' তার প্রত্যুত্তরে আম্বেদকর বলেছিলেন, 'সংবিধান হয়তো আমি লিখেছি কিন্তু তা আমাকে করতে বলা হয়েছিল আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাই করেছিলাম.....আমিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই সংবিধানকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাই।' তবে একথা ঠিকই যে, তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য ও আদর্শকে তিনি মেনে নিয়ে সংবিধানে রূপ দিয়েছিলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি যে সততা ও একনিষ্ঠতা নিয়ে এই সমস্যাবহুল প্রস্তাবগুলি করে তুলেছিলেন তা তুলনাহীন। এ বিষয়ে গণ-পরিষদের সদস্য ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য— 'আম্বেদকরের যদি মুসলমান থাকত তা হলে সংবিধান হত সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের।' মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

তবে মোটা সংবিধানের যে বিষয়টা উপাদেয়—প্রথমে তিনিই তা করেছিলেন তাঁর প্রস্তাবগুলির মধ্যে ও পরিষ্কারে, পরে গণ-পরিষদের তথা তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থাবৈগুণ্যের ঘাতে-প্রতিঘাতে তার রূপান্তর ঘটেছে—কিন্তু মূলবস্তুটি এই একক মানুষের পরিকল্পনা থেকেই নির্মিত ও বিধৃত হয়েছিল।

তাঁর সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে ১৯৫০ সালেই আম্বেদকর যে কথা বলেছিলেন তার প্রণিধানযোগ্য :

ঃ: আম্বেদকর ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'ON January 26, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality....We must remove this contradiction at the earliest moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up.'

রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল; এখন আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য। তিনিই শেষ বছরের মধ্যে সোচ্চারিত হয়ে বলেন, সংবিধান হলো শেষের পরিপ্রেক্ষিতে হবে, সংসদ সভা করে নিয়েছে আমাদের। কিন্তু, বিদেশ আমাদের তিনি ছেড়ে যাবার আগেই তিনি।

একমাত্র তিনি ছেড়েছিলেন শেষ গণতন্ত্রের জন্যে প্রস্তুত নয়, গণতন্ত্র প্রবর্তনের আগে বিপ্লবিদের জন্য প্রয়োজন 'মেসেজেজের অর্গানাইজার'র শাসন, তিনিই ঔপনিবেশিক ভারত ছেড়ার আগেই গণতন্ত্রের পরিপন্থী গণতন্ত্রই পরে আম্বেদকর প্রয়োজন বোধ করেন। তবে

সেই সঙ্গেই তাই 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র'। এ বক্তব্যটি নিশ্চয়ই তাঁর চিন্তার মৌলিকতার ইঙ্গিতবাহক বলবেন। তিনি মূল ও জটিল বিষয়কে ব্যাখ্যার রাষ্ট্রের হাতে ছাড়তে চেয়েছেন। লিখেছেন, 'যীশু নিজ রাষ্ট্রের একমেবীয়া অধিনায়কে থাকবে। তুমি হবে রাষ্ট্রের অধীন শিল্প। জমির প্রমিক হবে রাষ্ট্র এবং বর্গা, কর্মচারিদের প্রয়োজনীয়তা জন্য তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অন্যথা এমনভাবে আর হবে যে কেনও জমিদার থাকবে না'। অর্থনীতিতে, বিশেষ করে জমিনিতিতে তো একটা ধারণা দেখাতে একবারে।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য : সাংবিধানের প্রস্তাবনা হলেও অনুচ্ছেদ ৩৮ ধারা প্রয়োগে রাজ্য সরকার বাতিল করবে প্রতিবাদ করেছেন সমালোচক। তাঁর মতে, এটা সাংবিধানের মূলভাবনাই ব্যাহত করার আগে প্রস্তাবনা।

নেহরু মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রক

খসড়া প্রকাশে নেহরু মন্ত্রীসভার যোগদানের পর অনুচ্ছেদকে ঠিক প্রথম করে পড়ে সাংবিধান বানানো। তা তিনি করেছেন বিভিন্ন প্রতিবেদন পরিষদ নিয়ে।

খসড়া-পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্তব্য করেছেন, 'অনেক অনুচ্ছেদ সংশোধন যেখানে বাতিল হয়েছে আবার অনেক অধিকার সাংবিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ডাঃ আম্বেদকরের জন্য।'

কিন্তু অনুচ্ছেদে এই সংশোধন যেভাবে বাতিল হোক না কেন মন্ত্রীসভার কাজ হল ৩। অনুচ্ছেদ আলোচনায় প্রতি নেহরু মন্ত্রীসভার বিভাগ হয়েছিল। আর প্রস্তাবের বিরোধিতা এক হিন্দু কোড বিল সংক্রান্ত পক্ষ অনুচ্ছেদের সময়।

প্রতিটি সংশোধনের বাতিল বক্তব্যের জন্য আম্বেদকর যেসব অনুচ্ছেদকে নিজস্ব নতুন খসড়া তৈরি করেন। বিশেষত, বৈধ-নিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে, যেসবের সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার, বর্গাদের অধিকারসমূহের ও সংবিধানের বিষয়বস্তুতে এই বিষয়টিতে তিনি ভূমিকা করেন।

১৯৪৭ সালের ১১ এপ্রিল অনুচ্ছেদের খেয়াল আইনসভায় এই বিল পেশ করেন। প্রস্তাবটি গৃহীতের এই বিলের পক্ষে অধিকার ব্যক্ত করেন। ১৯৪৮-এর ৯ এপ্রিল বিল পাঠানো হয় সিলেক্ট কমিটিতে। কমিটিতে আসে ১৯৪৮-এর ১২ অগস্ট। ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারি বিলের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ হয়। বিধানসভা সাংসদ এই বিলের সমর্থনে প্রস্তাবটিকে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু আইনসভার সভাপতি অনুচ্ছেদ প্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পিন্ড নেহরু ডাঃ শ্যামা প্রসাদ নেহরু প্রমুখরাজ এর বিরোধিতা করেন। মন্ত্রীসভা মন্ত্রীসভার অনুচ্ছেদ সাংসদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই বিলের বিরোধিতা অন্যতম বিষয়ে অন্যান্য অনুচ্ছেদের অধিকারের বিরুদ্ধে এই অধিকার দেওয়া হলে হিন্দুদের ওপরই-হিন্দু অন্য যে আচরণ ঐতিহ্যপূর্ণ অন্যান্য সম্পর্ক বিচ্ছেদ, তা আরও হয়ে যাবে। পণ্ডিত জবাহরলাল আম্বেদকর অনেক বিভিন্ন সদস্য এই একই অভিমত ব্যক্ত করেন। পণ্ডিত জবাহরলাল বলেছিলেন, এর যে আপত্তিকর এবং অধিকার অনুচ্ছেদ হল এই বিলটিকে সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি অনুচ্ছেদ বিলটিকে প্রয়োজনে সমর্থন করার জন্য আম্বেদকরকে অনুরোধ করেন। সর্বশেষ বিতর্কের পর মূল অনুচ্ছেদের অধিকার বিলটি প্রত্যাহার করে নেন এবং পরিবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

২৭ সেপ্টেম্বর পরিবর্তনের পেশ করেন। করণ ৪টি ছিল : (১) হিন্দু কোড বিল পাশ করানোর ক্ষেত্রে নেহরুর সুবিধা; (২) সমস্ত কমিটিতে কমিটি থেকে অনুচ্ছেদকরণে বাইরে রাখা; (৩) তাকিদি সুবিধে বিলম্ব হওয়ানো; (৪) কমিটির প্রস্তাব সংযোজন; (৫) সিলেক্টকমিটিতে অনুচ্ছেদ।

১০ অক্টোবর তাঁর পরিবর্তনের পৃষ্ঠিত হয় এবং ১১ ও ১২ অক্টোবর তা সংবিধানে প্রকাশিত হয়।

বৈধবর্ষ প্রসঙ্গ : অনুচ্ছেদের পৃষ্ঠিতির অনেকটুই নজর করে নিজেরও তাঁর প্রায় সকল মতামত হিন্দু অনুচ্ছেদের অনুপস্থিতি নিয়ে বিবেচনার বলিত অনেকেরই দৃষ্টির জন্য। তাই তিনি অনুচ্ছেদের অনুচ্ছেদ পর। কেন্দ্র পরে সমস্ত সমস্যা এ প্রকৃতিকৃত অনুচ্ছেদকে কাটানো হবে।

তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে, জমিদারি ও জমিদারির ক্ষেত্রে দৃষ্টি ও অন্যান্য যা হয়ে সমস্যাসংকট হয় হবে না। তবে সমস্যাসংকটটা তার বর্তমান মেনে ও অন্যান্য অনুচ্ছেদে। তাই তিনি দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজস্বভাবে এক মন্তব্যের আনন্দ।

বৈধবর্ষ অবশ্যই ঐতিহ্যে বলিত, বৈধবর্ষ নিজে মনে না, বৈধবর্ষের মধ্যে অর্থাৎ নেই। তাই যেন পর্যন্ত তিনি দৃষ্টিতে করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু বৈধবর্ষের অনুচ্ছেদ করে, সেখানে বর্তমানে সমার্থ হবে নেই, সমাজ দৃষ্টির পর হলে সমাধান কি হবে—ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন নিয়েই তিনি বৈধবর্ষকেও সমাধান করতে চেয়েছেন।

তাঁর 'দৃষ্টি অনেক দল' গ্রন্থে তিনি তাঁর নিজস্ব প্রকল্প দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রয়াস উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদের সভা (১৪ ও ১৫ অক্টোবর, ১৯৫০) প্রায় ৪৪ নম্বর বলিত বৈধবর্ষ প্রায় করেন।

তবে তাঁর অনেক নিয়ে কেউ প্রশংসা করেছেন—অনেক সমালোচনাও করেছেন অনেকে। সেটা যা থাক না, তিনি মূল করেছেন তাকটির নিজস্বে এ ব্যাপারে বলিত অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদ অর্থাৎ নেই—তাই তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৪৯ ডিসেম্বরে ১৫ তারিখে অনুচ্ছেদে চূড়ান্ত বিষয়ে সমাধানে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সেখানে তাঁর অর্থাৎ ও বৈধবর্ষ সম্পর্কিত এক মূল্যবান অনুচ্ছেদ নিজস্ব পাই করেই তাঁর ভাষণের শেষ হয়।

ভাষণের নিজেই এই যে, পরে অর্থাৎবাচনে অনেক অনেক নিজস্ব নিয়ে হয়। অনুচ্ছেদকরণে সমস্ত সংগ্রহ আর বলিত দৃষ্টি সমাধান-নিজস্ব ভাষণ সংক্রান্ত পরে অনুচ্ছেদ তাদের নিজস্ব।

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ : বিবর্তনের ইতিবৃত্ত

ড. মানসকমল চৌধুরী

ইংরেজ আমলে আদিবাসীদের জন্য কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা ছিল না। তাদের নীতি ছিল দূর থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। এই'অনগ্রসরণ বৃহত্তর সমাজ থেকে এঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আদিবাসী এলাকায় যে উন্নয়ন হয়েছিল তা ইংরেজদের স্বার্থে, যাতায়াতের পথ সহজ করার জন্য। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, জঙ্গল ইত্যাদির ওপর আদিবাসীদের যে সনাতন অধিকার ছিল তা অস্বীকার করে বনকে উপরে এই সকল অনুন্নতদেরকে শোষণ করা। ফলে বিভিন্ন জায়গায় দেখা দেয় আদিবাসী বিদ্রোহ। আদিবাসীদের জমি হস্তান্তরের জন্য সম্প্রতিকালে যেসব রেগুলেশনগুলি নেওয়া শুরু করে তাতে জমি-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয় অনেকভাবে। সেই সময়ে ইংরেজ শাসনকালে আদিবাসী বিষয়ে দেখার জন্য ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের অধীনে একটি 'আদিম জাতি শাখা' (অ্যাবরিজিনাল সেল) খোলা হয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে পৃথকভাবে আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে দেখাশোনা ও গ্রাম উন্নয়নের জন্য সামান্য অর্থ বরাদ্দ করা ছিল। আদিবাসীদের জমি ফেরে জন্য সমাজের কাছে হস্তান্তর করা না হয় সে জন্য আইন প্রণয়ন হয়। স্বাধীনতার পরই ১৯৫০ সালে বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করে রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক মন্ত্রকের জন্য পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের তালিকাভুক্ত করে একটি তালিকা প্রকাশ করেন। সেই তালিকা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ৫১টি জাতি ৭টি আদিবাসিগোষ্ঠী তালিকাভুক্ত হয়। আইন অনুযায়ী কোন জাতি / আদিবাসীকে এই তালিকার মুক্ত বা বিযুক্ত করতে হলে লোকসভায় আমাদে করতে হবে। এই নতুন মন্ত্রকের দায়িত্বে সাময়িকভাবে পৃথমমুক্তের মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীরা থাকতেন এবং সচিবের দায়িত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয়, বোর্ড অফ রেভিনিউ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার থেকেই দেখা যায় যে, আদিবাসীদের সম্পর্কে বিশেষভাবে জানার প্রয়োজন, যেহেতু এঁদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা অন্য সমাজের থেকে ভিন্ন। এই প্রয়োজনে তালিকাভুক্ত জাতি ও আদিবাসীদের জন্য রাষ্ট্রপতি অভিযোগ পদ সৃষ্টি করেন এবং প্রথম অভিযোগ এল এর প্রীকল্প তাঁর রিপোর্টে 'আদিবাসী গবেষণাগার' (ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) খোলার জন্য সুপারিশ করেন। সেই অনুযায়ী অন্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৫ সালের যে মাসে আদিবাসী গবেষণাগার স্থাপন করা হয়, যদিও এর নাম বাখা হয় কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এর প্রধান কারণ ছিল এই গবেষণাগারে তালিকাভুক্ত জাতি ও আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণার পাশে পাশে অন্য সমাজকেও গবেষণার বিষয়বস্তু করে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের কাজ করা। এই গবেষণাগারে করা হল আদিবাসী বিষয়ক সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার, বিবর্তিত ও ফলিতের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অনেক কাজ।

এই সব কাজ বিভিন্ন জেলায় করার জন্য বন্ধুবরের অধীনে সৃষ্টি আদিবাসী কল্যাণ অধিকার (ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার্স)। বন্ধুবরের বৈশিষ্ট্য কাজ দেখতে একজন উপসচিব, যিনি আলোচনার বিষয় ইনস্টিটিউট ও আদিবাসী কল্যাণ অধিকারের অধিকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন। এই সব কাজ নিয়ে রাজ্যস্তরে আলোচনার সৃষ্টি হয় তালিকাভুক্ত জাতির জন্য বোর্ড ও আদিবাসীদের জন্য আডভাইজরি, যার সভাপতি হিসাবে থাকেন সমাজকল্যাণের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ক। এই দুই আডভাইজরি ও বোর্ডের পুনর্গঠিত অনুযায়ী ১৯৮২ সালে বন্ধুবরের নাম পরিবর্তন করে করা হয় 'তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ' (সিডিউল্ড কাস্টস্ অ্যান্ড ট্রাইবস্ ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট)।

জেলায় কাজ দেখভালের জন্য প্রত্যেক জেলায় সেপারেট অফিসার বা বিশেষ আদিবাসীদের পদ সৃষ্টি হয় এবং ব্লকগুলিতে যেসব কর্মচারীর ইনক্রিমেন্টের পদও করা হয়, যে পদগুলো পরে সিডিউল্ড কাস্টস্ অ্যান্ড ট্রাইবস্ ওয়েলফেয়ার (এস সি অ্যান্ড টি ডব্লিউ ও) হিসাবে স্বীকৃতি হয়। একই সঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ করা ও তাঁদের মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য সমাজকর্মী (সোশ্যাল ওয়ার্কার্স) নিয়োগ করা হয়। ১৯৬২ সাল নাগাদ মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়িতে জনজাতিদের নিয়ে ট্রাইবাল ইনস্টিটিউটের অধীনে সমাজকর্মী প্রশিক্ষণ সংস্থা (সোশ্যাল ওয়ার্কার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) স্থাপন করা হয়, যেখানে সমাজকর্মী ও ইনস্পেক্টরদের এক মাস ও তিন মাসের জন্য মূলত আদিবাসী ও তফসিলি জাতি সম্পর্কে বিভিন্নভাবে আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী এলাকা বিন্যাসের কাজ প্রথম নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সাহায্যের জন্য প্রকল্পের প্রস্তাব হয়। এইভাবে কাজ করতে থাকলে ১৯৭০ সালের শেষ নাগাদ তফসিলি জাতিদের একজন যথাযথভাবে পরীক্ষিত ও পূর্ণ তালিকা। এর জন্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায়, জমা কুয়োর সঙ্গে যুক্ত করে ট্রাক্টর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে আদিবাসীদের জন্য বৃত্তি প্রদান প্রকল্প ইত্যাদি।

১৯৭৫ সালে মার্চ মাসে পঞ্চবার্ষিকী কালে কেন্দ্রীয় সরকার তফসিলি উপজাতির জন্য ৫৪ নতুন পরিকল্পনা নেন যা হল "তফসিলি উপ-পরিকল্পনা" (ট্রাইবাল সাব-প্লান)। যে সব জেলা ও ব্লকে জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ বা বেশি তফসিলি উপজাতি রয়েছে, সেই সব ব্লক নিয়ে তাই টি পি পি (ইনটিগ্রেটেড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট) এলাকা চিহ্নিত করে বিশেষভাবে কার্য করার কথা হয়। পরিকল্পনার মৌলিক নীতি নিয়ে ১১টি জেলায় মোট ৩৩টি সমন্বিত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প এলাকা চিহ্নিত হয়। এই সব জেলার জন্য প্রোজেক্ট অফিসার ও ব্লকস্তরে ইনস্পেক্টরদের পদ সৃষ্টি হয়। ১৯৭৪ সালে রাজ্যস্তরে স্তরীণ কুয়ো পরিকল্পক, নতুন সমন্বয়িকরক ও গবেষণাকর্মী নিয়ে করা হয় ট্রাইবাল সেল, যাদের কাজ হল এই সব প্রকল্প এলাকার উপর সার্বিক নজরদারির জন্য প্রকল্প বানান করা। পরিকল্পনার মেয়াদ এই বছর শুরু হয় ১৯৭৮ সাল নাগাদ।

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৬ সালে তফসিলভুক্ত জাতি ও আদিবাসী তালিকার সংশোধন করেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গে তফসিলভুক্ত হয় মোট ৫১টি জাতি ও ৩৮টি আদিবাসী সম্প্রদায়। এই সময় থেকে পূর্বে যে সকল জাতি তফসিলি সুবিধা ভোগ (১৯৫৬ সিভিল রাইটস প্রটেকশন এক্টের কারণে) তফসিলভুক্ত ছিল, তাদের জন্য এলাকার বিভিন্নিয়োগ তুলে দেওয়া হয়।

১৯৭৭ সালে নতুন সরকার গঠিত হয় এবং তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য সমন্বিত সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনার জন্যে একজন পূর্ণ মন্ত্রী তফসিলি দপ্তরের দায়িত্বে আসেন। শুরু হয় আদিবাসীদের জন্য সার্বিক উন্নয়নের প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণ করা। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তফসিলি দপ্তরের প্রাক্তন সেলকে যুক্ত করা হয় কল্যাণমূলক বিভাগ ইনটিগ্রিটেডের সঙ্গে। উক্ত সেলকে প্রত্যেক জেলার সব তফসিলি প্রকল্প রূপায়ণের ভার অর্পিত দেওয়া হয়, যার সাহায্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্পের পরিবর্তন বা নতুন প্রকল্প সংযোজন করা শুরু হয়।

এই সময়েই তফসিলি দপ্তরের নাম পরিবর্তিত করে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ করা হয়। উপজাতিদের পরিচয় সঙ্গে যুক্ত হয় তফসিলিদের পদ। ১৯৮০ সালে কল্যাণমূলক বিভাগ ইনটিগ্রিটেডের জন্য আলাদা করে আদিবাসী সেলের সৃষ্টি করা হয় এবং তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ অধিকারের জন্য পূর্ণ অধিকর্তা পদও করা হয়।

আদিবাসী উপপরিকল্পনার জন্য তফসিলি দপ্তরের বরাদ্দ যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়ে কল্যাণ তহবিল। প্রতিটি তফসিলি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার জন্য ৫ লক্ষ টাকার মূলধন জমা তফসিলি দপ্তরের হিসাবে হয় "তফসিলি সেল" বা তার সংরক্ষণকারী সেল।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ এবং রাজ্য তফসিলি সুপারিশ অনুযায়ী তফসিলি অনুন্নত এলাকার চাহিদা ও বাস্তবায়নের ভার থেকে কতিপয় আদিবাসীদের কাঁধে তৈরি হয় ৩৩টি লাম্পসাম্—অনুন্নত তফসিলি সমবায় সমিতি, যার মাধ্যমে তফসিলি জাতির জন্য থাকে পরিকল্পিত তফসিলি উন্নয়ন সমবায় নিবন্ধ। এর মাধ্যমে কৃষি ও অন্যান্য পারিবারিক কাজে যেমন—সিড্রে, মাদুর, ব্রাশ ইত্যাদির জন্য খড় সুতো তফসিলদের যোগান করা হয়। প্রতিটিদের প্রয়োজনের জন্য ট্রাক, ভ্যান, ট্রেলার, ট্রেক্টরালিন, অশ্বচালিত, সমবায় ও প্রয়োজনীয় সমবায় যন্ত্র নির্ভর ব্যবস্থা করা হয়। এগুলি সহ পাকাপাকা ও টিন, বিভিন্ন জন্য কেন্দ্রীয়করণ ব্যবসাও শুরু হয়, যাতে তফসিলিরা তালমতে কিছু আয় পেতে পারে। তফসিলির এই সব কাজ দেখার জন্য উচ্চ শিক্ষিতের দায়িত্বে থাকেন একজন ম্যানেজার, হিসেবরক্ষক বা পরিচালন অধিকর্তা। লাম্পসাম বা মূলধনভুক্ত সমিতিগুলোর থেকে নির্বাচিত সদস্য এবং তফসিলির সদস্য সহ এই নিয়মের মোট ২৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালন সমিতি (বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স) থাকে। তফসিলি সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের কর্মকর্তা এই নিয়মের সভাপতি (চেয়ারম্যান) হিসেবে কাজ করেন।

আজ আদিবাসী উপপরিকল্পনা এলাকায় ১২০টি লাম্পসাম কাজ করে যাচ্ছে। ১টি মহিলা সমবায় সমিতিও এই নিয়মের মধ্যে যুক্ত আছে। কয়লার ও মাঝারি খনিজ বেরিয়েছে, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে লাম্পসামগুলোর ও আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিবন্ধের ভূমিকা বেড়েছে অনেক।

আদিবাসী উপপরিকল্পনার প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতেই যেসব দেওয়া হয় রাস্তা, পানীয় জল, সেচের ব্যবস্থা, জমির উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ (ছিপ, ভলভার্ট), জলাধারের ইত্যাদি জন্য এই সব আদিবাসী অনুন্নত এলাকায় উন্নয়ন করা। পরবর্তী পরিকল্পনাকালে বা ছট্ট পরিকল্পনাকালে এলাকা উন্নয়নের সঙ্গে প্রকল্প দেওয়া হয় পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এবং যে সব আদিবাসীদের নজর কাজের বিশেষভাবে পিছিয়ে আছে, তাদের সার্বিক উন্নয়নে। কাজ আজকে এই সময়ে ৫২টি তফসিলিদের চিহ্নিত করা হয় তার মধ্যে থাকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মোরি মেয়ে-চৌরি, বিনোদের ও মেয়ে/মেচিয়া। সেচব্যবস্থা সংক্রান্ত অধিক এবং সামাজিক সমস্যার মেনি অসুবিধা কারণে ১৯৮০ সাল নাগাদ আদিবাসী একটি নেতৃত্ব উন্নয়ন সেল তৈরি হয়, যার পরিচয় আমরা

জেলার জেলাশাসক। অন্যান্যদের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট জজ একজন মেয়র মনোনীত ৩টি জেলা বাদে এবং ৫টি জেলা সমাহর্তা পদও তৈরি করা হয়, যাতে এই সেলা সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে।

বন্যাত্রাণ কাজের থেকে বাদ দেওয়া পঞ্চায়েতি পরিষদগুলোকে আবার ত্রাণবিতরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের জমিদারি উচ্ছেদের জন্য বিশেষ উপনির্বাচনের। তাদের জমি অধিগৃহীত এলাকা ও পরিবারভিত্তিক উচ্ছেদের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। মৃত্যু হয় পশ্চিমবঙ্গ তালিকাভুক্ত জমি ও তালিকাভুক্ত জমিদারি উচ্ছেদ ৪৭১ বিঘা নিম্নরূপ। মূল জমিদারের পরিবারের জন্য জমিদার ৫৩৯৯ বাদেরটি। চিহ্নিত ৫৭১ প্রত্যেক জেলা শাসক আমলে ৫৫৯৯ করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

১৯৭৬ সালের তালিকাভুক্ত জমি উচ্ছেদ ও বিনা নিম্নরূপ জমিদারিবহরের প্রাথমিক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ তালিকাভুক্ত জমি উচ্ছেদ ও বিনা নিম্নরূপ সূচনা হলেও পরবর্তী সময়ে উক্ত প্রতিশ্রুতিরূপে সংশোধন/সংযোজন করে ১৯৮১ সালে সংস্কার তালিকাভুক্ত জমিদারিগুলোর এই বিনা নিম্নরূপ আবারে ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত নামকরণ করা হয় 'পশ্চিমবঙ্গ তালিকাভুক্ত জমি ও তালিকাভুক্ত জমিদারি উচ্ছেদ ও বিনা নিম্নরূপ।' উক্ত বিনা নিম্নরূপের জন্য রাজ্য সরকার নির্দেশিত পরিচালক কমিটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি সহ মোট ২২ জন সদস্য আছেন। এই কমিটিতে প্রাথমিকভাবে সভাপতিত্ব করেন বিধানসভার তৎকালীন স্পীকার ও বর্তমানে সভাপতি ও সহ-সভাপতি হিসাবে কমিটি গঠন করেন। তাছাড়াও বিভিন্ন উচ্ছেদমূলক বিধানগুলির পরিচালন পরিচালনের উক্ত পরিচালন পরিচিতির সভাও বিবেচিত হয়। এই পরিচালন কমিটিতে রাজ্য সরকার মনোনীত বিধানসভার ৫ জন সদস্য থাকার সংস্থান রাখেছে।

এই পরিকল্পনাকালে পূর্বের তুলনায় জমির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ও নানা নতুন কারণের প্রকল্প প্রসঙ্গের কথা পূর্ণ মন্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হয় একজন মন্ত্রীকে। প্রয়োজনে বন্যাত্রাণ কার্যকরণের বিনা পরিবর্তনের জন্য যুক্ত হয় একজন বিশেষ সচিব।

নানান উচ্ছেদবাদী প্রকল্প শুরু হয় জেলায় জেলায়। পঞ্চায়েতও এই উচ্ছেদের সাক্ষি হয়। অনেক সময়ে জমিদারী ও তালিকাভুক্ত জমি অধিগৃহীত প্রসঙ্গে ঠিক এর বলে। প্রায় প্রতিটি গ্রামে আজ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, আছে আজ, পানীয় জল, সেচের ব্যবস্থা ও যাতায়াতের সুবিধা। সমস্যার সমাধান যেমন হয়েছে, তেমনই পাশে পাশে প্রকৃতির নিয়মে নানা সমস্যারও সৃষ্টি হয়ে চলেছে। তালিকাভুক্ত জমি, জমিদারী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিচালন সমাধান এই বন্যাত্রাণ আবারে আজ সৃষ্টি প্রকল্প প্রসঙ্গ ১৯৯৯ সালে থেকে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পঞ্চায়েত তপশিলভুক্ত ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মেধাবৃত্তি নিয়ে ভাবনাচিন্তা। পূর্বে এই ধরনের ছাত্রীদের জন্য ৬৯৯টির সংরক্ষণ আছে ছিল, কিন্তু সেটা করলে সেই সংখ্যা বিশ উপরে। এই সমস্যা দূর করার জন্য এবং জমিদারীভুক্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পরিবারভুক্ত প্রসঙ্গে সাহায্য করার জন্য বন্যাত্রাণ ৫৯টি সংরক্ষণ সেল (রিসোর্সেস সেল) খোলা হয়। এই সেলের দায়িত্বে থাকেন অধিকারিক, যা বিশেষ শিক্ষিত সমাজ যুক্ত। অন্যান্যদের দুজন অধিকারিক ও সহ-অধিকারিক পদ অন্যান্যদের তুলনায় ও সহ শিক্ষিকের সঙ্গে যুক্ত। এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় সংরক্ষণ নীতি, বিশেষ করে যাতে এই সংস্থের ছাত্রছাত্রীরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চাকরি ও কর্মক্ষেত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে এই হতে পারে।

১৯৭৭ সালের পর থেকে ৫৫ নতুন জেলার জন্মে এবং অন্যান্য তালিকাভুক্ত জমি ও তালিকাভুক্ত জমিদারি অনুসন্ধান হতে শুরু করেন। তাঁদের জন্য সমান প্রকল্পের জন্য জন্মান্তরে পড়েন। প্রয়োজন হয় জমিতে সমীক্ষিকেন্দ্রে। পূর্বের তুলনায় জেলাগুলোতে অনেক বেশি থেকে আর এই অনুসন্ধানকারীর সংখ্যা। এই সব কাজ কেন্দ্রগুলোর কাজের বিশেষ অধিকারিক। অন্যদিকে প্রয়োজনে অধিকারিকের পুনরায় তালিকাভুক্ত অনুসন্ধিত সমস্যার কাজ দেখাচ্ছেন, যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। এই ধরনের সমস্যা ও সুষ্ঠুভাবে আরও আজ আজ জন্য বেশির জেলার দুই অধিকারিকের পৃথকভাবে কাজ দেখার দায়িত্ব ছিল, যা একজনের যুক্ত করে সমাধানসূত্রের কাজ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ তালিকাভুক্ত উপনির্বাচনের যে সব জেলায় আছে, সেই জেলার দায়িত্বে আছেন প্রয়োজনে অধিকারিক-অন্য-বিশেষ্টি ওয়েস্টবেঙ্গল এডুকেশন এবং অন্য জেলাগুলোতে পুনরায় বিশেষ্টি ওয়েস্টবেঙ্গল অধিকারিক। কিন্তু কিছু জেলায় যা সহ-বিশেষ্টিকের তালিকাভুক্ত জমি ও তালিকাভুক্ত জমিদারিক (এস সি অ্যান্ড টি অধিকারিক) দায়িত্বে আছেন।

১৯৯৩ সালে সংযোজন হয় আর এক নতুন ধারার। তালিকাভুক্ত জমি ও তালিকাভুক্ত জমিদারি জমাদার বিধানসভার তপশিলভুক্ত নামে হয় তপশিলভুক্ত উপজাতির ধারার। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে মূলত হয় তপশিলভুক্ত উপজাতির জন্য ৬৯টি ধারিকল, যাঁদের মুখ্যমন্ত্রীরূপে ৩১ সমস্ত উপজাতির সরকারি অনুমোদনের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে তালিকাভুক্ত সংরক্ষণ ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার ৩২টি তপশিলভুক্ত উপজাতির শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পাদিত ১৯৯৪ সালের উনবিংশ পরিচ্ছেদ (XIX) অধিনিয়মবলে পশ্চিমবঙ্গ তপশিলভুক্ত সংরক্ষণ উচ্ছেদ ও বিনা নিম্নে (প্রয়োগে যেমন অধিকারিক তালিকাভুক্ত জমিদারি অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ অন্যান্যদের) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯৯ সালের হিসেবে অনুযায়ী এক কি মান পরিমাপের অনুসরণ সম্ভবপর ছিলেন ও নিজ নিজস্ব সরঞ্জামাদি (যেমনভাবে) হিসাবে ব্যবহার করেন। এই নিয়মের অধীনে অনুসরণ একজন অনেকটা হিসেবীর মা পরিমাপের অধিকারী। এজন্যে এই নতুন সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে মান এর ওজন অনেক বেড়েছে। পরিমাপের এই বড় অংশের অনুসরণ ছিলেনের অধীনে পালন করতে এই বছর। সরকারের বিভিন্ন অংশের ছিলেনের মূল অধীনে থাকার কারণ এই নিয়মের নতুন নামকরণ হয়েছে "অনুসরণ সম্ভবপর কারণে নিয়ম।"

পরিমাপের অন্য কারণ জন্য আর একটি নতুন নয়, অধিকন্তু ও হিসেব করে দুটি নিয়মে ভাগ পরিমাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের ছিলেনের কাজ থেকে আলাদা সুনির্দিষ্টভাবে করা হয় এবং বিভিন্ন নতুন এই সকল অনুসরণ করা পরিমাপের অর্থ বছরে হয়, সেজন্য এই নতুন নামকরণের করেই হয়েছেন। আশা করা হয় আগামী দিনের মধ্যে অর্থ আরও বেশি বছরের সম্ভব হবে, তেমনই বিভিন্ন প্রকারের পুরণ করে সমস্যাকে এই সকল অনুসরণ করে পৌঁছে পারে তার কারণও সম্পূর্ণ হবে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ আরও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা সময় দিয়ে আসার জন্য এই নিয়ম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্ব দিয়ে অনেকটি বিশেষ প্রকারের আন্তরে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন আনার চেষ্টা করে প্রকারে আরও বছরের দিকিরে পড়া অনুসরণ করে। আর্থিকারী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ১৯৮৯ সাল থেকে ছেলে ও মেয়ে বাজারের বিভিন্ন ভাষার একর প্রাইজ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। প্রথম তিনটি শ্রেষ্ঠাধারী ছেলে পুরস্কার পেয়ে যাতে আলাদিকে মাইক্রোগ্রো ব্যবস্থা থাকে, ৩য় সাল থেকে সাহিত্য, শিল্প ও খেলাধুলার যে সকল অধিকারী পুরুষ ও মহিলা বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন তাঁদের 'গুণীজন' হিসাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। আজ পর্যন্ত ৪২ জন (৩০ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা) গুণিজনকে সম্মান জানানো হয়েছে। বাজারের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকার করে উন্নয়নের সংযোগের মধ্যে যেন ঐতিহ্যের গভীর বাজারে প্রকল্প থেকে আলাদা পর্যন্ত নতুন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ১০০ বছরের পুরোনো কবিতা পুনঃপ্রকাশ করার প্রকল্প নেয়া হয়।

আজ পঞ্চাশোর্ধ্ব বছরে অধিবাসী অর্থী এবং অধিবাসী পুরুষ ও নারী ভিন্নটি ভুবনে সমস্যা/সম্ভাবনা হয়ে ছিলেনের সঙ্গে সম্পর্কটি দূরে হয়েছেন। আশা করা যায়, এঁদের সমস্যের সমাধান দ্রুত হবে ছিলেনের কাজ। তবে উল্লেখ এক ছিলেনের অংশগ্রহণ, তবে অন্যান্য সম্ভাবনা অন্যান্য নিয়মের সঙ্গে অনুসরণ এক হয়ে অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে যে অন্যান্য আছে, তা অধিকার আমাদের সকলে হবে।

উত্তরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার কিছু সংশোধন

প্রথম সংখ্যা :

১। সম্পাদকমণ্ডলীর নাম অধিকার ফেব্রুয়ারি পরিবর্তে অধিকার ফেব্রুয়ারি হবে এবং অন্যান্য সকল পরিবর্তে সংযোজন করা হবে।
সম্পাদনা সহযোগী ৪। বাসন্তীকুমার দে, সহ-পরিচালক, অন্যান্যদের নিয়ে ইনস্টিটিউট এবং নিয়মাবলী সংযোজন, অন্যান্য সংযোজন হবে।

৩। ২২ ফিচার ২৪-সম্পাদন পরিবর্তে ফিচার ২৪-সম্পাদন এবং দ্বিতীয় কলামে প্রকাশ ফেব্রু-৪৫ পরিবর্তে 'ফিচার' ফেব্রু হবে।

দ্বিতীয় সংখ্যা :

১। সম্পাদকমণ্ডলীর নাম সংযোজন অন্যান্যদের, পরিবর্তে, অন্যান্য সকলের অন্যান্য 'নিয়ম' স্থলে অন্যান্য সকলের অন্যান্য 'অধিকার' হবে।

২। সম্পাদকমণ্ডলীর নাম অধিকার ফেব্রুয়ারি পরিবর্তে অধিকার ফেব্রুয়ারি হবে এবং অন্যান্য সকল পরিবর্তে সংযোজন করা হবে।

৩। সম্পাদকমণ্ডলীর নাম মুদ্রিত অন্যান্য, পরিচালন পরিবর্তে, পরিচালন অধিকারী ফিচার সকলের নিম্ন বিভিন্নে হবে।

৪। ১২ পৃষ্ঠার অন্যান্যদের নিয়ে ইনস্টিটিউটে মুদ্রিত শেষ পরিচালনে মুদ্রিত সাহিত্যে ১৮৫২-এর পরিবর্তে ১৮৫৪ হবে।

৫। ১৯ পৃষ্ঠার অধিকারের মুখপাত্রটি নবীন পরিবর্তে মুখপাত্রটি নবী হবে।

সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প (আই টি ডি পি)
পরিচিতি ও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান

বিশেষ নিবন্ধ সরকার

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরিবর্তে ও প্রশাসনিক উদ্যোগের ফলে অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর তুলনায় আপেক্ষিক অনগ্রসর আদিবাসী জনগণের সার্বিক উন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী জনগণের জন্য বিশেষ সাহায্যমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঋণ, বিভিন্ন সাহায্য, উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে এর ফলে সরকারের প্রতিটি পৃথক প্রশাসনিক স্তরের মাধ্যমে আদিবাসী জনগণের কাছে এসে পৌঁছে যায় যে, ঋণ, উন্নয়ন ও বিভিন্ন সাহায্যের পরিমাণ সব সময়ে পরিকল্পনা আদিবাসী জনগণের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক সাহায্যের কাছে আসছে, যা সমীক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় সঠিক নয়।

এই ত্রুটিবিচ্যুতি আদিবাসীদের সুবিধে নিয়ে সার্বিক উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ১৯৭৪ সালে 'সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প' (আই টি ডি পি) গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তারই সাংবিধানিক ২৭২(১) ধারার 'আদিবাসী উপ-পরিকল্পনা' (ট্রাইবাল সাব-প্লান) হিসাবে সাংযোজন করেন। আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যগুলি আদিবাসীদের মূলী আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প (আই টি ডি পি) সেই সব আর্থিক খাতে ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত সম্পর্কিত বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যতে প্রবাহিত হতে পারে। আদিবাসী উন্নয়নের পূর্বতন ব্যয় খাত প্রকল্পকে 'উপ-পরিকল্পনা' আখ্যা দেওয়া হয় এই জন্য যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাভুক্ত অন্যান্য সব সুযোগ সুবিধের এটি এক অতিরিক্ত প্রকল্প।

ভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয় জেলাগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কারণ, সেখানে ৫০%-এর বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যেহেতু সেরকম অবস্থা নেই তাই, জনসংখ্যার ৫০% আদিবাসী বসবাসকারী বিভিন্ন এলাকার ঠৈকদের ভিত্তিতে ধরে বলা হয়েছে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা বাদে বর্তমানে ১৪টি জেলার ব্লকে—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, বীরভূম, হুগলী, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, উত্তর ২৪-পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার মোট ৩৩টি সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন ব্লকের ১২৪টি গ্রামের ৫৮২টি মৌজার আদিবাসী উন্নয়নের কাজ চলছে। এলাকাভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গের সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচয় নীচে দেওয়া হল :

• পশ্চিমবঙ্গের সর্বমোট সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প এলাকা	১৪টি জেলা, ৩৩টি আই টি ডি পি এলাকা
• সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প এলাকাভুক্ত জেলাগুলির নাম	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, বীরভূম, হুগলী, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, উত্তর ২৪-পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি
• সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার অন্তর্ভুক্ত ব্লকের সংখ্যা	সম্পূর্ণ—৩৩, আংশিক—১১১টি
• সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত মোট মৌজার সংখ্যা	
• জেলার মোট মৌজা	১৪,১৭৮ মৌজা
• প্রকল্প এলাকার মোট মৌজাগুলির জনসংখ্যা	১২,৪১৫,২২ জনসংখ্যা
• জেলার মোট জনসংখ্যা	১৪ শতাংশ
• জেলার মোট জনসংখ্যা (১৯৯১)	৯,৮০,৭৭,১৬৯
• জেলার মোট আদিবাসী জনসংখ্যা (১৯৯১)	
• প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যা (১৯৯১)	
• প্রকল্প এলাকার মোট আদিবাসী জনসংখ্যা (১৯৯১)	১৮,৮৪,৯১৮ (৪৪.২১ শতাংশ)
• জেলার মোট আদিবাসী জনসংখ্যার	৪৯.৪১ শতাংশ সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প (আই টি ডি পি) এলাকার অন্তর্ভুক্ত
• প্রতি ব্লকিলোমিটারে বসবাসকারী আদিবাসী জনসংখ্যার ঘনত্ব	প্রকল্প এলাকায়—১৪২ এবং প্রকল্প এলাকার বাইরে—২৫
• পশ্চিমবঙ্গের (প্রকল্প এলাকাভুক্ত) প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠী	সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, মুন্ডারি, কোরা, মাহালি, লোধা, মাল, মেচ লেপচা, টোটো, টিবেটান
• পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য আদিবাসী (উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়)	

তথ্য : সাংস্কৃতিক গবেষণাগার (কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়)-এর আই টি ডি পি সংক্রান্ত সমীক্ষা

উপজাতি লোকসংস্কৃতি প্রসারে পুরুলিয়া জেলা

রবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

সংস্কৃতি হলো জাতির বিভিন্নমুখী অগ্রগতির [illegible] পরিচয়। জাতির দুঃখ-দুর্দশার দিন ও সমাজে তার অবস্থানের বৈচিত্র্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরে সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির ধারা। সমাজ জীবনে বিভিন্নতা অবস্থানের বৈচিত্র্যের প্রতিফলিত হলে তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় একটি নেতাসংস্কৃতি ও অপরটি উপজাতি সংস্কৃতি. উভয় সংস্কৃতিরই আকারের ও ধরনে তুলির গুরুত্বপূর্ণ। যে যে স্তরে কোনও একটি তার নিজে সংস্কৃতির অনুসরণের অধীন। যে সংস্কৃতির তুলি যত বেশি পরিমাণে তা তত বেশি নেতাসংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত। এই নেতাসংস্কৃতি ও নেতাসংস্কৃতির ধারা সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি চলে আসছে এবং এ সংস্কৃতি তুলির মধ্যেই আছে উপজাতি-সংস্কৃতির উপাদান সমূহ আদিকাল থেকে। এই আদিবাসীরা আজকের আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই তাদের সংস্কৃতির সুপ্রাচীন পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই তাদের সংস্কৃতির সুপ্রাচীন পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই তাদের সংস্কৃতির সুপ্রাচীন পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম জেলা পুরুলিয়া। সম্পূর্ণ পুরুলিয়ার এই জেলা। ঘাস, ঝাড়খণ্ড ও জেলার অধিবাসী। দুই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জেলার মূলতঃ যোগাযোগ ঐতিহাসিকের একটি বিরোধ সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার রয়ে। ঐতিহ্য নির্ভরের জন্য অবস্থানের ঐক্যের জেলার মূলতঃ নেই। প্রাকৃতিক এবং আদিবাসী অনুপ্রবেশের ফলে ফলে নিজস্ব সংস্কৃতি ফলে মূলতঃপ্রায় হয়েছে। দিন দিনের প্রতিবেশের প্রভাব এসে জমা নেই। এই আদিবাসী সম্প্রদায় তাই দুই দুই ধরে যেসব ঐশ্বর্যের ও বৈচিত্র্যে নিজস্ব হয়ে এসেছিল। এরা জন্য দুই

[illegible]

উৎসবের মধ্যেই সম্পন্নকৃত। এছাড়াও এই জেলার অন্তিমে, কার্তিকে, ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি চর্চা হয়। এই তিন মুহূর্তে মূলত জনপ্রিয়তা থাকে। ঐতিহ্য পুরুলিয়ার প্রবেশ দুর্লভ ও দুর্গম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত্ব অর্জনে ও সমৃদ্ধ হয়েছে, বাহিরে ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এখন অনেকের প্রচলিত নাম হল ছৌ। পুরুলিয়া জেলার ছৌ নামের বিভিন্ন রূপ আছে রঘুনাথপুর, অযোধ্যায়, আলমা, আলমা খাস অঞ্চলে। রঘুনাথপুর জেলার মোট ছৌশিল্পী রঘুনাথপুর থানার বাঁধান গ্রামের সিং মুন্ডা। এছাড়াও আছেন পীরামল সিং, দুলু মাহাতো এবং মাহাতো প্রমুখ। ঐতিহ্যের প্রথমে পুরুলিয়া দুর্গম পথের সন্ধানে এলেন আর সন্ধান নিলেন দুর্গিয়ে দেন। এর মধ্যে সবচেয়ে জোর, আলমা নিবাসী মাহাতোরা যে দুর্গ ছেড়ে এসে। সর্বপ্রথম মহিষের মধ্যে নিয়ে বাঁধিয়ে আসেন ঐতিহ্যের অঙ্গনে। এর একটি পরম মধ্যে আসেন পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান যেমনই আসা হোক মহিষ যেন পুরুলিয়া। তবু হোক মহিষ দুর্গে যায় এবং প্রয়োজনের জন্য নিয়ে আসে আসলে সবাই সাজানো সাজানো হয়েছেন।

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের এই আঞ্চলিক ভাষা প্রবাহের সম্প্রসারণ প্রচলিত ঐতিহ্যে লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, লোকনাট্য, লোকনৃত্য ও লিখনশৈলী প্রচলিত হয়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতির উৎসের ছড়া ও অনেকের ঐতিহ্যটি লোকে ঐতিহ্যের বাহনরূপে। প্রাচীন লিখিত সমাজটি সম্প্রদায়ের নিকট লোকের ঐতিহ্য অর্জিতের। এর ফলে ফুলে পাঁচালের সংরক্ষিত ও উপস্থাপনা দূর হয়েছে। উপজাতি সম্প্রদায় লোকের প্রচলিত প্রচলিতের সঙ্গে পরম্পর লোকসংস্কৃতির সম্প্রদায় উপস্থাপনের বিভিন্ন সম্পর্ক দূরত্ব হয়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান বহু প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে পরিণত হয়। লোকসংস্কৃতির সমাজ ও লোকের প্রতি অনুভব ও মর্যাদা লক্ষণের হয়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানিক সমাজ ও সম্প্রদায় অনুযায়ী লোকসংস্কৃতি উৎসব ও অনুষ্ঠানের উপর আসুন হয়েছে। সমাজবাদী এইসব উপজাতিদের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পুরুলিয়া জেলাকে সংস্কৃতি সমাজের এবং তার বিশ্লেষণের একটি পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

লেপচা আদিবাসী বিষয়ে তথ্যচিত্র

কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সাংস্কৃতিক গবেষণাগার) দার্জিলিং জেলার লেপচা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা নিয়ে ত্রিশ (৩০) মিনিটের একটি রঙিন তথ্যচিত্র তৈরি করেছে। তথ্যচিত্রটির নাম 'ইন দা ল্যান্ড অব লেপচা' (লেপচাদের দেশে)। আগামী মার্চ (১৯৯৮) মাসের প্রথম সপ্তাহে মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্রের উৎসব। এই উৎসবে তথ্যচিত্রটি দেখানো হবে।

সারাংশ :

এই তথ্যচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী লেপচা জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।

প্রকৃতি পূজা এঁদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ইত্যাদিসব প্রকৃতি বিষয়ে প্রকৃতিকে এঁরা বিশেষভাবে মেনে চলেন।

প্রাত্যহিক জীবনের কথা, এঁদের সংস্কৃতি, সমাজ, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় তথ্য এখানে দেখা যাবে।

ছবির ধরন	:	বিবরণ
		রঙিন তথ্যচিত্র
পরিমাণ		১৬ মিঃ মিঃ
ভাষা		ইংরেজি
ফিল্ম দৈর্ঘ্য		৪৫১.২০ মিটার
সময়কাল		৩০ মিনিট
পরিকল্পনার সময়		১৪ আগস্ট, ১৯৯৭
ছবির পরিচালক		কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অনুসৃত সম্প্রদায় অঞ্চল বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনুলিখন		কার্টিজার্ড, কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট পশ্চিমবঙ্গ সরকার বি ১/৪, বি আই টি ফিল্ম বাং ৭৯ টি আই বি রোড, কলিকাতা-৭০০০৪৪ দূরভাষ: ৪৪৭-৯১০১ ফ্যাক্স ৩৩৩-৪৪৭৯১০১

সাঁওতালি সাহিত্যিক সাধু রামচাঁদ মুর্মু স্মারক প্রতিযোগিতা

সাঁওতালি সাহিত্য ক্ষেত্রে সদ্য প্রয়াত মুর্মু মিশনারি অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম সম্প্রসার কল্যাণ বিভাগ এক বাৎসরিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন।

এই প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগ :

প্রবন্ধ ছোটগল্প কবিতা

নিয়মাবলি :

(১) প্রতিযোগীকে সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে।

(২) এই প্রতিযোগিতায় বয়সের কোনও সীমা নেই।

(৩) প্রবন্ধের বিষয় :
বাঙালিত্বের পথে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী শিক্ষার প্রসার (১০০০ শব্দের মধ্যে)

(৪) মূলবন্ধন বাবদ ৫০ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি অফিস থেকে পরিমাণ মাশুলে নেওয়া জমা দিতে হবে।

(৫) জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় : ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৮, বেলা ২টা।

(৬) জমা দেওয়ার স্থান :

অধিকর্তা

কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট

সি-১/৪, সি আই টি স্কিম নং ৭ এম
ই আই সি রোড, কাঁকুরগাছি
কলকাতা-৭০০ ০৫৪

সাধু রামচাঁদ মুর্মু গবেষণাবৃত্তি

সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের তাত্ত্বিক ও বিষয়ের জন্য সর্বভারত প্রেক্ষাপটে ডিপ্লোমাধীন অন্যান্য প্রবন্ধের পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম সম্প্রসার কল্যাণ বিভাগ এক গবেষণাবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন।

নিয়মাবলি :

(১)	*প্রার্থনার যোগ্যতা*	গবেষণাকর্মের আগের অভিজ্ঞতাসহ সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া চাই।
(২)	*বৃত্তির পরিমাণ*	মাসিক ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা মাত্র।
(৩)	*সময়সীমা*	২ (দুই) বছর। বিশেষক্ষেত্রে আরও ১ (এক) বছর বৃদ্ধিপ্রদান করা হতে পারে।
(৪)	*আবেদনপত্র*	আবেদনপত্রের সঙ্গে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের তাত্ত্বিক ও বিষয়ের বিষয়ে আবেদনকারীকে একটি প্রবন্ধপত্র প্রস্তুত করে জমা দিতে হবে। সঙ্গে আবেদনকারীর ফোটোগ্রাফ যুক্ত করে দিতে হবে।
(৫)	*জমা দেওয়ার তারিখ*	২৯ মে, ১৯৯৮

আবেদনপত্র জমা দিতে হবে নীচের ঠিকানায় :

অধিকর্তা

কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
সি-১/৪, সি আই টি স্কিম নং ৭ এম
ই আই সি রোড, কাঁকুরগাছি
কলকাতা-৭০০ ০৫৪

পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৯২-৯৭) তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে, এককালে তার একটি চিত্র এখানে তুলে ধরা হল।

পরিবারভিত্তিক আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প :

ছোট ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবারের জন্য বৃত্তি জাতীয় কাজ করার একটি উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম	উপভোক্তার সংখ্যা	
	তফসিলি জাতি	তফসিলি আদিবাসী
চাষ ও কৃষিকাজ	৩১,৭০৬	১১,৩৭১
পশুপালন	১৫,৭৬৯	১৩,৮৫০
মৃত্তিকা ও কৃষিশিল্প	১৮,৯৯৫	২১,৫৭২
মৎস্যচাষ	৮১,২৭৮	১৬,২৪৯
কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প	১,২৬,৮৭১	১৫,৫৫৪
প্রাথমিক পরিষেবা ও অন্যান্য	৯,১৩৩	৪,৩৭৫
মোট	৩,৯১,৭৩৭	৯৬,২৪৯

এই প্রকল্পের জন্য আট পরিকল্পনাকালে তফসিলি জাতিদের জন্য ৩০, ৮০২.১৬ লক্ষ এবং তফসিলি আদিবাসীদের জন্য ২,৮৪১.৯২ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়।

জাতীয় তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম (এন এস এস টি সি) এর সাহায্যে ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই দুই তফসিলি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্পগুলি যেমন—শ্যাল ব্যবসায়ীদের জন্য এক্সেলি, হাতাশি, চাষের জন্য জমি, সাইকি, ট্রেকার, ট্রাক, লাক্সারি বাস, মিনি, ভিন হিউজগুলো, অটোরিক্সা ও জ্যাপ, রঙ্গুই গ্যাস প্লান্ট, কেমিক্যাল মেশিন, ব্লাকে বোর্ড ও মাটির ঘরি বানানো, জুতো তৈরি, পাথরের ক্রিয়ার, চশমা তৈরি ইত্যাদি। ফলে ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত মোট ১৮১ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

অর্থনিগম পেশার নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য পেশার মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের প্রকল্পকে সাধারণভাবে বলা হয় এন এস এস (N. S. S.)। ১৯৯৩-৯৪ সালে এই প্রকল্প প্রথম চালু হয় এবং সেই বছর উক্ত পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ও অবস্থান জানার জন্য সমীক্ষা করা হয়। পরের বছর ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত ৩১৭১ জনকে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণত এই পেশায় যুক্ত ব্যক্তি বৃত্তি ছাড়াও উন্নয়ন মূলক সাহায্য পেয়ে থাকেন, তবে নতুন পেশায় তিনি স্বনির্ভর হতে পারেন।

বিশেষ প্রবন্ধ

এক নজরে কোচবিহার জেলার অনগ্রসর কল্যাণ কার্যালয়ের কর্মধারা

কোচবিহার জেলার মোট জনসংখ্যা ২১,৭১,১৪৪ (১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী) তার মধ্যে ১১,২৫,৭১৯ জন তফসিলি জাতি ও ১০,২১৫ জন তফসিলি জনজাতি। মোট জনসংখ্যার ৫২ শতাংশের বেশি তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। তফসিলি জাতিদের মধ্যে প্রধান সম্প্রদায়গুলি হল: রাজবংশী, কামতা, মেচ, ওরাওঁ এবং সাঁওতাল। এঁদের মধ্যে অনেকে পূর্বাঞ্চলে বা অন্যান্য রাজ্য, যেমন—বিহার থেকে এসে বসবাস করছেন।

এঁদের তফসিলি জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ মানুষই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে দুর্বল। এঁদের সার্বিক উন্নতির জন্য কোচবিহার শহরে 'কল্যাণ ভবনে' একটি জেলা কার্যালয় রয়েছে। 'কল্যাণ ভবন' নামের 'অডিটোরিয়াম' কোচবিহার রাজার প্রায়ত্ন তৈরি একটি পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ভবন, যেটি সংস্কার করে বর্তমানে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জেলা দপ্তর প্রশাসনিক ভবন হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। বিগত ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ তারিখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করেন। অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের রাজ্যমন্ত্রী শ্রীমতী বিনোদরানী ডাকুয়া বক্তব্য রাখেন। এখানে মোট ২১ জন কর্মচারী আছেন। সরকারি কাজের সুবিধার জন্য এই জেলাকে দিনহাটা ও মাথাভাঙা মহকুমাতেও ভাগ করে দুটি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। এই আঞ্চলিক কার্যালয়ে দিনহাটা ও মাথাভাঙা মহকুমার অন্তর্গত এলাকাগুলোর তফসিলি জাতি ও জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান-সংক্রান্ত কাজকর্ম হয়ে থাকে।

দরিদ্র ও অনুন্নত তফসিলি জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতির জন্য এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুল, কালভার্ট, ড্রেনেজ তৈরি, বিদ্যুতায়ন পুর নির্মাণ ও মেরামতির কাজ করা হয়ে থাকে। জেলার সার্বিক উন্নতির জন্য নিবিড় পরিকল্পনা ভিত্তিক ব্লকভিত্তিক সাহায্য (স্পেশাল কম্পোনেন্ট প্ল্যানিং) মঞ্জুর করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জেলা কার্যালয় সংগঠন করিয়া (লঘিষ্ঠ শিল্প ও কৃষি সমবায়ভিত্তিক) তফসিলি জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারি কমানোর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বিগত ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে ১,৫২৬ জন তফসিলি জাতি ও জনজাতির মধ্যে বেকারি কমানোর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তফসিলিভুক্ত বিভিন্ন ব্লকের দুঃস্থ-দুর্বলদের জন্যে তফসিলি জাতি ও জনজাতি বিত্ত এবং উন্নয়ন নিগম (এস এস এফ ডি সি) এক হাজার মোট ১৮ জনকে ছাগল বিতরণ, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদি ইউনিট কম মঞ্জুর করা হয়। এ ছাড়াও ৩১ জন তফসিলিভুক্ত ছেলেদের বিনামূল্যে ফুটবল পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিভিন্ন ব্লকস্তরে। কোচবিহারের প্রাচীন অর্থনীতির ধারা হয়ে যেসব তফসিলিভুক্ত গ্রামীণ 'তামাই সেন' প্রথম শুরু হয়ে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সহায়তায়।

১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছর পর্যন্ত মোট ৫,৯২,৮০,১৯০ টাকা ব্যয় করে ৭০টি শিশু প্রতিষ্ঠান, হস্টেল, ২৭টি বাস্তুর সেতু, কালভার্ট বা পুল, ২৪টি বালতুল, পানীয় জল সরবরাহ, সেচ প্রকল্পের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়ে চলেছে। তফসিলি জনজাতির ৪১টি গ্রামেতে বৈদ্যুতিকরণের কাজও শেষ হয়েছে। তাছাড়া বিগত ৩ বছরে ১,০২,৫০,০০০ টাকা বিনিময়ে সহায়ক প্রকল্পে (এস সি সি) ও আনুষঙ্গিক উপ-পরিকল্পনায় (এস সি এ পি এস সি এবং টি এস সি) পৃথক ভাবে অনেক জন্য মঞ্জুর হয়েছে, যে টাকা থেকে ৫১টি শিশু প্রতিষ্ঠানের মোট ঘর নির্মাণ, ১৭টি বাস্তুর সেতু। পুল, ১৪টি বালতুল, ৮টি সেচ প্রকল্প ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া এখানে চলেছে গ্রামীণ এলাকায় নিযুক্ত পঞ্চায়েতভুক্ত জনপ্রতিনিধিদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান।

তফসিলি ও উপজাতি যুব এবং মহিলাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনের জন্য দুটি পৃথক কেন্দ্র আছে, যেখানে প্রতি

শহর ২০ জন তফসিলভুক্ত পুরুষ ও ২০ জন তফসিলভুক্ত মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের একবছরের প্রশিক্ষণের জন্য মাসিক ১২০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়। ঘাটতলে ডি গ্রেড ডি ৫ এর সহযোগে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসিক ৪০০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। এইসব কেন্দ্রের উৎপাদিত সামগ্রী কেন্দ্রীয়ভাবেই বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়।

এই জেলার মোট ১২টি ব্লক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আছে। প্রত্যেক ব্লকে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের একজন করে পরিদর্শক নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেক ব্লকে পরামর্শদান কেন্দ্রগুলির নিকট, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পর্যালোচনা করার জন্য 'ব্লক ওয়েলফেয়ার কমিটি' আছে। জেলাতে আছে 'জেলা ওয়েলফেয়ার কমিটি', জেলা পরিষদের সভাধিপতি যার সভাপতি এবং জেলাশাসক সচিবক।

তফসিলি জাতি ও তফসিলী ছাত্র-ছাত্রীদের বই জেলার জন্য অনুদান দেওয়া হয় সাংস্কৃতি বিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে। পরিষদ নিয়ে ১৮ হাজার টাকা মাধ্যমিক তফসিলভুক্ত ১৪৬০৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ০৬০ টাকা করে প্রদানপোষণ ভাতা দেওয়া হয় পঞ্চমশ্রেণীর মাধ্যমে। ১৯৯৫-৯৬ সিলে মূর্খ মাধ্যমিক স্তরের ১৩২ জন মেধাবী ছাত্রীকে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং মেধা সহ নবম থেকে আদ্য শ্রেণী পর্যন্ত ৫৮ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে ৪০০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এই জেলাতে নিম্ন আদ্যমিক স্তরে ৭টি আশ্রম হস্টেলে ১৪০ জন তফসিলভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে সরকারি খরচে থাকা, খাওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া ১৪টি আশ্রমিক হস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীরা মাসিক ৩০০ টাকা করে বৃত্তি পেয়ে থাকেন। শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণ করার জন্য তফসিলি জাতি ছাত্রদের জন্য আরও ৫টি আশ্রম হস্টেল নির্মিত হয়েছে এবং আদিবাসী ছাত্রদের জন্য ২টি আশ্রম হস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে।

শহরের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের তফসিলভুক্ত ছাত্রীদের জন্য ছোটনিহারের দেবী মন্দিরে ৬১ জন ছাত্রীর থেকে পড়াশোনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ছাত্রীনিবাস আছে। আবাসিক শহরের অনুদান একটি ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছে। তা ছাড়াও ছোটনিহার শহরে ১২৫ জন ছাত্রের জন্য আরও একটি কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও অনিয়োগ করা হয়েছে। সর্বোপরি ছোটনিহার জেলার অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ আধিকারিক প্রত্যেক মহকুমা শহরে একটি করে কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আদিবাসীদের মধ্যে পড়াশোনার ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য সমাজকল্যাণ আধিকারিক আছেন। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে ১১৯৬-৯৭ সালে ১৫,৩০৬ জন তফসিলি জাতি ও ৬৪১ জন আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোট ১,৪১,১০,৪২৬ টাকা পুস্তক ক্রয়, ছাত্রপোষণ ভাতা, আবাসিক কি, ইউনিফর্ম, খেলাধূলার জন্য দান করা হয়েছে। মাধ্যমিকস্তরে তবে ১০,২৯০ জন তফসিলি জাতি ছাত্র-ছাত্রী ও ১৫০ জন আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে মোকো সহ ১,২০,৭২,৫৭৪ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ আদিবাসী এলাকায় প্রাকৃতিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের জমি হস্তান্তর রোধ ও পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ জেলা অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ আধিকারিক থেকে যথাযথভাবে করা হয়ে থাকে।

সাধারণ ছেলেদের মাধ্যমিকস্তরে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগসুবিধার জন্য বিশেষ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিদ্যালয়ছুটের আগে ১২ জন কর্মচারিকে ২০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়।

বিগত দশ বছর ধরে উপজাতির মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি জাগরণে 'প্রকৃতিরক্ষা সংগীত' প্রতিযোগিতা ব্লক থেকে শুরু করে পরে জেলার উদ্যোগে ও উদ্দীপনায় সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই জেলায় এবং মেলা থেকে মেধাবী প্রতিযোগী সম্মান লাভ করেছেন। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হওয়ায় উপজাতির মধ্যেকার লোকসংস্কৃতি চর্চার দিকে এগিয়ে গেছে। বাঁকী জেলায় 'হাওয়াইয়া সঙ্গীত বিদ্যালয়' সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করে নেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতিতে সরকার নির্মিতভাবে বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক কাজ সম্পর্কে সতর্কতার সঙ্গে দেখা হয়ে তফসিলি জাতি, তফসিলি আদিবাসী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে।

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের আর্থিকভাবে পশ্চাৎপদ প্রসঙ্গের আরও এই আলোচনায় উপর দেওয়া হয়েছে, যা সম্পূর্ণ তথ্যসহকারে প্রতিপালন করা হয়ে।

সমাজশিক্ষার প্রসারের ১৯৯৭ সালে ৪: টি গ্রাম অঞ্চলগুলোর জন্য একটি পালন করা হয় ৪: গ্রামগুলোর মূর্তিতে প্রদর্শন, সেমিনারমার সহযোগে প্রতিপালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ১০৫ জন ছবিজন প্রাক্তনী ছাত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় অনগ্রসর সম্প্রদায় সম্পর্কে গল্প এবং তথ্য ও সংস্কৃতি গল্পের উপর ছোটদের যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল তার মূর্তি গ্রন্থ রাখা হয়েছিল।

প্রতিবেদক
সমরকুমার সেন

জেলার কথা

পুরুলিয়া

(কৃষ্ণচূড়ার সম্পর্কে অনেকেরই মতো)

আমাদের কৃষ্ণচূড়াকে আলাদা করে উৎসবে চোখে পড়ে না। তবুও কৃষ্ণচূড়াকে সত্যিকারের একটি আলাদা জায়গা দেয় ২১ জুলাই, ১৯৮৭ আমরা পুরুলিয়ার সাহিত্যিক উদ্যোগে আমরা একদল অনুরাগী কিশোরীর উদ্যোগে প্রথম কৃষ্ণচূড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সংঘের উদ্যোক্তা ছিলেন আমরা পঞ্চাশের সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, ছাত্রী এবং পুরুলিয়ার প্রবীণ সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক আমাদের সংগঠনের প্রথম বিশেষের প্রথম অধিবেশনে তখ্য জেলা আলাদা অধিবেশনে এবং পরবর্তিতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গুণী অধিবেশনে।

বিভিন্ন বক্তা উৎসব অধিবেশনে বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, 'কবিতা' হলো আমাদের নিত্য সঙ্গী, কিন্তু এখনও নিত্য আমাদের জীবনের অর্থের আলো উৎসবের সমারোহে, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের সুন্দর বই করার জন্য সবচে বেশি প্রতিনিধি সংস্থা নিয়ে আলোচনার চলিয়ে যেতেন বিভিন্নের অবতারিকা জন্য; 'কবিতা' হলে কাছের ঈশ্বর কথার আরো হলে সার্বিক আর্থ নিয়েও কথার আলোচনা।

অধিবেশনেরই প্রথমের কথা মতো, কবিতা ইতিমধ্যে সংখ্যা প্রকাশ আরো হলে উৎসবের সময়ের ছাত্রদের শুরু করেন। সময় ছাত্রীর ছাত্র ও আলোচনাচক্রের 'কবিতা'-বিষয়ক বিভিন্নের নিয়ে যায়, কবিতা করার অনুরোধ জন্য হয়।

সভাপতি বিভিন্ন ও প্রধানদের মাধ্যমে এই সময়ে অংশগ্রহণকারী সকলেই 'কবিতা' প্রকাশ বিষয়ে নিজ নিজ একেকজন প্রকাশ করেন এবং উক্ত কৃষ্ণচূড়ার ঘ প্রথম বিষয়ে আলোচনার সময়ের করে যেতেন সংস্থা চলে করেন।

প্রতিনিধি
প্রথম অধিবেশন এবং
জেলা কথন অধিবেশন

উত্তর দিনাজপুর

(কবিতা ও আমাদের নিয়ে উৎসব)

কবিতা পাঠ, তার ও কবি সম্মেলনের মৌলিকতায় এবং আমাদের সংগঠন আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলা কর্মকর্তাদের পরিচালনা সহযোগিতার সংগঠন ও আলোচনার মূলের নিয়ে উপস্থিতির ঘটে ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ অধিবেশনে বসবে আমাদের কবিতা মেহেরুন্নাসা হাসানের প্রাঙ্গণে নিয়ে অধিবেশী মেহেরুন্নাসা উপস্থিতিতে আলোচনা, কবিতা আর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তার আলোচনা বিভিন্নে আলোচনা হয়ে থাকে। তবুও প্রতি নিয়ে নিয়ে আলোচনার নিয়ে, নিয়ে, নিয়ের আলোচনার আলো আলো হয়ে তার, তোর, তখন, কবিতার কবিতা দিয়ে বলেন। নিয়ে আলোচনার এই 'কবিতা'র নিয়ে আলো হলে আলোর প্রকৃতিবৈচিত্র্যের সাথে করে আলোর আলো এনিয়ে যাওয়া। আলোর পাঁচ নিয়ে আলোর উপস্থিত, উপস্থিতদের নিয়ের তবুও আলো আলোর হয়ে পরিবার তোর করেন এবং আলোর নিয়ে পাঁচটি প্রতিনিধি নিয়ে আলোর নিয়ে তোর পাঠানোর করেন। আলোর নিয়ে উপস্থিতকে নিয়ে তার পাঠের আলো কবিতা তোর, তখন ইতালী কবিতা এই তার আলো এবং তোর করেন হয়। আলোচনার উপস্থিত আলোর আলোচনার করার তোরের করে উপস্থিত করা হয়। উপস্থিত তোর উপস্থিতদের নিয়ে নিয়ে আলোর পুরস্কারপ্রাপ্তী সকিতে তোর তার করে আলোর উপস্থিত আলো পুরস্কিত নিয়ে তার হলে এবং আলোচনার শেষ তোর তার তার তার তার তার।

পর ১ নভেম্বর, ১৯৯৭ উত্তর দিনাজপুর জেলার আলোচনা নিয়ে উপস্থিত কর্মকর্তা আলোর তোর আলোচনা নিয়ে উপস্থিত হয়। উপস্থিত পরিচালনা করেন আলোর তোর, সভাপতি ও ছিলেন কবি, সাংবাদিক আলোচনাকার। এই উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন কবিতা নিয়ে নিয়ে আলোচনার আলোচনা, আলোচনার আলোর নিয়ের উত্তর দিনাজপুর জেলা কর্মকর্তাদের তোর আলোচনার তথা জেলা আলোর আলোচনার এর ঐ নিয়ে। এই উপস্থিতে তোর তার নিয়ে নিয়ে, কবিতা আলোচনা, কবি, কবিতার তোর, কবিতার আলোচনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তোরের আলোচনা কবিতা নিয়ে আলোচনা তার তার।

আলোচনার সাংগঠনিক আলোর নিয়ের উত্তর দিনাজপুর জেলা কর্মকর্তা নিয়ে আলোচনার তোরের আলোচনা ও আলোচনার নিয়ে উপস্থিতে তোরের আলোচনা সাংগঠনিক আলোর নিয়ে নিয়ে, কবিতার কবিতা, 'কবিতা' প্রথম নিয়ের আলোচনায়, নিয়ের কবিতার আলোচনার নিয়ে তার তোর তার। আলোচনার আলোচনা এবং তার আলোচনা নিয়ে আলোচনার আলোর তোর আলোচনার আলোচনার আলোচনার আলোচনা নিয়ে তোর আলোচনা আলোচনার আলোচনা নিয়ে তোর আলোচনা আলোচনার তোর তার তার আলোচনা তোর তার।

প্রতিনিধি
নিয়ের আলোচনা

বীরভূম

(প্রসঙ্গক্রমে বীরভূম জেলার বিবরণ)

বীরভূম জেলার আয়তন ৮,৮৯,২৭৮ একরি/সেন্টিমি। ১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ২৭,৬০,৪৯৮, তাদের মধ্যে পুরুষ ১,৮২,৫৮৩ জন, তাদের মধ্যে মহিলা ১,১৮,৮২১ জন, তাদের মধ্যে পুরুষ ৪,০৩,৪১৩ জন ও মহিলা ৩,১৯,১১০ জন, তাদের মধ্যে মহিলা পুরুষ ১০,৮০৫ জন ও মহিলা ৮১,১১০ জন। এই জেলার অন্তর্ভুক্ত ৫টি, শহরের সংখ্যা/মূল উল্লেখ করলে ১৯টি, গ্রাম ১৭টি, গ্রাম শহরের ১৯১টি, নিউক্লিয়াসবিহীন ও পুনরায় ৫টি, আই টি পি, (সুন্দরহাট মহিলাদের উন্নয়ন প্রকল্প) মূল ১টি এবং আই টি পি প্রকল্প টোটাল সংখ্যা ২৫২। তাদেরকে মধ্যে তাদের জাতি গোষ্ঠীদের জন্য তাদের মধ্যে ৪টি, তাদের জাতি ও তাদের জাতীয়দের জন্য তাদের মধ্যে ১টি। তাদেরকে মধ্যে তাদের জাতি গোষ্ঠীদের জন্য তাদের মধ্যে ৪টি তাদের জাতীয়দের জন্য তাদের মধ্যে ৭টি। তাদের জাতি ও তাদের জাতীয়দের জন্য বিশেষ সংখ্যা মোট ছেলেদের সংখ্যা ৪০। তাদেরকে মধ্যে প্রাইমারি স্কুলগুলি/ইউনিটগুলিতে মোট ৩০ জন করে এবং তাদেরকে মধ্যে প্রাথমিক স্কুলগুলি/ইউনিটগুলিতে ২০ জন করে ছাত্রছাত্রী আছেন। তাছাড়াও এই জেলার সিউড়িতে অবস্থিত আইসিডিএস নিয়ন্ত্রিত সংখ্যা ছাত্রীনিবাসে তাদেরকে আদিবাসী ছাত্রীরা থেকে পড়াশোনা করে থাকেন।

সাধারণত আদিবাসী ছাত্রদের জন্য প্রতি স্কুল ৩০ জন পড়াশোনার পাশাপাশি গ্রাম শহরের ৫ শহরের সমিতি এলাকাতেও এর নিজস্ব বাসভবন আছে সাধারণ পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়াও সাঁওতালী ভাষার একমাত্র আদিবাসিরা হয়ে থাকবে বিষয় বহুদিন ধরে হয়। ১৯৯৯ সালের ৪ থেকে ৭ সালের ভিত্তিক ৫ পুনর্নির্মাণ জেলার মোট ১৩টি আদিবাসী অনুমোদিত বসুমতী একমাত্র আদিবাসিদের জন্য গ্রহণ করেন। বিষয়ের জেলার কর্ম এই যে, কর সহরে সিউড়িতীর অধিবাসী আইনিক, নিকেতন সংলগ্ন ছেড়ীর অধিবাসী মহিলা ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীরা একক সংখ্যা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

গত ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখের সন্ধ্যাবেলা কলকাতা বিকাল ৫৭১ তথা ৩ সাতটি বিকালের যৌথ উদ্যোগে মোট ১০টি জেলা শহীদ সন্ধ্যাবেলা ৩: টি তার অন্তর্ভুক্তদের ১০৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়, এবং সন্ধ্যাবেলা তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন বীরভূম জেলা শাসিকেন্দ্র সন্ধ্যাবেলা হয় দুর্ঘটনা। জেলা সমাহর্তা ও চলন্ত অধিকারিক হয়ে জেলা অন্তরঙ্গ অধিকারিক উচ্চ উপরে উপনীত থেকে তাদেরকে জাতি, অধিবাসী ও তাদেরকে সন্ধ্যাবেলা ছেড়ীর জন্যদের জন্য সন্ধ্যাবেলা পুরীর সব সময়ের মুখোমুখিতে প্রেরণা তাদীয়ার করেন। এই উপলক্ষে জেলা জনগণ থেকে তাদেরকে জাতি, অধিবাসী ও তাদেরকে শ্রেণীর জাতীয়দের পত্রপত্রিকার জন্য প্রাপ্ত মোট অনুদান-পত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮৪, ১৫ ও ৯৪১, তার মূল্য ১১১৬,১৮ ও ৯৫৮ জনের পত্রপত্রিকা প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদিকা
ইন্দ্রাণী সিংহরায়

বর্ধমান

১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী বর্ধমান জেলার জনসংখ্যা ৬০,৫০,৬০৫ তাদেরকে জাতির জনসংখ্যা ১৬,৬০,৪১৩ ও তাদেরকে অধিবাসী জনসংখ্যা ৩, ৭৯,০০০, তার মধ্যে শ্রেণীর জন্য অনুমোদ পুরিমিতির।

প্রাথমিক স্তরে তাদেরকে জাতি ও অধিবাসী ছাত্রদের ১১টি আশ্রম ছাত্রাবাসে থেকে নিজস্বদের জন্য করা হয়েছে এবং আরও ৩টি আশ্রম ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছে। ১৯৯৯-৯১ আর্থিক স্তরে ৭,৭৩,৬০০ টাকার ১৮০ জন তাদেরকে জাতির ছাত্র ও ৬০ জন অধিবাসী ছাত্র উপকৃত হয়েছেন। প্রাথমিক স্তরে ১৯৯৯-৯১ সালে ৮৩৮৭ জন তাদেরকে জাতি ছাত্র-ছাত্রী ৬০,১৯,৫২০ টাকা এবং ৪০০০ জন অধিবাসী ছাত্র-ছাত্রী ১৮,০০,০০০ টাকা ছাত্রবৃত্তিদান বৃদ্ধি পেয়েছেন। তার থেকে তাদের শ্রেণী পর্যন্ত ৬২ জন ছাত্র-ছাত্রী ৩,০৪,২৭০ টাকা মেডিক্যাল বৃদ্ধি পেয়েছেন ১৯৯৯-৯৭ সালে।১৯৯৬-৯১ আর্থিক সালের ২৪৭ জন ছাত্রীকে মোট ৩,৯০,০০০ টাকা বিশেষ বৃদ্ধি প্রদান করা হয়েছে, যাঁরা ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণীতে। আরোও ৫৭ জন বিষয়ে পাশ ও ১৫ পারসেন্ট নিম্ন বিদ্যালয়ে উপনীত হয়েছেন। এই বছরেই ৬২,১০৫ জন তাদেরকে জাতি ও অধিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে পুস্তক ক্রয় বাবদ ৫১,৪৮,২১৫ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। ৫ম শ্রেণী থেকে উচ্চ পর্যন্ত শিক্ষার জন্য ১৯৯৬-৯১ সালে ১,০৭,০০,০০০ টাকার উপবৃত্তি হয়েছেন ২,১১১ জন ছাত্রের ও ২,৫৮৮ জন ছাত্রীবৃত্ত তাদেরকে জাতি ছাত্র-ছাত্রী ৫৯১ ৮,০১,০০০ টাকার উপবৃত্তি হয়েছেন২৮১ জন ছাত্রের ও ৮৮ জন ছাত্রীবৃত্ত অধিবাসী ছাত্র-ছাত্রী। উপরোক্ত ছাত্রের ছাত্রাবাস বৃদ্ধি হিসাবে ৩৩,৩৪,২০০ টাকার ১,১১২ জন তাদেরকে জাতি ও ১৮,৩২,১০০ টাকার ৬১১ জন অধিবাসী ছাত্রাবাসিদের সাহায্যে করা হয়েছে। বর্ধমান শহর ও আসানসোলে কেন্দ্রীয় ছাত্রীনিবাস আছে, যেখানে থেকে তাদেরকে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারবেন।

আসানসোল শহরে তাদের থেকে ৪২ কিলো দূরে ১৩৭৪ জন তাদেরকে জাতির ও ৮৮১ জন অধিবাসীদের জাতিদের পড়াশোনা প্রদান করা হয়েছে বিষয় বহুদিন।

ঘর আর্থিক সালে বিশেষ সাহায্য প্রকল্পে (এস টি পি) প্রায় ৪০,০০,০০০ টাকা ও অধিবাসী উপজাতিদের প্রায় ৭,০০,০০০ টাকার তাদেরকে জাতি অনুমতির এলাকায় ৮টি গ্রাম সাহায্য উন্নয়ন ও ১টি মেয়ে বিদ্যালয়ে গড়ে তোলা এবং আই টি পি এলাকায় ২টি গ্রাম সাহায্য উন্নয়নের করা হয়েছে। আরোও সাহায্য ছাত্রাবাস, বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাস ও কেন্দ্রীয়

ছাত্রাবাস মেরামতির জন্য সরকার ৫,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

বর্ধমান জেলায় স্বল্পশিক্ষিত তফসিলি জাতি ও আদিবাসী যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করার জন্য চর্মশিল্প, সীবন (টেলারিং) শিল্প, পট বয়নশিল্প প্রভৃতিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে।

সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণে সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা জেলাকে নিয়ে বর্ধমান জেলাকে নাট্য প্রতিযোগিতা কেন্দ্র করা হয়েছে।

১৮৫৫ সালের ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণে প্রতি বছর ৩০ জুন জেলার বিভিন্ন স্থানে মহাসমারোহে হুল দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১০৭তম জন্মজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে গত সরকারের পক্ষে কাজ হয়েছে বহরমপুর টাউন হলে।

প্রতিবেদক
কল্যাণময় ঘোষ

বাঁকুড়া

গত ১৮ আগস্ট, ১৯৯৭ নন্দরানী দল মহাশয়ার সভানেত্রীত্বে মোট ১২ সদস্যবিশিষ্ট বিধায়কমণ্ডলীর 'সাবজেক্ট কমিটি' বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির অফিসের পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে আসেন। উক্ত সাবজেক্ট কমিটির সদস্যা হিসাবে শ্রীমতীদল ছাড়া ছিলেন তপতী সাহা, ক্ষিতিভূষণ মণ্ডল, কিরিটি বাগদী, কমলাক্ষ বিশ্বাস, খারা সরেন, ফণিভূষণ রায়, পরমার্থনাথ রায়, ধীরেন লেট, শিবপ্রসাদ দলুই, বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস।

ওই কমিটি গত ১৯ আগস্ট, ১৯৯৭ বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ প্রান্তে খাতরা ব্লকের অন্তর্গত মাসানজোর আদিবাসী হাই স্কুল পরিদর্শন করে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সহ বিভিন্ন তথ্য অর্থাৎ হস্টেল আছে কিনা, প্রয়োজনানুযায়ী ঘর আছে কিনা, ছাত্র-ছাত্রীরা কি অবস্থায় থাকেন, পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে শেষ পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা কতজন দিচ্ছেন, সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেন। তাছাড়া সরকার নির্দেশিত নিয়ম অনুসারে শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত রক্ষণবিধি মানা হচ্ছে কিনা দেখেন। তারপর তাঁরা যান বাসুদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক আদিবাসী আশ্রম হস্টেল পরিদর্শন করতে এবং এবং পরিদর্শন শেষে ছোট ছোট ছাত্রের শোবার জন্য মাটির বদলে তক্তপোষের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন।

কমিটি রাইপুর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ডি আর এম এস ল্যাম্পস পরিদর্শন করে সমস্যাবলী খতিয়ে দেখেন সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সবশেষে ওই কমিটি গড় রাইপুর গার্লস হাই স্কুল পরিদর্শন করে সব বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অবশেষে ২০ আগস্ট, ১৯৯৭ নন্দরানী দল মহাশয়ার সভানেত্রীত্বে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের রেস্ট হাউসে জেলার সমাহর্তা সহ অন্য সব আধিকারিক, সহকারী সভাধিপতি, বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যগণকে নিয়ে জেলার সব ছাত্রদের বিষয় নিয়ে আলোচনাসভা করেন। অনুষ্ঠানে জাতিগত শংসাপত্র, ১০০ শতাংশ সংরক্ষণবিধি, হস্টেলের জন্য অনুদান, যাতে যথাযথভাবে এবং দ্রুততরভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়া যাবার পথে ছাতনা ব্লকের কমলপুরের কাছে বাজুরডিহি প্রাইমারি স্কুলের আশ্রম ছাত্রাবাস দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদক
বিমান চক্রবর্তী

মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের জেলার মধ্যে ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার দিক থেকে মেদিনীপুর জেলা বৃহত্তম। মানচিত্রের হিসাবে এই জেলার পূর্বে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমে বিহার ও ওড়িশা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আর উত্তরে হুগলি জেলা। এই জেলার ৭টি মহকুমায় ৫৪টি ব্লক অবস্থিত। প্রায় ১১৭৯৬টি মৌজার মধ্যে আদিবাসী অধ্যুষিত মৌজার সংখ্যা ২৪৩।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর। সাংস্কৃতিক দিক থেকে সেপ্টেম্বরের শেষে কাশফুল ছিন্নমূলে উদ্‌যাপন দিয়ে শুরু হয়ে ঘাটালের 'ছৌনাচ উৎসব', ঘাটালের 'শিবসায়র মেলা', ডাঁইচির 'খাড়ী মেলা', কাঁথিতে 'রাসমেলা', মেদিনীপুর শহরের 'মেদিনীপুর মেলা' ছাড়াও তফসিলি জাতিভুক্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় 'ঝুমুর নাচ' ও 'পৌষ পার্বণের' আয়োজন।

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের শিক্ষা প্রসারের জন্য আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। বিগত ১৯৯৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন খাতে সরকার যে অনুদান মঞ্জুর করেছেন তার খতিয়ান নিম্নে তালিকা থেকে জানা যাবে :—

	সরকার প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ	উপকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	মাধ্যমিক পর্যন্ত
পুস্তক ক্রয়	৬৫,৫০,০০০ টাকা	৬৯,২২৬ জন	তফসিলি জাতি
পুস্তক ক্রয়	৩৭,৫০,০০০ টাকা	৩৮,৩৫৩ জন	তফসিলি আদিবাসী
৩। আবাসিক বৃত্তি	৩,৭২,৭২,০০০ টাকা	১২,৬২৪ জন	তফসিলি জাতি
৪। আবাসিক বৃত্তি	২,৯৪,১২,০০০ টাকা	৯,৮০৪ জন	তফসিলি আদিবাসী
৫। ভরণপোষণ বৃত্তি	১১,৪৪,০০০ টাকা	৭,২০০ জন	তফসিলি জাতি
৬। ভরণপোষণ বৃত্তি	৩৩,৮৫,০০০ টাকা	৭,৫২২ জন	তফসিলি আদিবাসী
৭। আবশ্যিক বৃত্তি	১,২০,০০০ টাকা	৮,০০০ জন	তফসিলি আদিবাসী
৮। তফসিলি জাতির জন্য	৭০,০০,০০০ টাকা	৬,৪১০ জন	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত
৯। তফসিলি আদিবাসীর জন্য	১৭,৪০,০০০ টাকা	১,৬৮২ জন	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত

বিশেষ মেধাবৃত্তি বাবদ নবম শ্রেণীর ১৩ জন তফসিলি জাতি ও ১৬ জন তফসিলি আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া হয় এবং এছাড়া ৫ জন শ্রেণীর ২০ জন তফসিলি জাতি ও ২২ জন তফসিলি আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে এই বৃত্তি দেওয়া হয় ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে। তাছাড়া মাধ্যমিকস্তরে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্রীদের যে বৃত্তি (২১ : ২৪) দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে মোট ৪,০৪,০০০ টাকা অনুমোদনযোগ্য ধরিয়া ১২৬ জন তফসিলি জাতি ও ১৪৪ জন তফসিলি আদিবাসী ছাত্রীকে আরও বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

অভিজিৎ
অভিজিৎ বিশ্বাস দাস

দক্ষিণ ২৪-পরগনা

মহকুমা শিক্ষায় পড়া তফসিলভুক্ত জনসম্প্রদায়ের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যান্য সংস্থার কার্যালয়ের ১৯৯৬-৯৭ আর্থিকবর্ষের চিত্র পাশে দেওয়া হল :

১ জানুয়ারী, ১৯৯৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ পর্যন্ত তফসিলি সম্প্রদায় প্রদান করা হয়েছে মোট ১৪,৭৮৪ জন তফসিলি জাতি, ১৫২ জন তফসিলি আদিবাসী এবং ৪,৮৫৭ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রার্থীকে।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নিম্নোক্ত অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বর্ষে :—

ক্রম	মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ
১। পুকুর [illegible]	৩৯,৯১,৫৮১ টাকা
২। পুকুর [illegible]	১,৩৯,৯১১ টাকা
৩। [illegible] বৃত্তি	১,৪৫,২১,২৩০ টাকা
৪। [illegible] বৃত্তি	৯,৫৭,৭৩৩ টাকা
৫। [illegible] বৃত্তি	৩৩,৩৩,৩৩১ টাকা
৬। [illegible] বৃত্তি	১,১১,১৩৩ টাকা
৭। হিসাব বৃত্তি	১,৩০৩ টাকা
৮। হিসাব [illegible] বৃত্তি	১,৭১,৩০৩ টাকা
৯। হিসাব [illegible] বৃত্তি	৭৩,১৩৩ টাকা
১০। [illegible] ও [illegible] [illegible] (১)	১,১১,৩০৩ টাকা
[illegible]-[illegible] [illegible] বৃত্তি (২)	১৮,৩০৩ টাকা
১১। [illegible] [illegible] (৩)	৫,৩৩,১৫,৩০৩ টাকা
[illegible] [illegible] (৪)	৯,৩৩,৭৩৩ টাকা
১২। হিসাব [illegible] বৃত্তি (প্রথম ও [illegible] শ্রেণী)	৭,৯৩,৩০৩ টাকা
	১৯,৭৩৩ টাকা
১৩। [illegible] [illegible] (মোট-৩)	১১,৩০,৩৩৩ টাকা

ক্রম	মোট	মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ
১। [illegible]	৩টি	৯৩.১৩ লক্ষ টাকা
২। [illegible] [illegible] [illegible]	১১টি	২.১১ লক্ষ টাকা
৩। [illegible] [illegible] [illegible]	১৯টি	১১.৭৯ লক্ষ টাকা

মহকুমা ২৪ পরগনার জেলার ১৪টি ব্লকেরকার্যি ট্রাইবাল সাব-প্ল্যান পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু আছে, তার অগ্রগতি সম্পর্কে জেলা কর্মসমিতি উদ্যোগ টেবিলেনি নেন করে।

বিস্তৃত ও বহুমুখী এই জেলার জেলা 'তফসিলি' ছাড়ার খবর পাঠান।

অভিজিৎ
বারাসত (উত্তর)

জলপাইগুড়ি

(টেরাই সম্প্রদায়ের জন্য বৃত্তির প্রকল্প)

গত ১৮ এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ 'টেরাইসেবা'র টেরাই সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় 'বৃত্তির জেলা প্রকল্প', 'পরিচ্ছন্ন পরিবেশ জন সচেতনতা প্রকল্প' এবং 'আলাদা প্রকল্প'সমূহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও বিভিন্নস্তরে স্থানীয় ব্লকের তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে।

উক্ত তিনটি টেরাই সম্প্রদায়ের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন, কেননা 'বৃত্তির জেলা' কার্যক্রমের শুরুর সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার মান সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠবে। তাছাড়া 'বৃত্তির জেলা' প্রকল্পটি এক, টেরাইসেবা বিশ্বাসের মতো দিন পরিচালনা করবে, সেই সমস্ত সংগঠনের মধ্যে বিভিন্নমুখী সেবা বৃত্তিদানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে বিশেষভাবে বৃত্তির সম্প্রসারণ এবং সেবার 'টেরাইসেবা' প্রকল্পের মধ্যে পরিচালনা করবে।

টেরাই পরিবার

জন এবং পরিবার মধ্যে টেরাইদাসদের অবস্থান সুদৃঢ় করা হয়েছে। অন্য জন জন, অভিযোগ এ জন সম্পন্ন হয়। 'বসন্তপুর' চলচ্চিত্রটি দেখে পরবর্তনে সারা দেশ টেরাই পরিবারের কথা জানা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে চলতি অর্থবছরের অভিযোগী অনুযায়ী, হিসেব করে অভিযুক্ত এই টেরাই অন্তর্ভুক্তীয় সমিতি উন্নয়নের অনুদান প্রদান করবার সময় অনুমোদন সহযোগিতা করার আছে। উপস্থিত সভাপতি এই চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের জন্য সরকারের এই উদ্যোগকে অনুমোদন জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানিনে এই সাংস্কৃতিকীয় টেরাইদাসদের উন্নতির সরকার সংস্কৃতিটি সংস্কারের জন্য সরকার এক কৃষ্ণ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসবে বলে প্রতিশ্রুতিদেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মুখে করে উপস্থিত ছিলেন তৃতীয় বিধায়ক, সভাধিপতি, জেলা শাসক, তৃতীয় পরিষদের সভাধিপতি সভাপতি, অন্যান্য সম্মানিত অন্যান্য বিশিষ্টজন জলপাইগুড়ি জেলার অধিবাসীবৃন্দ।

প্রতিবেদক

সুপ্রকাশ বসু

দার্জিলিং

দার্জিলিং জেলা অন্যান্য সমস্যার মধ্যেও পর্যটন ব্যবসায়ে বড় ও বিকাশের ১৯৮৭ সালের গোড়ার দিকে এখানে একটির জেলাস্তর অধিবেশন এবার নতুন প্রতিবেদিত অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্নটি সম্মুখে পরিষদের সভাধিপতি অধিক সময় ধরে প্রতীক ব্যক্তির প্রতিনিধিদের অনুপ্রেরিত উপস্থিত করেন। তাদের বিশ্বাস প্রকাশ ছিল এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বেহাল বিভিন্ন সমস্যার অধিকার অনুধাবন উপস্থিত ছিলেন।

সেই সময়ে সাইকেলটী উন্নয়নের প্রকল্পের অনুমোদন সম্বন্ধে সরকার সম্প্রতি প্রতিনিধি 'সমাধি' ঘোষণা করেন বলে জানা। অনুষ্ঠানকারী দল ও তাদের পরিবেশিত সাইকেলগুলি হল—অন্যান্য ট্রাইবাল সাংস্কৃতিক সংঘ, মিঠে চাবাগান 'অভিযোগী বিভাগ সমাজ সুস্থান', লেপচা ডিরিবেদের দল, কুলদল 'নয়া প্রভাত' ও 'পুনর্জন্ম' এবং লেপচা বিভিন্নদের দল, যোগে ঐক্যদের 'লেপচা জোমা'।

উক্ত সাইকেলগুলোর অভিযোগী সম্মুখের নিয়ন্ত্রকেরিয়ার অন্যান্যদের জীবন এবং তার প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক দেখানো হয়, যা উপস্থিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের দিকে সাইকেল সম্মুখে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অভিযোগী সাংস্কৃতিক অভিযোগী সাংস্কৃতিক সম্মুখে বিশেষভাবে সম্মুখ হয়।

অভিযোগী প্রকাশ বিশেষ প্রতিবেদন

অভিযোগী সম্মুখের অন্যান্য প্রতিবেদন ছাড়াও ছাড়াও ট্রাইবাল সাংস্কৃতিক সংঘের, মিঠে চাবাগান সংস্কৃতিক সংঘের 'অভিযোগী বিভাগ সমাজ সুস্থান' সাইকেলটি বিশেষভাবে দৃষ্টিআকর্ষণ করে বলে বিবেচিত হয় এবং এই সাইকেল সুস্থান চিত্রে অভিযোগকারীটি কুলদল জেলাদিনের বিশেষ সংস্কৃতি অভিযোগী হিসাবে বিবেচিত হয়।

প্রতিবেদক

অনন্তকুমার বসু, সুপ্রকাশ বসু

মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার মোট জনসংখ্যা ৩৫৯৪ লক্ষ বিশেষজ্ঞদের। এই জেলার মোট জনসংখ্যা (১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুসারে) ৪৭,৪৪,১১৮, যার মধ্যে ৯,২৯,৪৭৭ জন তফসিলি জাতিভুক্ত এবং ৮২,৮৮১ জন তফসিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের। সমাজসংস্কার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী পরিবারগুলোর মোট মুর্শিদাবাদ জেলার ২৮টি ব্লক ও ৭টি পৌরসভার ছড়িয়ে ছড়িয়ে এই অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ অনুন্নয়ন করে বিশেষভাবে বেহাল অবস্থাপন্ন পরিস্থিতিতে। মুর্শিদাবাদের ৫৮টি ঠেকার, আর তা ছি ছি ঠেকার সব জন্যগুলো এখন বসবাস। উচ্চপদস্থকারীদের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে

যেমন—সাগরদিঘি, নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ এবং রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকগুলোতে এঁদের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে মুর্শিদাবাদ জেলা অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ কার্যালয় ও বিভিন্ন ব্লকে কর্মরত পরিদর্শকগণ আত্মনিয়োগ করেছেন। এই জেলার অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর জেলার বিভিন্ন শিক্ষামূলক বৃত্তি, সাধারণ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, আদিবাসীদের জমি সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধানের কাজ ছাড়াও সাধারণ সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে।

শিক্ষামূলক বৃত্তি সাধারণভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। একটি প্রাক্-মাধ্যমিক স্তর এবং অপরটি মাধ্যমিকোত্তর স্তর।

(ক) প্রাক্-মাধ্যমিক স্তর : মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন খাতে টাকা দেওয়া হয়। যেমন—পুস্তক ক্রয় বাবদ, আবাসিকদের জন্য ভরণপোষণ ভাতা প্রভৃতি। মাধ্যমিকোত্তর স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য (যারা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত) অনুরূপভাবে বৃত্তি দেওয়া হয়।

এছাড়া এই শিক্ষামূলক বৃত্তি ব্যতিরেকে আলাদাভাবে বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪টি আশ্রম ছাত্রাবাস চলছে। এর মধ্যে ৩টিতে ৩০ জন করে এবং ১টিতে ২০ জন ছাত্র থাকার ব্যবস্থা আছে।

এখন নিচে ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের প্রাক্-মাধ্যমিক স্তর ও মাধ্যমিকোত্তর স্তরের বৃত্তির পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান প্রদত্ত হল :

২। (ক) ৩০,৭৭,৭৬৮ টাকা ব্যয়ে ছাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রীনিবাস নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

(খ) ৩৬,১৭,০০০ টাকা ব্যয়যুক্ত ছাত্রদের জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাসের কাজ ৭০ শতাংশ শেষ হয়েছে।

৩। নতুন ৩টি আশ্রম ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য নবগ্রাম, সাগরদিঘি ও মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

৪। রাস্তা নির্মাণ ও বৈদ্যুতিকরণের জন্য মোট ধার্য টাকার পরিমাণ ১৭,২০,০০০ টাকা খরগ্রাম, রানীনগর-২নং, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, সাগরদিঘি ও বরঞা পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদক

প্রবীণ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ হেমব্রম

১। প্রাক্-মাধ্যমিক স্তর :

প্রকল্পের বিবরণ	মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ	উপকৃতের সংখ্যা	সম্প্রদায়
(ক) পুস্তক ক্রয় ও	২৬,৯৫,১১৫	২৭,২৩২	তফসিলি জাতি
পরীক্ষার জন্য বৃত্তি	১৮,৫১৫	১,১২৮	তফসিলি আদিবাসী
(খ) ছাত্রাবাস বৃত্তি	১২,০৯,০০০	৪৪২	তফসিলি জাতি
ছাত্রাবাস বৃত্তি	১৪,১৩,০০০	৫১৬	তফসিলি আদিবাসী
(গ) ভরণপোষণ বৃত্তি	১২,৫১,৫১০	৩,৪৭৭	তফসিলি জাতি
ভরণপোষণ বৃত্তি	৩,৯১,৮৭০	১,১১২	তফসিলি আদিবাসী
(ঘ) মেধা বৃত্তি (৯ম ও ১০ শ্রেণী)	৬৭,২০০	১৪	তফসিলি জাতি
মেধা বৃত্তি (বালিকাদের জন্য)	১৫,৭০০	৬০	তফসিলি জাতি
		৪	তফসিলি আদিবাসী

মাধ্যমিকোত্তর স্তর :

প্রকল্পের নাম / সম্প্রদায়	মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ	উপকৃতের সংখ্যা
(ক) তফসিলি জাতি	৪৩,০০,০০০	৩,৬৭৯
(খ) তফসিলি আদিবাসী	২,৭৫,৫০৯	২০৯
(গ) মেধাবৃত্তি প্রকল্প		
তঃ জাতি ও আদিবাসী		
(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)	৮৪,০০০	২২

হাওড়া

পাঁচশো বছরের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী হাওড়া শহর যার প্রাণকেন্দ্র, সেই হাওড়া জেলার জনসংখ্যা আয়তনের তুলনায় অনেক বেশি। জেলার শিল্প সমৃদ্ধির জোয়ারের টানে জীবিকার সন্ধানে যেমন ভিন্ন রাজ্য থেকে দলে দলে মানুষ এসে পাকাপাকিভাবে বাসা বেঁধেছে এখানে, তেমনি দেশভাগের ফলে সাবেক পূর্ববঙ্গ বর্তমানের বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি এই জেলা।

দুটি মহকুমা—সদর ও উলুবেড়িয়া, ১৪টি ব্লক, ১৫৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়াও হাওড়া, বালি ও উলুবেড়িয়া পৌরসভা নিয়ে গঠিত এই জেলার আয়তন ১৪৬৭ বর্গকিলোমিটার, মোট জনসংখ্যা ৩৭, ২৯,০০০, তফসিলি জাতির জনসংখ্যা ৫,৮৮,০০০ এবং তফসিলি আদিবাসী জনসংখ্যা ১০,০০০। অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যা এখনও নিরূপিত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর এবং জেলা প্রশাসন জেলার অনগ্রসর সম্প্রদায়ের (তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সহ) জনগোষ্ঠীর মঙ্গল বিধানে সম্পূর্ণ সজাগ, তাই সামাজিক ন্যায় বিচার, অধিকারবোধ ও স্বার্থরক্ষার চেতনা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট কর্মিবৃন্দ এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

এই জেলার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নের জন বিগত ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে

যেসব সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার আভাস মিলবে নিচের তথ্য থেকে :

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য হাওড়া জেলা অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক ৪টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন আশ্রম ছাত্রাবাসে ১১০ জন শিক্ষার্থীকে রেখে শিক্ষাদান করা হয়।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার রাস্তা, সেতু ইত্যাদির জন্য বিশেষ সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে ২৫,০০,০০০ টাকার কাজ শুরু করা হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রের খতিয়ান

সাল	প্রকল্পের বিবরণ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	উপকৃতের সংখ্যা	সম্প্রদায়ের নাম
১৯৯৫-৯৬	পুস্তক ক্রয় ও পরীক্ষার ফি	২৩,৪১,২৮৫	২২,৩৬৭	তফসিলি জাতি
১৯৯৫-৯৬	ঐ	৬,৪৮৫	৬২	তফসিলি আদিবাসী
১৯৯৫-৯৬	ছাত্রাবাস বৃত্তি	২,৯৫,৫০০	১২১	তফসিলি জাতি
১৯৯৫-৯৬	ঐ	১৫,০০০	৫	তফসিলি আদিবাসী
১৯৯৫-৯৬	ভরণপোষণ বৃত্তি	৭,৯২,৯৬০	২,৩১৭	তফসিলি জাতি
	মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষাক্ষেত্রের বিবরণ			
১৯৯৫-৯৬	ভরণপোষণ বৃত্তি	২৩,৯৮,৭৬৯	২,২৩৫	তফসিলি জাতি
১৯৯৫-৯৬	ঐ	২৭,৫২৩	২৬	তফসিলি আদিবাসী
	বিশেষ মেধাবৃত্তি			
১৯৯৫-৯৬	বিশেষ মেধাবৃত্তি	৯৬,০০০	৩০	তফসিলি জাতি
	তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্রীদের জন্য মেধাবৃত্তি			
১৯৯৫-৯৬	মেধাবৃত্তি (৫ম থেকে ১০ম শ্রেণীর জন্য)	৭২,০০০	৫০	তফসিলি জাতি
১৯৯৫-৯৬	ঐ	১,৫০০	১	তফসিলি আদিবাসী

সমষ্টি উন্নয়নমূলক

১৯৯৫-৯৬ প্রকল্পের সংখ্যা ৩— ৫,৪৪,০২২ টাকা তফসিলি জাতির জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাক্ষরতা অভিযানের প্রচেষ্টা তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজে যথেষ্ট উৎসাহ- উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন এবং বিত্ত নিগমের হাওড়া জেলা শাখার মাধ্যমে ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে বিভিন্ন প্রকল্পে একক বা সমষ্টিগতভাবে পারিবারিক বা ব্যবসার মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের জন্য যথাক্রমে ২২১১ জন এবং ১৮৫৮ জন তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মানুষকে প্রান্তিক ঋণ, সরকারী ভরতুকি এবং ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হয়েছে। তফসিলি জাতি এবং আদিবাসী সমাজের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য এই জেলার বিভিন্ন ক্লাব-সংস্থাকে প্রতি বছর অর্থ মঞ্জুর করা হয়।

প্রতিবেদন

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর, হাওড়া

কোচবিহার

গত ২২ নভেম্বর, ১৯৯৭ বিকাল ৩টায় অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের অর্থানুকূল্যে ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সহযোগিতায় দিনহাটা ২নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার দশগ্রাম গোবরাছড়া মৌজায় ক্ষুদ্র পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া মহাশয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন কোচবিহার জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি মণীন্দ্রনারায়ণ অধিকারি মহাশয়।

উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে দশগ্রাম গোবরাছড়া মৌজার ২,৫০০ জন অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষ উপকৃত হবেন।

প্রতিবেদক সাধনকুমার সেন, কর্মী বর্মণ

কোচবিহারের নবনির্মিত 'কল্যাণ বিভাগ'

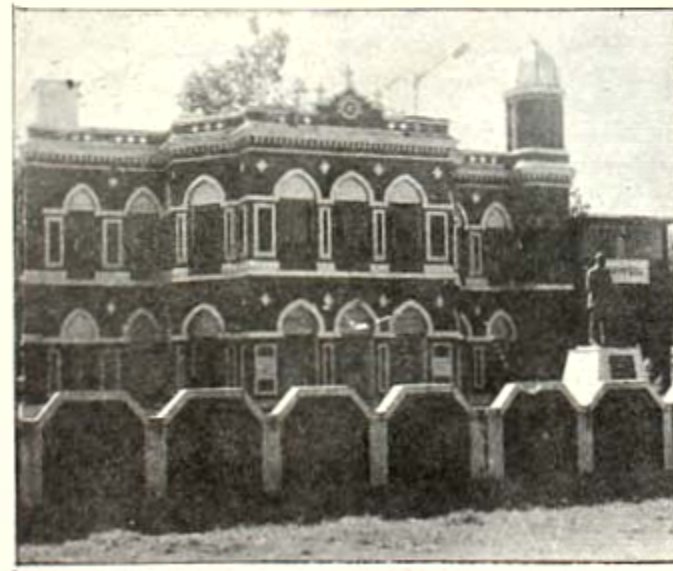

উত্তরণ

প্রথম বর্ষ □ চতুর্থ সংখ্যা □ মাঘ – চৈত্র, ১৪০৪ (ই. ১৯৯৮)

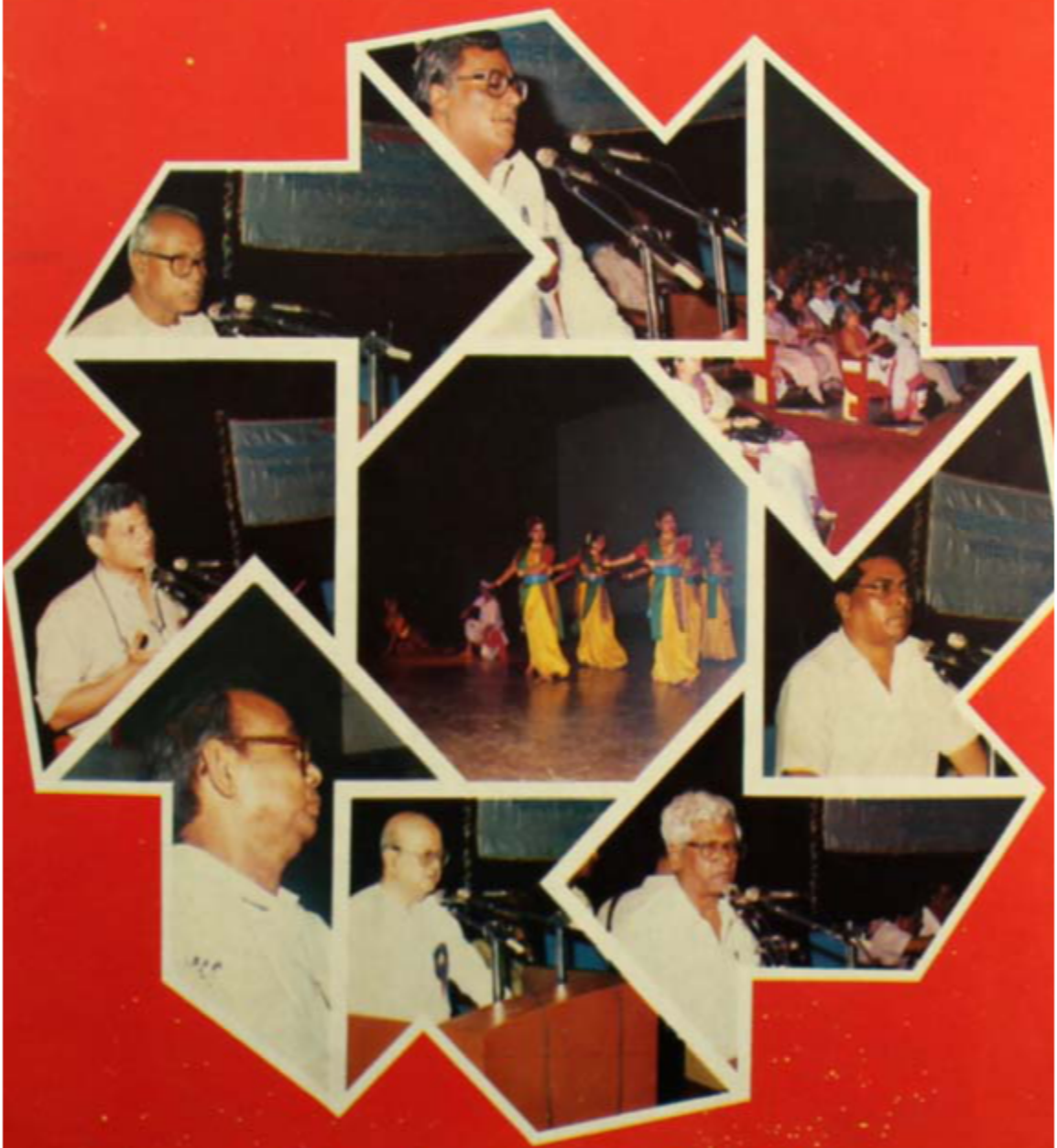

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।।

লেপচা আদিবাসী বিষয়ে তথ্যচিত্র

কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সাংস্কৃতিক গবেষণাগার) দার্জিলিং জেলার লেপচা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা নিয়ে ত্রিশ (৩০) মিনিটের একটি রঙিন তথ্যচিত্র তৈরি করেছে। তথ্যচিত্রটির নাম 'ইন দা ল্যান্ড অফ্ লেপচা' লেপচাদের দেশে)। আগামী মার্চ তিক চলচ্চিত্র ও

সারাংশ :

কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট দার্জিলিং জেলার লেপচা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা নিয়ে ত্রিশ (৩০) মিনিটের একটি রঙিন তথ্যচিত্র তৈরি করেছে। তথ্যচিত্রটির নাম ' ইন দ্য ল্যান্ড অফ্ লেপচা ' লেপচাদের দেশে ।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তর জানিয়েছেন ৪৫তম জাতীয় চলচিত্র উৎসবে নৃতত্ত্ব বিভাগে তথ্যচিত্রটি জাতীয় পুরস্কার রজতকমল পেয়েছে।

উত্তরণ

বর্ষা সংখ্যা ☐ মুদ্রণ সংখ্যা ☐ বর্ষ—৫৩ সংখ্যা ☐ শ্রাবণ, ১৪০৬ ☐ (জুলাই ১৯৯৯)

উপদেষ্টা কমিটি
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

মুখ্য সম্পাদক
[illegible]
[illegible]

সম্পাদনা কমিটি
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

সূচি

☐ সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

☐ পরিবেশ চেতনায়—[illegible]

☐ কবিতা গেছে ঘ: [illegible]—[illegible]

☐ হিন্দুর পরিবারে ও অনুষ্ঠানমূলক সমাজে—ড. [illegible]

☐ অষ্টম পরিবর্তনী পরিকল্পনার অনুমিতি উন্নয়-পরিকল্পনার সমস্যা বিষয়ে তথ্য—ড. [illegible]

☐ ত্রিপুরা সমাজের [illegible] ও অন্যান্য জনগণ বিষয়ে—

[illegible]

কবিতা

☐ [illegible]—[illegible]

☐ [illegible]—[illegible]

বিশেষ আকর্ষণ

☐ ড: বি আর আম্বেদকরের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাংবিধানিক নানা বিষয়ক আলোচনাসভা

প্রচ্ছদের ছবি

☐ ড: বি আর আম্বেদকরের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী পালনে

☐ 'সাংবিধানিক আইন' সেমিনারে

প্রচ্ছদ : [illegible]

প্রকাশনায় ও অভিমুদ্রণে :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সম্পাদকীয়

'উত্তরণ' পত্রিকার এক বৎসরকাল ত্রৈমাসিক প্রকাশনার পর দ্বিতীয় বৎসর থেকে মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকরের স্মরণে নিবেদিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিও তাঁর ১০৮তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষের প্রসঙ্গে মূলত প্রকাশিত। এই পত্রিকার ত্রৈমাসিক প্রকাশনাকালে পাশে প্রত্যেকের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, যা বিশেষত তফসিলি জাতি, আদিবাসী এবং অনগ্রসর সমাজের মানুষের জন্য সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এটা ঠিকই, একটা সামান্য অংশ এখানে জানানো সম্ভব হয়েছে কারণ, স্বল্প পরিসরের মধ্যে অনেক অনেক কিছু তথ্য ইচ্ছা থাকলেও পরিবেশন সম্ভব নয়। সেই জন্যই ত্রৈমাসিক পত্রিকা এখন মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশনে সচেষ্ট হয়েছে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক কিছু তথ্য এবং সংবাদ ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশিত হয়নি এবং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিস্তারিত বিবরণ আরও বেশি তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। তাই আমাদের প্রচেষ্টা রইল এই সমস্ত বিষয়ে আরও বেশি সময়ের নিয়ে প্রকাশ করা এবং পাঠক ও সুধীমণ্ডলের কাছে আবেদন রইল, আমাদের এই প্রচেষ্টায় আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং সহনের সাহায্য। আশা করি আমরা সেই সুযোগ আপনাদের কাছে পাব।

শোক সংবাদ

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাই গত ২৬ মে, ১৯৯৮, 'উত্তরণ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণা অন্বেষক কিরণকান্তি সরকার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের দরুন প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর এই আকস্মিক অকাল প্রয়াণে 'উত্তরণ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী গভীর মর্মাহত।

তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে 'উত্তরণ' পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। 'উত্তরণ' পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাই অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-সচিব ও যুগ্ম-কমিশনার (সংরক্ষণ) সুবল মাঙি গত ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮ প্রয়াত হয়েছেন। এই আকস্মিক প্রয়াণে আমরা গভীর মর্মাহত। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

দলিতের রবীন্দ্রনাথ

দীনেশচন্দ্র সাহা

মানুষ সমাজের বিভিন্ন স্তরে বসে নানা ধরনের কাজ করে। কেউ শিক্ষা দেয়, কেউ শাসন, কেউ সেবা, কেউ পরিচর্যা ও সুরক্ষাদিতে। তাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাদের কৌলীন্য, উপাধি বা পদবি ও উপাধি নির্ধারিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যবাদের এই বড় বিপদের কথা বুঝে নিয়ে তারা এক একটি স্তরে এক এক সম্প্রদায় তৈরি করে দিতে লাগল। এক এক জনপদে এক এক স্তরের বড় উপাধি আরো বাদল করেও এক এক স্তরের সেবা করতে থাকল। কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, কুমোর, ছুতার, কুড়ি, ধোপা, নাপিত, বারবনিতা, পুরোহিত, সেবক প্রভৃতি সেবা করে সমাজের নানা স্তরে বিভক্ত হয়ে যে যার কাজে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠল। এই বিষয়টি হল শ্রম বিভাজন। তবে সে বিভাজন অনেকাংশেই নয়। সেখানে দুটির ছেলে হলেও বিদ্যালয় কলেজে না পড়িয়ে হাতে ধরে বাবার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হত। আবার এক পেশা থেকে আর এক পেশায় অবাধে যাতায়াত করা যেত না এবং অনুমতিও ছিল না। তবে মুসলমান আমলে এ ধরনের পেশা ধরন, বিশেষ করে রাজা উপাধিধারীদের প্রায়শই পেশা থেকে কোনো উপাধিধারীর বৈধিক প্রয়োজনীয়তা পেশার অবশ্যই বেরোনোর না হলেও সমাজসেবা ছিল না। সুতরাং সেবাদের কৃষক, শ্রমিক, তাঁতির জোলার-জমিদার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত্ব হল, যে কোনও শ্রেণী থেকে জন্ম যে কোনও শ্রেণীতে যে কেউ যেতে পারত এবং বাধা ছিল না।

ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুশাসনে শ্রম বিভাজন হয়েছিল এবং বিশেষ বিশেষ করে পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত থাকতে থেকেছিলেন পরবর্তী প্রতিটি হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের সঙ্গে পার্থক্য হয়ে উঠল এই যে, কেউ একবার চুক্তি করে তার নিজে ছাড়ার নিয়োগকর্তা করুক না কেন পুরোপুরি ছাড়া যেত না। পেশা ও-ন বাহুবলের সামাজিক চাইতে নিষিদ্ধ ছিল। 'কুলকর্ম নিজাদর' অর্থ-উপার্জনটুকু বিভাজন না হয়ে 'ঐকান্তিক প্রকাশে' এ বিভাজন পাঁচক তাঁতী এবং সামাজিক উপাদানের অন্তে আমলাতন্ত্রীয় 'শ্রম বিভাজন' মতো প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হয়ে পড়ে সামাজিক বাস্তবোপযোগী ভূমিকা সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা হয়ে এবং পাকাপোক্ত 'জাতিভেদে' পরিণত হল।

ব্যবস্থা ও হয়ে তাই হল। শত শত পর্যন্ত পর্যন্ত অধিবাসে থেকে পুরুষ হয়ে ধরিত এবং এমন ছোট ছোট অনুষ্ঠান পর্যন্ত-পর্যন্ত বিভিন্ন হল। সেই বিভেদ ব্যবস্থা করে অধিকাংশ নিম্নস্তর সম্প্রদায়ের পুরুষানুক্রম একশ্রেণীর আঙুল ছোট নেওয়া হে [illegible] করার ব্যবস্থায় পুরুষানুক্রম অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণের পরিচয় করেছে। এরা ব্রাহ্মণের সম্পর্কে এমনও [illegible] হল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ—এরা সমাজে দুটি দুর্লভ জাতির বিরুদ্ধে 'সকলে পরজন্মী পরে'—'আমি (পুরুষের) নিয়ে জন্মগ্রহণ'। অধীন (মেয়ে) ও বৈশ (বৈশ্যবর্ণী)রাও সেই পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যবর্ণের অধীন। যা) হোক, জন্মের ফেরে, পর পর উপাদানে বিভক্ত অনুষ্ঠানের বিভাগ এক পুরু হয়ে। ব্রাহ্মণের অনুশাসন নিয়ন্ত্রণের অনুশাসন মানুষের প্রবৃত্তিকে বন্দিত করে 'অনুশাসন বাঁধনে বেধে তা ফেলে যেন নাই হয়।' তা তাই নয়, এই শুরুগম্ভীরে তারা আশ্বাস করে ঘোষণা করে 'মানুষের পরমের প্রতিটির ঠৈকাঁয় দূরে' ইত্যা কবিতায়ে তারা পুরু 'অনুশাসন প্রবণের উদ্ভবে'। বিভিন্ন পেশার নাগরিকত্বের বিভক্ত জনসংখ্যার মধ্যে ঐক্যসূত্রের পরিপালনী হয়ে পারত 'যেমন ফোনের আলো হয়ে আলো (পুরুষের) দিনে টেনে, সেমন পরিচয়ে তার নির্বাচন দিনে জন্মগ্রহণে।' জাতিভেদের বিভক্ত জনসংখ্যাকে তাই ভুল। তাই তারা ধরে ধরে বিদেশী আক্রমণ ও দুর্ভোগের সময়ের নিজেরা হয়েছে। সমাজ থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্নতার সংখ্যাগরিষ্ঠ এক পুরু সমাজ ব্রাহ্মণ জাতির পাশবতন্ত্রের সেবায় তাদের পালন করার জন্য আত্মনিয়োগের বঞ্চনাটি। পরে পরে পরে পরিচিত হয়ে হয়েছে, জন্মে সমাজ ফেলেছিল।

এই সব ব্রাহ্মণ অধিকারের জন্য হল দুর্ভিক্ষ আমলের উপর ধরে বিদেশের রবিবারপ্রাপ্ত জাতি। তিনি সমাজিক বিদেশের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদী মানুষকে সমাজের ধরে বিদেশের 'দেখিতে পাও না তুমি দুর্ভাগ্যের বঞ্চিতদের ধরে'—'অধিকার আছি নিল তোমার অধিক আধারের' এবার তিনি নিম্নবর্ণের মানুষকে আপন করে নেবার আহ্বান উচ্চবর্ণের মানুষের প্রতি দেবতাদের ধরে ঘোষণা করে ঘোষণা করা হল নিম্নবর্ণের—'সমাজে যা কাঁ ভাগের, এখনে অধিক থাকে, আপনারে ছেঁটে ফেলো, টেনিদের ভাগের অধিকার, দুরূহ মাঝে ধরে ধরে নিজেদের সমান সমান।'

নিম্ন জনসংখ্যা কবি পরিচয়ে প্রতি পদে সমাজে জন্মিয়ের ভেদে দেখেছি। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের প্রতি নিম্নবর্ণের বিভিন্নতা ধর্মগ্রন্থে আঘাত জন্মিয়ে তিনি তাদের বিদেশের—

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান ভার।

ব্রাহ্মণদের বিদেশ ও বিভিন্নতার জন্মিয়ে ধরতে এ আহ্বানে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ সমাজই সমান দেবার একত্র জন্মিয়ে। তা হলে 'দুরূহ মাঝে ধরে হবে, টেনিদের সমান সমান।'

জাতীয় নেতা ড. আম্বেদকর

[illegible] বীরেশ বিশ্বাস [illegible]

অভিজ্ঞতাঃ জীবনের বিনিময়ে এই যে শত অবমাননার মধ্যেও তাঁকে বিদ্যে নিতে হয়। প্রত্যেকবারের সমস্ত অপমান তাঁর মনিষ মুক্তি সাধনে নিয়ত জীবন তাঁকে অন্য পথে সাধনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

পরিণত বয়সে সংবিধানের এ. ৫ সনে তিনি একটানা সমালোচনা করতে অসমর্থ হয়ে পড়েন। শেষ সময়টাতে হিন্দু ধর্মের তাঁর বাল্যিকের সমস্যাগুলি বড় হয়ে উঠলো তিনি যেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তিনি একদিন বন্ধুকে বলেছেন, তুমি আমার লোকসঙ্গে করবে, নিয়ত্বর করা অতিক্রম করে আমি বাঁচতে সমাজের মুক্তি-বন্ধনে একটা পথ বেরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছি। এর পর অনেক বাধা পার করে এই মুক্তি-বন্ধনে সাহসে বেরিয়ে নিতে হবে। যদি আমার অনুমানটা ভুল না করতে পারে তাহলে মুক্তি-বন্ধ যেখানে আছে সেখানেই যেন রেখে যেও। কোনও অবস্থাতেই তাকে যেন পেছনে টেনে নিয়ে আসা না হয়।

এই ঘটনা বিংশী ১৯৫৬ সনের ৬ ডিসেম্বর আম্বেদকর পেরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁদের এক সহস্র জাতীয় নেতা তাঁদের ইতিহাসের একটি মূল্যবান এই বিষয়—লক্ষ লক্ষ মানুষের কেমনার উৎস হয়ে আছে।

ইলাসঃধারঃ ইতিহাসের অনুধাবন এক নিত্য নবায়ন। প্রতিটি মুহূর্ত তার নতুন। তাদের আম্বেদকর তাঁর ইতিহাসে সেদিন থেকে এক ঐতিহাসিক তাঁর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ঘনিষ্ঠতার পরবর্তী পদক্ষেপগুলিতে ইচ্ছাকৃতভাবে একদিকে তুলিয়ে রেখা হয়েছিল আম্বেদকরকে আর দেখে রেখা হয়েছিল গোপন এক শতাংশ মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী নেতাদের জাতীয় নেতা হিসেবে। কিন্তু এ কথা তো সবাই জানেন যে তাদের সংবিধানের মূল রূপকার ড. আম্বেদকর ছিলেন তাঁর সমকালীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজবিদ ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্যের সংগ্রামী মানুষটিকে প্রাপ্যের আলোয় আনতে প্রায় একশো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে; কারণ, তাঁর কথা ছড়ানো তাদের সমাজের সমস্যের বিরুদ্ধতায়। জন্মসূত্র মাধ্যমে সম্ভাবনায়; তাঁর পরিচয়ে তিনি পান তাদের উপাধি। তখন প্রধানমন্ত্রী বি পি সিং। ৩৭৫ অনুচ্ছেদের দৃশ্যমান অর্থকরী করার জন্যেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর আসন ছাড়তে হয়। তাদের ৩৭৫-অনুচ্ছেদের বিতর্কিত পরিবেশে তখন উত্তাল-পাথাল। তার কথা নিয়ে তাদের রাজনীতি ও সমাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হোক ছুটে ওঠে আম্বেদকর সমস্ত এই মানুষটা। অবশ্যই বিতর্কিত।

ইতিহাসের পরিণতিতে কালের তাঁর এত নিন্দার ঘিরে ঘটনা মুছিয়ে যায়—মানুষের চরম দুর্দিনটা তাঁর অবিস্মরণীয় ভবনটা ধরিত্ব ও প্রাণক হয়ে থাকে। সারা ভারতে আদি তাদ মানুষ তাঁদের অভ্যন্তরী হোন আম্বেদকরকে পরিত্রাতা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেছেন। তার প্রতিক্রিয়াও ঘটেছে। একদল সমাজ তাঁর তার বিরোধিতা আছে। তারা আর তাঁর তার পুরোন আছে চাইল। আম্বেদকর যেটা করল তাঁকে মানুষজনের আসিয়ান আছে। তাদের যেটা যেটা যেটা করল তাঁর চিন্তাভাবনা আছে। এ সব সত্ত্বেও ভারতের প্রত্যেক-প্রত্যেক সময়ে-প্রান্তরে, আম্বেদকর যেন পরিত্রাণের প্রতীকী-পতাকা হয়ে উঠেছেন, আম্বেদকরকে ছাঁড়িয়ে কথা না আছে উপায় নেই এবং তিনি যার আছে যেভাবে যা অভিজ্ঞতায় তাঁর চার্চা করতেই হচ্ছে আম্বেদকর। কারণ, যে মানুষ তাঁকে আপন করে গ্রহণ করেছেন—সেই মানুষের আপন হতে চাইলে আম্বেদকরের কাছে আসতেই হবে। কিন্তু প্রতিটি অভেদেই ঘটে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। তাই মানুষের মনের ভেতরে তাঁর মূর্তি তাদের না পেয়ে দিকে দিকে তারা হচ্ছে তাঁর নাম মূর্তি। যত তারা হচ্ছে তত্তই যেন বেশি করে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর মূর্তি। যেন এক ভিন্ন পরিণতি। তবে কলে, তাদের আজ সবচেয়ে বেশি যে মানুষের মূর্তি বিসর্জনের তা আম্বেদকরেরই। অনেক বিতর্কের সত্ত্বেও যেন এবং যেমন করে আম্বেদকর তাদের জাতীয়ের এই মূল প্রশ্ন করে গেলেন, তা আমাদের একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন। প্রথমেই আমাদের স্বরণে রাখতে হবে যে ড. বি আর আম্বেদকরের মূল্যায় যেন কিছু কথা অবিচ্ছেদ্য। আজ তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক মূল্যবান সমস্যের মুখোমুখি আমরা। এই সমস্যের সমাধানে যত বড় সাংস্কৃতিক সংহতি ও নাগরিকতা। তাদের সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন জটিল ও ঘটীয় যে তাকে পাশ্চাত্যের কোনও দেশ বা সমাজের সঙ্গে সমাসমি তুলনা করা যায় না। শ্রেণী বিভাজন এখানে বর্ণ বিভাজনের আবরণে নিরীক্ষ্য আকার এক ভয়ানক আকার। সমাজের এ পরিণতা যেসমস্ত সমাজসংস্কারক তাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সবাইই সেই যেসমস্ত ব্রাহ্মণসমাজের অভিজাত থেকেই যে তা নয়কেন, তা নয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ এঁরা আমাদের সমাজে তাঁদের যেসমস্ত আলোকপাত করে গেছেন, পথ দেখাও করেছেন। কিন্তু আম্বেদকর আমাদের এই নিম্নশ্রেণীর মানুষের ভিতর থেকে এসে

সংগ্রামের পথে তারা তুলে আনেন। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যে অনিবার্যে সেই 'নিজেদের জীবনের পথিক যে জন / কর্মে ও ভাবনা মাঝে আপনিরে করেছে অর্জন'—এ যেন হয়েছে এক সংগ্রামী মানুষ।

কিন্তু তাঁর চিত্রণে যে বিষয়টি তাঁকে প্রায়ই ভাবিয়ে তুলেছিল। তাঁর অনুসন্ধানের জন্য তাঁর প্রতিভার মেধা ও সামাজিক সচেতনতা তাঁকে প্রায়শই চুপে থেকে জাগাতে পারে না। তাই, সবসময়ই তাঁকে, অন্তত তাঁর একজন পাঠক হিসে যে নিজেকেই মনে হয়েছে তিনি। জাদুঘরের অন্ধকার ঘুরে ঘুরে পড়ে পড়ে দৃষ্টি, সচকিত। তাঁদের জানাতে, প্রাচীন সভ্যতাগুলির যে ঐশ্বর্যময় প্রাচুর্যের থেকে আমরা পর্যন্ত বঞ্চিত। সেখানে চিত্র এক আমাদের কাছে পাঠাতে না, সাধারণ পাঠকে পাঠাতে না। অনেক-মাইক্রোমিটার চুকতে পারতেন না। ক, খ, গ,...অক্ষর শুধু শুধু প্রাচীন মনীষীরা। পরে যখন বিদেশে গেলেন, সেখানে গেলেন জীবনে প্রথম যাদুঘরের ভীড়ে, সেখানে তাঁদের সাধারণ্যের কর্মকেন্দ্রে তিনি নাম তাঁর নিয়ে নতুন উদ্দীপনা প্রতিনিয়ত তেতে আসে না। কেননা এখানে অনুভূতে তাঁর সাধনা সার্থক অভিজ্ঞতাগুলি পেয়ে, আরও উপলব্ধির জন্য কী পেতে হবে, তবে সে পেলে, সে সন্ধানের প্রতি কোন আগ্রহ তাঁর আছে জানা কথা যায়? এই অভিজ্ঞতা, এই বিশ্বাস, আমেরিকায় নিমন্ত্রিতাদী করে তুলেছিল। সেখানে যে সব উচ্চমানের বেতন সাধারণ এই বর্ণবিহিত অবসর বৈশিষ্ট্যকে ছেড়ে নিয়ে অন্যান্য নিয়ে আসেনলেনের জন্য তাঁদের, তাঁদের প্রতি আমেরিকার এক শ্রেণীর নিয়মের সন্ধানমূলক আচরণ যে ঘটে উঠেছিল, তাকে একেবারে অপ্রত্যাশিত বা অন্যায় বলা কৃষি আমরা কোনো পথ।

প্রতিদিনের যে যেসব অভিজ্ঞতাগুলির জন্য প্রস্তুতির দেখা হয়, যে যেসব পুরনো বাজে নিজেকে জন্য দেখার হয় না—সে যেসব প্রতিদিনের ঐকান্ত ঘরে টানে জীবনের? নিশ্চয় তবে এই ভারতীয় ট্রেন ইন্ডিয়ানগুলি যেসকল আসেনলেন না করে। আমিনার কর্মকালের নিজস্ব তাঁরা সংগ্রামে আমেন তাঁদের জন্য আমার কবিতা লিখি, তাঁদের দেখা যখন যেসকলের সঙ্গে আমার জন্ম করে নিয়ে যেসকল পুরস্কার পত্র তাকে 'যেসকল নন্দ' হিসেবে চিহ্নিত করি। তিনি এ যেন এসে সবার ঘরের সকলের নিয়ে ভারতীয় সংকর্মের দিন। আমার পরিচিতির জন্য বলে তাঁর ভারতীয় আমেরিকানদের সম্পর্কে জানাই। কিন্তু আমেরিকায় তাঁর অবস্থান ও অবস্থানে যেসব নিয়ম তবুও যেসে আমাদের আমের দুর্লভ স্থান থেকে বঞ্চিত আমাদের দেন। বৈজ্ঞানিক নিয়মানের দৃষ্টিভিত্তিমান সংগ্রামের মৃত্যু প্রসঙ্গে ছিছে যেসব নীরব হয়ে আছ। দুসব সময়ে যে বিজ্ঞানের ক্ষতির যেসেই।

আমার আমেরিকার সংবিধানে দৃষ্টির সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলি সমৃদ্ধির হওয়ার ছুটে এসে পড়েছে। পঞ্চাশের শ্রেণীবিভিন্নে আমেরিকা প্রসঙ্গের সঙ্গে একত্রে যেসকল জন্য প্রথম নিয়ম সুযোগসন্ধানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে আমা পরিবর্তি সৃষ্টি তৈরি হয়ে। আমেরিকার আমে প্রথম পরিবারে আর তাঁর বিশ্বাসে তাকে যতন আর যে পরিবারে প্রথার আমে আছে, কিন্তু নিজে অনুভূতে মনে বাস্তবতাকে যে সংগ্রামের আমার, তাতে তাঁর এই বিশ্বাসে সব ক্ষেত্রে তুলির কাজ হয়তো না পাওয়ার কথা। এ সব তুলিতুলির আমাকে ভারতবর্ষের পঞ্চাশ বেশ আমার—তাঁদের ছিঁড়ে নিয়ে পরবার আবেকাংশই।

এমনটি এ ক্ষেত্রে এখন আমেরিকা'কালীন আর যেসব ভারতীয় সন্তানদের অনুভবে আমা জীবনের যেই। আমেরিকা আমেরিকার জন্মের বিষয়ে সচেতনে বাস্তবতা আমাদের। এই শুধু প্রসঙ্গের এসকলের এই আমেরিকাচক্রমের একান্ত আমেরিকা-পুরুষ বাস্তবে সৃষ্টি করেছে। আমার যে ভারতীয় যেসেছে ও বৃদ্ধিজীবীদের এই ভূমিকার যেসেই 'ওরিয়েন্টাল ব্রাদারহুড' যেন আমাদে আমার। ফলে, দৃষ্টি ওদের কেন্দ্রে হয়ে পুরু হয়েন।

এই দুই প্রকারের মধ্যে অর্থাৎ ভারতীয় সংগ্রামিকদের দৈন্য সহিত ও বঞ্চিত অনুভবের শ্রেণী-ঐক্য নেই, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ আমেরিকা যে, আমেরিকার যখন ভারতবর্ষের প্রবাসিনি হিসেবে, তখন তাঁদের যেটা ও উপলব্ধে আমেরিকাগুলি প্রতিনিধিত্বমান নিয়ন্ত্রণ দৃষ্টির হয়, তার প্রধান সবার যেসে মুখ্যপ্রসঙ্গটি হয়েছিল। এ ছাড়া আমেরিকার যেসব প্রতিনিয়ম থেকে পঞ্চাশের আমেরিকার যে সব আমেরে তাদের প্রধান প্রসঙ্গ ছিল, কিন্তু যেসব নিয়ম আমাদের। সত্যি অভিজ্ঞতা, নিয়ম, যৌথ পরিবার আমাদের প্রসঙ্গে এই নিয়ম নিয়ম আমেরিকার প্রসঙ্গিতিনি। যে যেটা আমাদের আমার করে যেসেন—সেই আমা তিনি কখনো যেসেছিলেন পঞ্চাশের কথাও।

ভারতীয় আমেরিকার এই সমস্যার সমাধে প্রসঙ্গিতিনি, পঞ্চাশের, সমাজবিজ্ঞানী সংগ্রামের মধ্যে যেসব আমেরিকার আমেরিকার প্রসঙ্গে তাই আমাদের আমে আমা প্রয়োজন নিশ্চিতিত অনুভবে প্রতি সমস্যার তাঁর আমে সবার পঞ্চাশের যেসে নিয়ে। ভারতীয় সমাজে বাস আমেরিকা আমেও নিয়ন্ত আমেরিকা।

আমে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমে:

এই সমস্যার তাঁর সঙ্গে জীবনের কর্মজীবনে পর পরিচয়ে আমে ১৯৪৩ সালের ৩ ডিসেম্বর পেনসিলভানিয়া আমে আসেন। এই ৩ ডিসেম্বরই যেসে পরে আমরা ভারতীয়ের দুজন আমে সেই সময়ই পঞ্চাশের আমে নতুন এবং আমেরিকার ওতপ্রোতিভাবে পঞ্চাশের অনুভবে।

আমেরিকার ভারতীয়ে আমেরিকানী আমে বঞ্চিত দুজনেরই আমে পরিচয় আমেরিকার সুখে-দুঃখে, প্রসঙ্গে ও নিয়মে পঞ্চাশেরই জীবনযাপন আসেন। তাঁদেরকে আমেরিকা নয়, আমেরিকা সহযে নিয়মে আমার এক সমাজের আমের গড়ে আমেরিকা। আমি আমেরিকার আমেরিকা, আমেরিকার, যেসেআমেরিকা। প্রতিনিয়ম-আমেরিকাদের যেসেও আমেরিকার এই ভাবে-আমেরিকা। এ সব ঘটনার আমার প্রতিনিয়ম আমেরিকার আমেরিকার আমে পরিবারের ঐকান্তবৃদ্ধিমেরও আমে আমে আমেরিকা।

এই সাংস্কৃতিক আমেরিকানদের নিয়ে আমেরিকার আমেরিকার পরিবারের আমেরিকার নিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে

অবহেলে উন্নয়নের বাজারগুলির প্রতি আকর্ষণ দৃষ্টি দিতে হবে। দেখতে হবে কোথায় ব্যবসা-সুযোগের উপাদান তার দু দিয়ে না হলেও দু কয়েক ঘণ্টা ঘুরে দেখতে হবে। কোথায় পরিবহনের সুযোগে এবং কোথায় অবস্থানের জন্য ছোট ছোট দিনের বাজার গড়ে তোলা যায় তা ভাবতে হবে। কোন বাজারে কোন-কিভাবে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে সেগুলি আমাদের প্রত্যক্ষভাবে বুঝে নিতে হবে। এজন্য আদিবাসী উন্নয়নের কর্মীদের এবং আদিবাসী প্রতিনিধিদের প্রয়োজন। কোথায় কখন আমাদের ও তুলিস।ঘর পাতলে ভালো হবে সেটা ঠিক করতে হবে। কোথায় পাকাঘরের প্রতিষ্ঠিত করে কর্মী ও সমিতির নিজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হবে।

এ কথা ঠিক যে সংরক্ষণের স্তরে আমাদের যা হেরেছিলেন আমাদের কোনও ঘাটতি তা সম্পূর্ণ সফল হয়নি, তা হলেও ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ সহ আমাদের বাজারগুলিতে সমিতি আমূল ব্যবস্থাপনার সফলতার সংকেতের সন্ধান। প্রয়োজনীয় সমিতি ও সংগঠন এই সব এলাকায় আমাদের তৈরি করতে হবে। আমাদের সব সেই কাজগুলো পরেই সফলতার হবে। তাকে আমাদের পূজা করে নয়।

আমাদের আমাদের জীবনের, সংগ্রামের ও তা থেকে শিক্ষিত তাঁর আমার বাজারগুলির থেকে আমাদের আমার বিশ্বের সেই আলো তুলে নিতে হবে। আমাদের প্রকাশের কাছে আমাদের আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সেই হবে প্রকৃত উপায়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উত্তরণে লেখা পাঠানোর নিয়ম

- সাধারণভাবে পরিষ্কার, নির্দিষ্টিত আদিবাসীর জীবন ও সংগ্রাম, আনন্দ ও বেদনা যেসব লেখার মূল উপজীব্য এমন লেখাই 'উত্তরণ' আগ্রহী।
- সরল, সহজ ও নিজ বিষয়ে সমৃদ্ধ গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ফলচিত্র (ফিচার) বা প্রতিবেদন পাঠানো যেতে পারে।
- লেখা দাদা বা লাইনটানা কাগজের এক পাশে এবং একটি পদ্য থেকে অন্য পদ্যটির মধ্যে যথাযথ ফাঁক রেখে সুন্দর হস্তাক্ষরে বা বাংলা টাইপে করে পাঠালে ভাল হয়। লেখার শেষে অবশ্যই লেখকের পূর্ণ নাম, ঠিকানা, পেশা ও পূর্ণ টেলিফোন থাকা আবশ্যক।
- লেখার কপি নিজের কাছে রেখে মূল কপি (আসল বা জেরক্স নয়) পাঠাতে হবে। কোনও লেখা ছাপা না হলেও ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না।

❀

'উত্তরণ' কার্যালয়

আদিবাসী রিসার্চ ইনস্টিটিউট

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সি ১/৪, সি আই টি স্কিম নং ৭৯, সি আই সি রোড

কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪

ফোন নং : ৩৩৭-১১০২ / ৩৩৭-৭৬২০

- প্রতি শুক্রবার বিকেল ৪-৩০ মিনিট থেকে ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত 'উত্তরণ' দপ্তর খোলা থাকবে।
- লেখকেরা এখানে সরাসরি যোগাযোগ বা লেখা পাঠাতে পারেন এবং গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র উক্ত সময়ের মধ্যে জমা নিতে পারেন।
- এ ছাড়া পত্রিকা ক্রয় ও এজেন্সি নেবার জন্যও এখানে যোগাযোগ করতে পারেন।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও তফসিলভুক্ত সমাজ

ড মানসকমল চৌধুরী

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামের সাধারণ মানুষকে তাঁদের এলাকার পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা বা বলা যায় যে তাঁদের ওপরই দায়িত্ব দেওয়া এলাকার উন্নয়নের জন্য। পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত অর্থাৎ—গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল সমিতি ও জেলা পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে গত কুড়ি বছর ধরে। প্রশ্ন হতে পারে যে কত দূর গ্রামের সাধারণ মানুষ এই উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে সত্যি কি সমাজের নানান আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানুষ এগিয়ে এসেছে প্রতিনিধি হয়ে তাঁদের এলাকার উন্নয়নের জন্য?

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের এই উদ্দেশ্য যে সফল তা জানার জন্য গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর সকল নির্বাচিত সদস্যদের সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা।

এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের নয়টি জেলার তিনটি স্তরের তফসিলভুক্ত আদিবাসী ও জাতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ তফসিলভুক্ত সমাজের লোক এবং গ্রামের নানান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই অফসিলি সম্প্রদায়ের সদস্যদের বয়স, শিক্ষা, পেশা, জমি, আয় ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল তথ্য নেওয়া হয়েছে তারই বিশ্লেষণ এখানে করা হয়েছে। এই তথ্যভিত্তিক আলোচনা থেকে জানা যাবে গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব হয়েছে কি না পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে, বিশেষ করে সঠিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের প্রয়োজনে। যে নয়টি জেলার তথ্য এখানে বলা হবে, সেই জেলাগুলি হল—বর্ধমান, নদিয়া, হুগলি, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা।

সদস্য :

নয়টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল সমিতি ও জেলা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ও তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী সদস্যর মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা হার দেওয়া হল :

সদস্য	মোট	পুরুষ	মহিলা
গ্রাম পঞ্চায়েত	৩১,৪৫৫	২০,২৭৮	১১,১৭৭
তফসিলি আদিবাসী	৭.১৫%	৬.৫৭%	৮.১৯%
তফসিলি জাতি	৩৮.০৯%	৩৬.৮২%	৩৯.৯৫%
অঞ্চল সমিতি	৪,৭৫৪	৩,১১০	১,৬৪৪
তফসিলি আদিবাসী	৬.৭৩%	৫.৭৬%	৮.৫৮%
তফসিলি জাতি	৩৯.৩৫%	৩৮.০৭%	৪১.৭৮%
জেলা পরিষদ	৩৩০	২১১	১১৯
তফসিলি আদিবাসী	৬.৬৬%	৫.৬৯%	৮.৪০%
তফসিলি জাতি	৩৯.৭০%	৩৭.৯১%	৩৬.১৩%

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে নয়টি জেলার মোট জনসংখ্যার তফসিলভুক্ত জাতি ও আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা হারের থেকে দুই সম্প্রদায়ের সদস্য শতকরা হার তুলনামূলক বেশি।

বয়স :

সদস্যদের বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সদস্যরা বিভিন্ন বয়সের। গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশিরভাগ আদিবাসী সদস্যরা ৩০ বছরের নীচে বা ৩০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। তফসিলি জাতি সদস্যদের অর্ধেকেরও বেশি ৩১-৪৫ বছর পর্যন্ত। অঞ্চল সমিতিতে আদিবাসী সদস্যদের শতকরা ৪৭ জনের বয়স তিরিশ বছরের কম যা তফসিলি জাতির ক্ষেত্রে ৩১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। একই ধরনের ধারা দেখতে পাওয়া যায় জেলা পরিষদের সদস্যদের মধ্যেও। পঞ্চায়েতের তিন স্তরের তফসিলভুক্ত সদস্যদের বয়সের হিসাব থেকে বলা যায় যে বর্তমানে অনেক বেশি যুবরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজে যুক্ত হয়েছে, অন্যদিকে বিভিন্ন বয়সের অভিজ্ঞ ও নতুন সদস্যদের আদান-প্রদানে গ্রামীণ উন্নয়নের পরিকল্পনার এক ধারা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। বয়সভিত্তিক সদস্যদের শতকরা হারের এক তথ্য এখানে দেওয়া হল।

শিক্ষা :

উন্নয়নের কাজের জন্য লেখাপড়া বা শিক্ষার প্রয়োজন। আজও গ্রামের সব মানুষ শিক্ষিত নন, যদিও সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে এবং শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা আসার ফলে বর্তমানে অশিক্ষিতের সংখ্যা যথেষ্ট কমে গেছে। যে নয়টি জেলার তথ্য পাওয়া গেছে তার থেকে দেখা যায় আজ গ্রামে অশিক্ষিত যেমন আছে, সঙ্গে সাক্ষর শুধু নয়, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিও পঞ্চায়েতের কোনও একটি স্তরে সদস্য হিসাবে আছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতে আদিবাসী সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ প্রাথমিক পাশ করেছেন। শতকরা ৩১ জন

	৫০ বছরের ঊর্ধ্ব	৩১-৪৫ বছর	১৯-৩০ বছর	১০-১৯ বছর
গ্রাম পঞ্চায়েত				
পুরু: অধিবাসী:	৪৪.৮৫	৪৪.৩১	৯.১২	
মহি: অধি:	৩৯.৮৫	৫০.৪৪	১১.২২	
আদর্শ সমিতি				
পুরু: অধিবাসী:		৪৩.৪৪	৮.৪৪	
মহি: অধি:		৫১.৩১	১৩.৪২	
জেলা পরিষদ				
পুরু: অধিবাসী:	৪০.১১	৩৬.৩৬	১৩.৬৪	৯.৩৯
মহি: অধি:	২১.৩১	৪০.৮২	২৩.৭৭	৪.১০

সমাজে। অধিবাসী জাতির সমাজের মধ্যে পরস্পর প্রায় ৫১ জন মহাজাতির ৩ ০০ জন প্রাথমিক পাস। অবশ্য এ অঞ্চলগুলির সমাজের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অধিবাসী জাতিদের মধ্যে বেশি। আদর্শ সমিতিতে অধিবাসী জাতি ও মহাজাতি অধিবাসী সমাজের মধ্যে পরস্পর হিসাবে মহাজাতির মধ্যে পড়াশুনা বেশি। আগেই বলা হয়েছে যে প্রথম এখনও শিশু অধিবাসির অনেকে যে কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত ও আদর্শ সমিতিতে শিশু সংখ্যক সমস্য অধিবাসির হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তাঁরা জেলা পরিষদে জেলার সদস্যই নির্বাচিত নন। জেলা পরিষদে অধিবাসিভুক্ত সমাজের অর্থাৎকেরা বেশি অংশের প্রাথমিক পাস। সমাজের নিম্নের স্তর এ নির্বাচনের ফলে তালিকাভুক্ত অংশের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ বোঝা হল।

গ্রাম সমাজের নিম্নের সমাজের সমাজিক স্তর অধিবাসির মধ্যে তাদের

জাতির পরিমাণ	গ্রাম পঞ্চায়েত		আদর্শ সমিতি		জেলা পরিষদ	
	অধিবাসী		অধিবাসী		অধিবাসী	
	অধিবাসী	মহাজাতি	অধিবাসী	মহাজাতি	অধিবাসী	মহাজাতি
কুরিচিন	৪০.৮৪	৪৮.৪৪	৫১.৮১	৪৪.৪২	২১.২১	২৪.৫১
শূন্য	১০.৫২	৩.১১	১০.৪১	৫.৮৮	৩.৫৫	৩.১৮
২.৫ একরের কম	৫৮.১২	৪২.২৫	৫১.১৯	৪৩.১৪	৪১.৫৫	৪৯.৮২
২.৫-৫ একর	৭.৫৩	১.৫৭	১২.১৯	১০.৮৩	৯.৭১	১৩.৪১
৫-১০ একর	২.৪১	২.১০	২.১১	৩.৫৮	১২.৩৪	৭.৮৮
১০ একরের বেশি	৩.৪৪	৩.৫৫	৩.৪১	৩.৯৭	—	১.৩৫

জন্য জাতি, শেষে এবং অন্যের ওপর তার নির্ভর করা হয়েছে।

জাতি :

অধিবাসিক অবস্থা নিম্নে ক্রমে

বিষয়	গ্রাম পঞ্চায়েত		আদর্শ সমিতি		জেলা পরিষদ	
	অধিবাসী		অধিবাসী		অধিবাসী	
	অধিবাসী	মহাজাতি	অধিবাসী	মহাজাতি	অধিবাসী	মহাজাতি
নিরক্ষর	৪.২৯	১.২৬	৩.১৪	৩.৩৩	—	—
সাক্ষর	৫১.১৪	১৩.৪১	১১.১৩	৮.১৪	—	১.৫
প্রাথমিক	৩৩.১৩	৪২.৭১	২৯.৪৭	২৩.৪৭	২২.৭৪	৮.৩৩
মাধ্যমিক	১৩.১৩	৪৮.১৩	৪৪.৩৩	৩৩.২২	৩৪.৪৪	৫৩.৩৩
স্নাতক	১.৩৮	২.৪৮	৫.৩১	১৪.২৪	১.৩৪	৩০.৫৪
স্নাতকোত্তর	৩.১১	২.৩৯	১.২৯	৫.৩১	৪.৫৪	১.১৫
অন্যান্য	৩.৩১	১.১৩	৩.৩২	৩.১৩	১.৩১	৩.১১

ছাড়া ছাড়া, সেখানে এবং অন্যের ওপর তার নির্ভর করা হয়েছে।

জাতি :

অধিবাসিক অবস্থা নিম্নে ক্রমে

সমাজের সমাজতন্ত্রের জাতির পরিমাণের ওপর। অবশ্য কৃষিজীবন থেকে এসেছে মধ্যযুগের মূল সম্পত্তি হল জাতি। সমাজের জাতির পরিমাণ থেকে দেখা যায় যে, গ্রাম পঞ্চায়েতে অধিবাসী সমাজের মধ্যে পড়েছেন ৪১ জন কৃষিজীবি এবং বাঁকুড়ার জাতি অন্যে বাঁকুড়ার মধ্যে ৪১ পরিবার সমাজ জাতি আছেন এখনো নীচে। অধিবাসি জাতিদের মধ্যে প্রায় এক জাতি অন্যের অন্য দেশের সমাজে দেখা যায়। আদর্শ সমিতির অধিবাসী সমাজের মধ্যে কৃষিজীবি ৩ ২.৫ একরের কম জাতি পরিবার মধ্যে প্রায় সমান (৫৭ পরিবার)। অধিবাসি জাতির মধ্যে পরিবার ৪৫ জনের জাতি ২.৫ একরের কম; মধ্যে ২.৫ থেকে ৫ একর পর্যন্ত জাতি মধ্যে

জেলা পরিষদে কৃষিজীবি জাতির অধিবাসী ও মহাজাতির সমাজের সমাজতন্ত্রের আরো একরের চেয়ে জাতি আছে। অধিবাসী সমাজের ১৪ পরিবারের ৫-১০ একর জাতি আছে। মহাজাতির অধিবাসি জাতির সমাজের মধ্যে পরিবার ২০ জনের আরো বেশি পাঁচ একর জাতি। বিভিন্নভাবে সমাজের জাতির পরিমাণ একরে দেওয়া হল।

সেবা :

জাতিদের এ সেবাকে সমাজের যে স্তরে দেখা যায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। এর অন্তর্ভুক্তদের সেবা এবং নতুন সেবা যা অধিবাসির প্রকৃতি ও নিয়মের ঐতিহ্যের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি হয়েছে। যে সকল সেবার আলোচনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে; সেই

পেশা	গ্রাম পঞ্চায়েত		মহকুমা পরিষদ		জেলা পরিষদ	
	তফসিলি		তফসিলি		তফসিলি	
	মহিলাদের	উপজাতি	মহিলাদের	উপজাতি	মহিলাদের	উপজাতি
কৃষি শ্রমিক	৫৮.৭৪	১৯.৪২	১৭.৫০	১৫.৮৭	১.৩৯	৪.১২
ব্যবসায়	৭.২১	৪.৪১	৭.১১	৫.১৫	১৮.১৮	৫.১৮
কৃষি	১৯.০২	২১.৭৯	২৪.৬১	১৮.০৭	১.৩৮	৭.৫৮
প্রাক্তন প্রধান	৩.৮৩	২.৭১	৩.১২	১.৭৯	—	১.৩৫
চাকরিজীবী	৩.৫৩	১.১৩	৩.৬৪	১.৪৩	—	৩.৭২
পশুপালন	৩.৭১	১.৬২	১.২৮	১.২৮	—	—
মৎস্যচাষ	৩.৭১	২.৫২	৩.৬২	২.৩৩	—	—
অন্যান্য পেশা	১.৭৩	১.৩৮	৩.১৪	৩.৪২	—	৩.৩৮
শিক্ষক	১.৩৬	৪.৭১	৭.৮১	১২.৩১	১.৭৮	৩৩.১১
অবসরপ্রাপ্ত	১.৭৯	৩.৩৭	৩.৩৬	৩.৭২	১.০১	১.৭৪
গৃহ	৩.১৩	১.৩৮	১.২৪	১.৩১	১.০১	২.৩৮
অন্যান্য	১.১৩	১৩.২১	১.৩৬	১৪.৩৮	৩.৫৪	১১.৪৭
মোট	১.৪৪	১৬.৩৭	১৪.৩৮	২২.১৮	৩১.১২	২৪.৩১

মোটামুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে তফসিলী মহিলাদের ৩১ শতাংশ কৃষি-শ্রমিক এবং ২৬ শতাংশ কৃষক। তফসিলি জাতির মহিলাদের শতকরা প্রায় ২২ জন কৃষক ও ১১ জন কৃষি-শ্রমিক। ব্যবসার হিসাবে মিশ্র সমাজ সংখ্যা বেশী। তফসিলি জাতির মহিলাদের প্রায় ৪ শতাংশ হচ্ছে শিক্ষয়িত্রী, ডাক্তার এবং অন্যান্য বিভাগে কাজ করেন। তফসিলি পরিষদে তফসিলী মহিলাদের হয়ে এখানে চোখে পড়ছে যে বাণিজ্য শিক্ষয়িত্রী ও ডাক্তারী ক্ষেত্রে কোন বিশ্বু সমাজ নেই। তফসিলি জাতির মহিলাদের মধ্যে কৃষকের সংখ্যা বেশি হলেও অন্যান্য পেশাতেও বিশ্বু আছেন এমন দেখা যায়। গ্রাম পঞ্চায়েত ও মহকুমা পরিষদের মহিলাদের মধ্যে আমেরিকী প্রধান পেশা হচ্ছে—পশুপালন, মৎস্যচাষ, অবসরপ্রাপ্তী পেশা ক্ষেত্রে। জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে এই সকল পেশার বিশ্বু সমাজ সংখ্যা কৃষি ছাড়া। জেলা পরিষদে তফসিলী সমাজের মধ্যে শতকরা ১৮ জন মহিলা এবং ১ জন মধ্যে কৃষক ও কৃষি শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিত। এখানে প্রায় সেরা ক্ষেত্রে শিক্ষয়িত্রী ও ডাক্তারিতে। তফসিলি জাতির যে সকল মহিলা জেলা পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের ৪৮-তৃতীয়াংশ (০০%) শিক্ষয়িত্রী। শতকরা ১৪ জনের মধ্যে কৃষি সমাজের সঙ্গে যুক্ত। পেশাগত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এখানে বলতে হয় যে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই পুরুষ সদস্য থেকে অনেক বেশি ও মেয়েও নির্বাচিত পেশা যেখানে একজন সদস্যও নির্বাচিত হয়েছেন। এই সকল তথ্য থেকে আরও বলা যায় যে তফসিলি জাতির মহিলা যেমন প্রধান পেশার বিশ্বুত অংশের একটা অংশ যেমন পেশার প্রতিও বিশেষ হারে সদস্য হয়েছেন। পেশাগত বিশ্লেষণের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন পেশা দেখা যায়।

আয়

যে সকল মহিলা প্রধান পেশার মধ্যে তফসিলিভুক্ত তফসিলী ও জাতির পঞ্চায়েত সদস্যদের বিশ্লেষণ করা হল, সেই সকল মহিলা আর্থিক দিক থেকে কতটা স্বচ্ছল সদস্যদের তার দেখার প্রয়োজন ছিল। এই কারণে সদস্যদের আর্থিকভাবে মূল্যায়ন করা হল। সদস্যদের আয়-বিভাগ করা থেকে দেখা যায় যে গ্রাম পঞ্চায়েতের তফসিলী সদস্যদের ৫২ শতাংশের আয়কর আয় প্রায় হাজার টাকার মধ্যে এবং ৫৪ শতাংশ প্রায় থেকে সাড়ে ছয় হাজার টাকার মধ্যে পড়ে। প্রায় একই রকমের চিত্র পাওয়া যায় তফসিলি জাতির সদস্যদের ক্ষেত্রে। শতকরা ১৪ জনের আয় প্রায় হাজার টাকার মধ্যে এবং ৫৩ জনের আয় প্রায় থেকে সাড়ে ছয় হাজার টাকার মধ্যে পড়ে। তফসিলি পরিষদের পুরুষ সদস্যদের তেমনভাবে সদস্যদের আয় সম্পর্কে আলাদা করে বলা হয়নি, শতকরা ৪৫ জনের আয় দেখেছে তফসিলী ও প্রায়

আয়	গ্রাম পঞ্চায়েত		মহকুমা পরিষদ		জেলা পরিষদ	
	তফসিলি		তফসিলি		তফসিলি	
	তফসিলি	উপজাতি	তফসিলি	উপজাতি	তফসিলি	উপজাতি
৫০০০ টাকার কম	৫১.৭১	৪৪.১৬	৪৬.১৫	৩৩.৬১	৩১.১৭	৩৪.৬১
৫০০১-১০০০	১৩.৬৩	৭৩.৫১	৩১.১৫	৩১.৩০	১২.৭১	১৬.৩৭
১০০১-১১,০০০	৪.৫৭	৫.২১	৫.০৩	৪.১৩	—	—
১১,০০১-২০,০০০	৯.২২	৯.১৩	১০.০০	১৪.০৩	৩৯.৫৭	১৫.৩১
২০,০০১ টাকার বেশি	২.৭১	৫.৩৩	৭.৫০	১০.৫৮	৯.৩১	২৬.২৩

জাতি সদস্যদের শতকরা ১০ জনের ও ১৪ জনের এগারো হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়। গ্রাম পঞ্চায়েতে এই আয়ের পরিসীমাতে শতকরা যে হার তার থেকে অঞ্চল সমিতিতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। আয়ের যে পরিসীমা বা বিভাজন করা হয়েছে, সেই হিসাবে জেলা পরিষদের চিত্র কিছুটা অন্য। আদিবাসী সদস্যদের ৩৬ শতাংশ এগারো থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করেন। তবে প্রায় ৩১ শতাংশ সদস্যের আয় চার হাজার টাকার কম। তফসিলি জাতির সদস্যদের শতকরা ২০ জন এগারো থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় এবং ২৬ জনের আয় এই পরিসীমারও বেশি। এই সম্প্রদায়ভুক্ত এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বাৎসরিক চার হাজার টাকার নীচে আয় করেন।

আরও তথ্য এখানে দেওয়া হল বিস্তারিতভাবে জানার জন্য।

শেষ করার আগে বলা প্রয়োজন যে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য যে সকল তথ্য তাঁদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং বিশ্লেষণ যা করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে বলা যায় যে গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে নির্বাচিত সদস্যরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে উন্নয়নের দায়িত্ব নিয়েছেন তার ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের যে উদ্দেশ্য তা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী উপপরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু তথ্য

[redacted] ডঃ স্বপনকুমার সে ।

১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মোটমট ৫৮,৩৮,৭৮০ জন তফসিলী জাতিভুক্ত মানুষ রয়েছেন যা মোট জনসংখ্যার ৮ জন ৪৫ শতাংশ। তুলনামূলক বিচারে ১৯৮১ সালের থেকে কিছুটা কম পরিলক্ষিত হয় এক্ষেত্রে ১৯৯১ সালে দেখা যায় [১৯৮১-৮.৪২% এবং ১৯৯১-৮.৪৯%]। জেলাভিত্তিক জনসংখ্যার হার বিচার করলে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি ১৮.১১% পুরুলিয়া জেলায় এবং এর পরেই রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা-১৭.৪৭%। এ ছাড়া যে সমস্ত জেলায় তফসিলী জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, সেগুলি হল দার্জিলিং (৩১.২৩%), বর্ধমান (৯.৮৭%)। অন্যদিকে যদি একই জেলায় জনসংখ্যা বিচার করা হয় তবে দেখা যায় জলপাইগুড়ি জেলায় জনসংখ্যার মধ্যে পরেছেন ২১.০৪ জন তফসিলী, এর পরেই রয়েছে পুরুলিয়া, সেখানে জনসংখ্যার ১৯.২৩% তফসিলী, এর অব্যবহিত পরেই রয়েছে বাঁকুড়া জেলা (১৯.১১%)।

পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক তফসিলি জাতিভুক্ত জনগোষ্ঠী মোটমট ৫৮টি ব্লকে ১টি মোটামুটি জনসংখ্যার ব্লক পরেছেন ৮০ জনের। এই সমস্ত ব্লকের মোটা ভাগ—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং, জেলা, মালদহ, জেলা/মেদিনীপুর, বীরভূম ও বর্ধমানভুক্ত। আবার এই ১টি মোটামুটি ব্লকে ব্লক পরেছেন ৫৪ জনই তফসিলী উপজাতির। এই মোটামুটি ব্লক তিনটি জেলা—জেলা/মেদিনীপুর, বিশেষত এর উত্তরাংশে অবস্থিত এবং সংলগ্নিত উপজাতির পরিচয়ে অনুন্নত গোষ্ঠী (Primitive Tribe) হিসাবে চিহ্নিত। জনসংখ্যার বিচারে দেখা জনসংখ্যা হল প্রায় ৪,৫০০। পশ্চিমবঙ্গে সেরকমটি বিচারে মোটামুটি সংখ্যা মাত্র ১১৭ এবং এদের পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা হল মোটে (১,০০৫)। এই মোটামুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে তফসিলীভুক্ত জেলা, বিশেষত বাঁকুড়া জেলা পুরুলিয়া জেলায় এবং উত্তরাংশে ও মেদিনীপুর জেলায় রয়েছেন এই দেখা জনগোষ্ঠী।

পশ্চিমবঙ্গের ১৮ জেলার মধ্যে ১৪টি জেলার ৫৪টি ব্লকে তফসিলী উপজাতি ১০০ জনের বিনিময়ে চিহ্নিত। এই তফসিলী জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশি রয়েছেন ১৮,৩১,১৭৭ জন তফসিলী—এ জনসংখ্যা ৩৩.২৯ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলী জনসংখ্যার ৪৮.২৪ শতাংশ এই তিনটি জেলায় বসবাস করেন এবং ৫১.৭২ শতাংশ রয়েছেন এই ৫জেলার বাইরে।

দ্বিতীয় দেখার বিষয়টি তফসিলী জনসংখ্যার ২৯.৭৪ শতাংশ কৃষক, ৫৩.১০ শতাংশ কৃষিশ্রমিক, চাকরি, ব্যবসা অন্য, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিযুক্তিত। ১৯৯১ সালে দাঁড়িয়েছে ১৯.৮৮ শতাংশ জন এই বিভাগে মাত্র ১.৩৪ শতাংশ ছিল ১৯৮১ সালে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয় হিসাবে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ধরা যায় ১৯৭১ সালে থেকেই শিক্ষার হার ছিল ৮.৬২ শতাংশ তা থেকে ১৯৮১-তে ১৩.২১ এবং ১৯৯১ সালে দাঁড়িয়েছে ২১.৭৪ শতাংশে। মহিলা সাক্ষরতা শিক্ষার হার থেকে চিহ্নিত হয়েছে তবে অবশ্য সন্তোষজনক নিম্নগতিতে এগিয়ে এসেছেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার হল ৪১ শতাংশ এবং মহিলাদের মধ্যে ১৪.১৮ শতাংশ। বিষয় এক সময়ে এই হার অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজ্য পরিকল্পনা (৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—১৯৯২-৯৭)

ক্রমিক	ব্লকে ধরার খরচ (লক্ষ টাকা)	উপজাতি সাব-প্ল্যানে (লক্ষ টাকা)	শতকরা হার
১৯৯২-৯৩	১,৫০,১০০.০০	৬,৭২৯.১০	৪.৫১
১৯৯৩-৯৪	১,৭২,০০০.০০	৭,৩৩৩.৭৫	৪.২৬
১৯৯৪-৯৫	১,৯৬,২০০.০০	৮,৪১২.১৪	৩.৭৬
১৯৯৫-৯৬	২,২৬,১৩০.০০	১২,৫৪৬.০০	৫.৬৮
১৯৯৬-৯৭	৩,০৭,৩১৪.৮০	৪,৮৮৪.৫৮ (অনুমতি)	১.৭৮
মোট	১০,৭১,৫১৭.৮০	৩৮,৮৪৪.১৭১	৩.৮৬

স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টান্স (এস সি এ)

ছিল কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করলে পশ্চিমবঙ্গ-বিভিন্ন তফসিলিভুক্ত সরকার এবারে উপজাতি সাব-প্ল্যানের মধ্যে অর্থসংস্থান করা যাবে। এর মধ্যে অতীত প্রতি এই সাহায্যের অর্থ সরকার পেতেন ৫০:৫০ হারে। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের এই খাতে অর্থ বিভিন্ন খাতে খরচ করা হয়:

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮৯-৯৯) পরিকল্পনার মোট Plan outlay ছিল ১০,০৪,৫২৪.৪০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জনজাতি উপপরিকল্পনা (Tribal sub-plan) খাতে ছিল ৫৮,৮৪৪.৪০ লক্ষ টাকা—যা মোট বরাদ্দের ৫.৮৬ শতাংশ।

জনজাতিদের ক্ষেত্রে শিক্ষার ওপর উন্নয়ন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তফসিলভুক্ত উপজাতি গড় জেলাসাক্ষরতা অপেক্ষা কম ছিল এবং তা ক্রমশ বাড়ছে (২১.০১%) মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হারও বাড়ছে এবং এরা পুরুষদের প্রায় ৮১ শতাংশ। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয়। এই সময় মধ্যে

মোট স্কুল (সব ধরনের) ৫,১১,১১৪
(ক) প্রাথমিক (নিম্নবুনিয়াদি স্তর) ৪,৬৯,৩৪৬
(খ) মাধ্যমিক (উচ্চতর স্তর) ১,২২,৩৩৯
(গ) মাধ্যমিক স্কুলগুলি সহ ১,৮১,৮০২
(মাধ্যমিক বুনিয়াদি স্তর)
(ঘ) আশ্রম স্কুলগুলি ১৭,৫১৩
(ঙ) জনজাতিভুক্ত ছাত্র (মোট ছাত্রের শতাংশ) ৩৯.৩১

মোটা হরফে (সারসংক্ষেপীয় হরফে):

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টান্স

বছর	ঋণের সহায়তা থেকে পাওয়া টাকা (লক্ষ টাকায়)	অনুদান (লক্ষ টাকায়)
১৯৮৯-৯০	১,১১১.৮৭	১,১১১.৮৭
১৯৯০-৯১	১,৩১১.০৯	১,৩১৬.০৯
১৯৯১-৯২	১,৫৮৫.৮৫	১,৫৮৫.৮৫
১৯৯২-৯৩	১,৭৯০.৯১	১,৭৯০.৯১
১৯৯৩-৯৪	১,৯৭১.৪৯	১,৯৭১.৪৯
মোট	৮,৯৭১.১১	৮,৯৭১.১১

যদিও উপজাতি সব-প্ল্যান খরচ পঞ্চবার্ষিক প্রথম থেকে চালু হয়, কিন্তু এই হিসেব কেন্দ্রীয় টাকা এসেছে পরের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালের শেষ থেকে। অনুন্নত ক্ষেত্রে যেসব যেসব অঞ্চলে বসবাস করছে তফসিলভুক্ত জনজাতিদের জন্য সেই টাকার পরিমাণ অনুপাতিক হারে ছিল না। তাই সরকারী অনুমতি প্রয়োজন বলে যে টাকার পরিমাণের একটা নির্দিষ্ট সীমা ঠিক করা হয়। এই নির্দেশের অনুযায়ী এই খাতের টাকা বরাদ্দের খরচ করা হয়।

শিক্ষার দিক থেকে দেখলে পরিসংখ্যানে জানিয়েছে এই ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং মাধ্যমিকস্তরে ক্ষেত্রে আরও কম শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবহেলার জন্য নানা অসুবিধাই উল্লেখযোগ্য দিক, যেমন ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা, শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবক উদাসীনতা অথবা, ছাত্র ঝরে যাওয়ার অথবা প্রথম, পরিকাঠামোর অভাব, ভাষা-শিক্ষার যোগসূত্র অভাব দিকে অধিক পরিকল্পনার অভাবে নিজস্ব ভাষার ইত্যাদি। এগুলি সমাধানের অনেকগুলোর নজর পাওয়া যাচ্ছে।

অনুন্নত দেখা হয়েছে। ফলশ্রুতি ২০১টি অন্যান্য ছাত্রাবাসের মধ্যে ৪৩টি বন্ধ করে অনিবার্যভাবে ছাত্রাবাসের সংখ্যা এসে দেখা। সংখ্যাটি ৮৮,৮৪৪ জনের জন্য ৫৪ পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলাফলে ৮৫২ জন ছাত্রাবাস (৬৬৬ জন ছাত্র এবং ১৮৫ জন ছাত্রী) মূল সংখ্যা ছাত্রাবাস থেকে পরিকল্পনা করা। মেয়েদের ২০১টি ছাত্রাবাস মেয়েদের ১১৪ জন ছাত্র এবং ২০ জন ছাত্রী থাকবেন। এই সময় ছাত্রাবাস সংখ্যাটি ৮৮,৮৪৪ জন ছাত্রছাত্রীর ঘর হবে।

শিক্ষার জন্য উপজাতির জন্য বিশেষ প্রকল্পে এই ৮৪ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্নভাবে ধরে ছাত্রাবাস উন্নয়ন হয়েছে:

অর্থনৈতিক দিক থেকে উপজাতির জন্য ঋণ বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতিগত দিক্ষে মেয়েদের জনজাতি অনুন্নত হয়ে নতুন অনেক সুযোগ তৈরি হয়ে গেছে, জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে জানা গেছে, এটাই ঠিক্ষে পরিসংখ্যানিক উন্নয়ন প্রকল্প এবং পঞ্চবার্ষিক অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ হয়েছে। এই সময় সময় হিসেব করে সাথে সম্পর্কের যোগসূত্র, স্বাস্থ্যকর্মীদের ও ছাত্রাবাসকর্মীদের জন্য ও অন্যান্য পরিকল্পনায় ঠিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্রমান্বয়ে জনজাতি হিসেব পরিকল্পনার সঙ্গে অন্যান্য অর্থনৈতিক সূচিকা একসঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হিসেব কেন্দ্রীয় সম্পদ এই অনুযায়ি মধ্যে যুক্ত হয়েছে। তাৎপর্যিক, তাৎপর্যিক এবং

হয়েছিলো। তবে বিদ্যুতের জন্য অনেক পুলিশকে এখনো বসে থাকতে হয়েছে। এ ছাড়া হয়েছে, মেস—মেডিক্যাল হয়েছে, ক্লিনিক্স সবার হয়েছে, অবশ্য হয়েছে নিয়মিত ক্লাস হয়েছে। ইনস্পেকশন, ডিসিপ্লিন ক্লোজ, ব্যারাক, ক্লোজ ড্রেস, পরীক্ষা ক্লাস মুটিং, ব্যাচ এবং সাংস্কৃতিকী ব্যাচ, ক্লোজ ইয়ার্লি এই অনুষ্ঠান ও প্রথম ক্লাস হয়েছে।

প্রতীক ট্রেনিং সেন্টার এবং ক্লোজের শিক্ষিত হয়ে অফিসারদের সেবা শেষের এবং অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলে। এই সময়ে থেকে মুক্ত করে ক্লাস অফিসারী অনুষ্ঠিত একবার সময়ে ক্লোজ প্রতিষ্ঠান হয়েছে এবং নতুন হয়েছে এবং সময় অফিসারী ট্রেনিং হয়েছে।

ক্লাস পরিবর্তিত পরিস্থিতি সময় এই সময়ে (LAMPS) -এর মধ্যে সময়ে ছিল ১১৬ এবং ২টি ট্রেনিং সময়ে প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে ছাত্রসংখ্যা ছাত্রসংখ্যা এবং শিক্ষকসংখ্যা ক্ষণ হয়েছে একটি প্রধান অঙ্গ, যার জন্যে ছাত্রাবাসের সমস্যার অনেক ক্ষেত্রে হয় অন্য ও নিয়মিত সময়ে সমাধান হয়েছে। এসব ছাড়া ছাত্রাবাসী ক্লোজের ক্লোজ ক্লাস সময়ের প্রতিষ্ঠান সময়ে। সর্বশেষে ৪২টি সময়ের সমিতি কৃষ্ণ ক্লাস সম্পন্ন সময়ে এবং নিয়মিত সময়ে। এই প্রথমে অফিসারী অনুষ্ঠান সময়ে ক্লাস পেয়ে উপস্থিত হয়েছে। এ ছাড়া সময় একাধিক সময়ে ক্লাস করে ক্লোজ পরে, অফিসারী ট্রেনিং ক্লাস ইয়ার্লি প্রথম সময়ের সময় থেকে শুরু হয়ে। অনেক অফিসারী সময়ে একবারে সময় পর্যন্ত এবং ক্লাসের ক্লাস সময়ে।

পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় ক্লাস ও অফিসারী উন্নয়ন নিয়ে নিয়মের সময়ের অফিসারদের অফিসারীয় পরিবর্তনের অধ্যয়নের জন্য সময়ের প্রথম এক প্রথম হয়ে সময়ে। বিভিন্ন সময়ের ক্লোজে ও প্রথমের নিয়ুক্ত প্রথমে সময়ে পুলিশের জন্য অফিস ক্লাস ও অফিসিয়ারী নিয়ে সময়ের শুরু হয়। সর্বশেষ পরিবর্তনের এই নিয়ম নির্ধারিত অনুযায়ী সময়ে সময়ে ৮০ ক্লাস সময়ে অর্জন করেছে। সর্বশেষে ১১,১৭৬ জন থেকে পরিবর্তনে ২৮৫৫.১১ লক্ষ অর্থ সময়ে থেকে উপযুক্ত হয়েছে। এই সময় অনুযায়ী পরিবর্তনে অর্থ হল ৭৮৫২.৮৮ লক্ষ টাকা। এই পরিবর্তনসময়ে অফিসিয়ার পরিবর্তনে মূল ৬৪৮৮ টাকা থেকে থেকে ৭১৫০ টাকা হয়েছে। অনুষ্ঠানিক অনুযায়ীদের পরিবর্তনে সর্বশেষ ক্লোজ থেকে, উপযুক্তের প্রথম সময়ের ৫৫ জন অফিসারীদের উপরে উঠেছেন এবং সময়ের ১৫ জন ট্রেনের জন্য প্রথমের সময় হয়েছেন।

অফিসারী উপপরিচালনার সাংস্কৃতিক দিয়ে হিসেব সময় নেওয়া হয়েছে। অফিসারী সাংস্কৃতিক উপযুক্তসময়ের জন্য ক্লাস ক্লাস থেকে অনেক করে ক্লোজ এবং সময়ের একবার প্রথম প্রতিষ্ঠানসময়ে সময়ে ক্লাস হয়েছে এবং কৃষ্ণসময়ে বিভিন্ন সময় প্রথম, বিভিন্ন এবং তৃতীয় স্থান অফিসারী সমিতিতে, অফিসারদের এবং অফিসারদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষ সময়ের সময় এসে ছিলেন। প্রথম অনুষ্ঠি হিসেবে উল্লেখযোগ্য হল—অফিসারী সাংস্কৃতিক ক্লোজের সময় উপস্থাপন করা হিসেবে প্রতিষ্ঠ নিয়মের সময় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্নি ক্লোজ হয়েছে। সমিতিয়ান, ক্লাব, সিটি, ক্লোজসময় এবং অন্যান্য মুখপত্র প্রতিষ্ঠানের এই প্রতিষ্ঠান পুরস্কার ক্লোজ হয়েছে। এই পুরস্কারে ক্লোজ হয় একটি অ্যাসল্ট, শক্তা, ট্রফি-অন্যান্য ও অন্যান্য অনুযায়িক উপহার এবং সময়ে ৫০০০ টাকা। প্রতি বছরে এই খাতে মোট ১০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়ে।

অফিসারী ক্লোজিসের সময়ে অফিসারীয় এবং নিয়মের জিম ক্লোজে সিটিতে শক্তা সময়ানুসারে ডিসিপ্লিন ও প্রতীক ক্লোজী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরিবর্তনে মাত্র তিনটি ক্লোজী—ট্রেনিং, সিনেমা ও ক্লোজ/ক্লোজ এই পরিবর্তনের অফিসারী। সময় অবস্থানের এই সময়ে ডিসিপ্লিন ট্রেনিং হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ১৪টি অফিসারী ক্লোজী। ক্লোজীর সময়ানুসারে হিসেব সময়ের এই ক্লোজীর পরিবর্তনের জন্য ক্লোজ হয়। নিয়ম, সংস্কৃতি, অফিসারী এবং সংস্কৃতির হিসেবের জন্য অর্থ সময়ে করা হয়।

বিবেকের লাশকাটা-ঘরে

বিশ্বাস ছাত্র

ঘরে বিশিষ্ট কুকুর পুষি
মাথায় মাখাই ফুল কেরোসিন
আলমারিতে যা সঞ্চিত বুদ্ধিজীবী হই
ঘরে বসে বঙ্কিম পথে
চলমান বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের ছবি দেখি।
আমার পোষা কুকুর খুশির জন্য
নিত্য ঘরের ভাঙন টিনের টিনের
কিছু দল বদ্ধুদের পরিত্যক্তের ঘরে
এক টিনের তলল ভরে নিয়া—
সে খোঁজ কি আমি কোনদিন করেছি?
অপরাহ্ণ-কালে, বাসন-ভাজা আর ঘর-মোছার
নিত্য বিড়ম্বনায়
যেদিন তার হাতে ছাড়া হয়ে যেন—
সেদিনও তার কাছে ঘৃণ্যতম পাহারায়
থাকি একান্তে তন্ময়।
অথবা খুশির ঘর হলে সে কী প্রভূত যৌনখুশি
অফুরন্ত-বন্ধুর-উন্মেষক্ষণ।
কেন এত সন্তানে পোষা কুকুর
খুশির উর্বরাই মাংস থেকে চাই মেরেছিল খুশিরে
অজস্র ছেয়ে মরেছি।
থাক্, আমরি বিষ্ঠি ফেলে আসুন
কলাপে ফুটিছিল মরেছির
পোষা খুশির ছানা।
আসুন বন্ধুর পরোশীর ঘরবাসরে এসে
মরমরে ছেয়ে মরেছি প্রভূত পশুর ঘরে।
ঘর পড়ি ফেল খড়ি ফোলন নেই।
কিন্তু মরেছি উৎসব করি ফিরেছে ঘরে
বন্ধু, যারা পড়েছিল একজন,
তারা কী যেন আমাদের জন্য
ঘরে ছেন?
ঘর না একঘর!

বিবেকের লাশকাটা ঘরে
কে আর পোষ্ট-মর্টেম করে?

আবাহন

নিত্য ঘাস

একটি ফিনফিনে ঘুম থেকে
কে যেন ডেকে ডেকে বলেছিল—
চলিত-ঘণ্টার আগে পেরে
যারা নত হোসো না
বেখাপ্পা
প্রত্যেকটিকার নেই।

মধ্যরাত পর্যন্তির পেরিয়ে
নিঃসঙ্গতায় ঘরে যে মানুষ
তার কাছে নিজে হেসো না
নিজেও সে হিংসে।

নিত্য নিত্যদা ঘাস
লাঞ্ছন হয়ে সবারে হও
খেয়া পেরে আসবে।

যিনিনি কাছের হোসা ফুরে নিয়ে
যে মানুষ হেঁটে যায়
তার কাছে যাও—
সান্ত্বনা তারা পাবে।

ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১০৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সামাজিক ন্যায়বিষয়ক আলোচনাচক্র

"স[illegible] ভারতের শ্রেণীসমূহকে সমান করে সমান এক হিসাবের আওতায় নেয়া হয়েছে। অথচ [illegible] সমাজের একদিকে ধন এবং অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়েছে। সমাজটি সমানের ভারসাম্যে নষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশদের শাসন থেকে শুরু করে এ সমাজের দুই সমাজকে পাশে একটি হেয়ে পড়েছি। ড: বি আর আম্বেদকরের সেই অনুসরণ করে আর-সামাজিক কাঠামোর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা দরকার। সমাজের অসাম্য দূর করতে না পারলে, সেখানকার ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক ব্রিটিশদের ধারণা হবে না পারলে সমাজ সমাজের সমান হবে ফিরে আসে না।"

ড: বি আর আম্বেদকরের জন্মের ১০৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গত ১৪ এপ্রিল ১৯৯৯ তারিখে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এক আলোচনাচক্রে আলোচনা করে বিশিষ্ট সমাজটি বুদ্ধিজীবী ও সি পি আই (এম) নেতা ঈশ্বরদাস ইয়েচুরি উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রকাশ করেন।

আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল: "আমাদের শ্রেণীসমূহকে সমাজের দুই শ্রেণীতে পরিণত করার সমান ও সমাধানের উপায়।"

সভা শুরুর পূর্বে নেতৃবৃন্দ ড: আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

উদ্বোধক হিসাবে ও সংবাদিক এবং কবি (অবসর) বাবু কৃষ্ণমোহন ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে আলোচনাচক্রে সভাপতি আমাদের শ্রেণীসমাজ বিষয়ক অবসরপ্রাপ্ত বাবু বিনেশচন্দ্র মজুমদার আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে বলেন যে, আলোচনার আলোকে আমাদের শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যবিধান সম্ভবপর, অধিকাংশ ও আমাদের আমাদের শ্রেণীসমূহ সমাধানের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, বাজার ও কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বের প্রভাবের ফলে দিনে আমাদের শ্রেণীসমূহের উপরে অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই সব চাপের প্রভাব থেকে নিজের ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অবস্থানের ফলে নীতির প্রভাবে ফলে যে, পূর্ণ অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলে একদিকে হেয়ে হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারি উদ্যোগ ও প্রচারের ফলে আমাদের শ্রেণীসমূহের সম্পত্তিগত সমৃদ্ধির হয়েছে, পক্ষান্তরে দুর্নীতিগ্রস্তের সরকারের দুর্বলতার অবক্ষয় লিখিত হয়েছে—সরকারপ্রধানের অবসরে পাশাপাশি অন্য নেই; সবার অনুপ্রবেশ হয়ে উঠেছে। যদিও অর্থনৈতিক ধারা একদিকে ভারসাম্য হারাচ্ছে। সমাজের আমাদের শ্রেণীর মধ্যে ফেলে দুই শ্রেণীতে পরিণত হয়ে পড়েছি—এই ধারণা উপস্থিত বিশিষ্ট আলোচকদের সমর্থন উপস্থাপন করে তিনি আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন।

ইয়েচুরি আলোচনা প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, সমাজের দুই শ্রেণীর পরিবর্তনে পরিণত করতে হলে রাজনৈতিক ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক সমাজের পরিবর্তন করতে হবে।

সাহিত্যিকদের ইতিহাস পড়ানোর বিষয়টি নিয়ে ইয়েচুরি বলেন, যেসব সমাজে এক অনুপস্থিতির দৃষ্টান্ত; সমাজের আমাদের-হিসেবে সাধারণ অনুভব তৈরির আগে অনুভূত। তিনি ড: আম্বেদকরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আমাদের আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্বিপাকের ফ

করেন যখন ছাত্রদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন তখন। ফলে ৫০ছাত্র পড়ে ৪০ছাত্র ও ৫ শ্রেণীকক্ষে এক সময়ে পরিচালিত হয়ে সমাজতত্ত্বে যেন হারায় এবং এই বিষয়টিতে সমস্ত ক্লাসে শ্রেণি যথাযথ মর্যাদায় বেঁচে থাকে। ফলে ছাত্র, কৃষি-ভিত্তিক ও শিল্প-ভিত্তিক সমাজগুলো দেখতে হয়। এই সবই শিখে। সমাজতান্ত্রিক ও ধনতন্ত্র-সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই এখন দেখানোর জন্য রয়ে। এই সমাজগুলো আগে করতে না পারলে ভারতবর্ষ-বিষয়ে ছাত্র শ্রেণীবিষয়ে শিক্ষিত হয়ে না।

ক্লাসে শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসম্পর্কের ধারণার বিভিন্নতার উল্লেখ করে ইতিপূর্বে বলেন, এখন যখন ধনী অভিজাতদের কথা করে তখন ক্লাসিকের ধারণা-নির্ভরতার বিরুদ্ধে কথা পড়াবার নিয়ে ধরিয়ে দাঁড়াই করে। এবার করলে যখন আমরা প্রথম নিয়ে যখন তখন আমরা ভারতবর্ষের ধরিত্রীর অবস্থা হয়ে পড়ে এবং অবশ্যের অর্থনৈতিক ও শ্রেণী-সম্পর্কের কথা তুলে নিয়ে ভারতবর্ষালিত ও অর্থনৈতিক হয়ে পড়ে। এই শ্রেণীর ধারণা পরিবর্তন করতে উদ্যুক্ত করে ছিল ধারণার ধারণা শ্রেণী-বিষয়ে সম্পর্কে ক্লাসিক করতে হবে।

পাঠ-ক্লাসিকের মূলে ক্লাসিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থানের পরে না-থাকে আলো ছাড়া করে তিনি বলেন, যে তুলে ক্লাসিক শ্রেণীর মধ্যে সমস্যা কোনিয়ে তুলে, দেখিয়ে, সাইকেল প্রভৃতি সমাজব্যবস্থাগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা-সমাজতন্ত্রের এবং থেকে তিনি সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণের পরে এগুলো পারেনি। ফলে অর্থনৈতিক অবস্থানে পরে তুলে ঐসব ক্লাসিক সমাজের বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিসাধনে ব্যবস্থা হতে পারেনি। পাঠ্যবিষয় 'ক্লাসিকাল' অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো বিশ্লেষিত করলেও ক্লাসিকে ও সমাজে বিশ্লেষণের পরিণতি ছিল না। এবারেই ড: অর্থনৈতিকের ক্লাসিকগুলি অর্থনৈতিকের সঙ্গে পরিচিতির ইতিহাস অর্থনৈতিকের পারেন। এই কৃষিতে অর্থনৈতিক উপলব্ধির জন্য পরিচালনের অনুভব করে, ড: অর্থনৈতিক ভিত্তি অর্থ-সামাজিক অর্থনৈতিক পরে তুলে ক্লাসিকের সমাজ সমাধানের মধ্যে তুলে ধরিবেন।

ইতিপূর্বে বলেন যে, ছাত্র পরিচালনে পরে অর্থনৈতিকের পরে এর, সমাজে কৃষিব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাধান-ভিত্তিক সমাজের পরে ক্লাসিকগুলি নং: দ্বিতীয় পাশ্চ ৫ থেকে সমাজিক পরিচিতে উপাদান হলেও সমাজের পরিচালনে অনেকটা ভিন্ন যা। সমাজতন্ত্রের মধ্যে পরিচয় থেকেই তার পাশ্চ-থেকে ক্লাসিক। অর্থনৈতিক থেকে কৃষিব্যবস্থায় বিরুদ্ধে অর্থনৈতিকের অর্থনৈতিক নেতৃত্ব না নিয়ে কৃষিতে ও শ্রী সমাজের সমাধানের ক্লাসিকের অর্থনৈতিক পরিচালনার ১২পরী ছিল।

ইতিপূর্বে বলেন যে, ক্লাসিকের ৫০ ক্লাস পাশ্চ অর্থের কৃষিব্যবস্থার ব্যবস্থায় এখিয়ে অর্থনৈতি। পরিচালনে কৃষিব্যবস্থার ইতি ব্যবস্থার ৪৩পরে ক্লাসে ক্লাসিক কৃষিব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

ইতিপূর্বে ও শিক্ষার সাথের ব্যবস্থাকে সম্পর্কে ক্লাসিকে ইতিপূর্বে বলেন, সি সি আই (এস) ক্লাস হয়ে যে, সমাজের শ্রেণীর ঐক্যের অবস্থার উপরের সংযোগ প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে শ্রেণীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো এবং কৃষিব্যবস্থার ব্যবস্থার ক্লাসে ক্লাসিক কৃষিব্যবস্থায় ক্লাসে ক্লাসিকের ক্লাসে ক্লাসিক ক্লাসে ক্লাসিক ক্লাসে ক্লাসিক

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

পরিচয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকেও উন্নয়ন নিতান্ত। তাদের এইসব অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রের ছাত্রের জন্য নিম্ন পাঠ্যসূচী তাদের আর্থিক পুনর্বাসন করে করবে এবং তাদেরই ছাত্রদের ছেলেমেয়েদের ভুলে তোলে পারবে। তিনি আরও বলেন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ অনুন্নত শ্রেণীসমূহের কাজ পৌঁছে দিতে হলে তাদের সম্পর্কে এবং তুলতে হবে এবং প্রথম শ্রেণী থেকেই এইসব ছেলেমেয়েদের নিজের ব্যবহারে পারদর্শিতা তাদের মা-বাবাকে আর্থিক অনুদান দিয়ে ছেলেমেয়েদের ভুলে পাঠানোর উপযোগী আর্থিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

অন্যান্য এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, কয়েকটি রাজ্য তফসিলভুক্ত উপজাতিদের জন্য স্বেচ্ছায় বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করেছে। তবে সরকারিভাবে এখনও এ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সমস্যাটি ও ব্যাপকভাবে ভাবে আদিবাসী-উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে তাদেরই সমাজ পরিবর্তনে শ্রেণীসংগ্রাম অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

৩। প্রশ্নোত্তরের অন্য:

বিতর্কানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অনেক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ডঃ প্রশ্নোত্তর অন্য বিভিন্নভাবে মূল্যবান আলো দিয়ে বলেন যে, এর কোনও সহজ সমাধান আছে বলে তিনি মনে করেন না। তবে তিনি সমস্যা সমাধানে কয়েকটি বিশেষ উদ্যোগের সমাধান উল্লেখ করেন। বিশেষ অগ্রাধিকারের উল্লেখ করে তিনি বলেন,বিহারের ৯০ লক্ষ হরিজনের এক পঞ্চমাংশ ২০ লক্ষ আদিবাসীকে রক্ষা করে। এ ছাড়া আর-অন্যান্য পার্থক্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরে উপজাতিদের সমস্যাগুলি আরও গভীর। অন্যান্য ছাড়া আদিবাসীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই ছাড়াই আদিম অধিবাসীদের বিশিষ্ট করেছে, আদিবাসী ছাড়া নিম্ন সাধারণ; কিন্তু সামাজিক ছোঁ-বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আদিবাসীর সমস্যার আরও সৃষ্টি হল, এরা ও তাদের বিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে। তাদের শ্রেণীসমূহের মধ্যে ছাড়া ছাত্র বিশেষ করে তাদের ডঃ অনুচ্ছেদের প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ করে ঐতিহ্য বলেন, তিনি বিভিন্নভাবে অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করেছেন। এর সিদ্ধান্ত হল (educate), সংগঠিত হও (organize) ও আন্দোলন করো (agitate) এই অনুচ্ছেদগুলো।

মন্ত্রীর থেকে বেরোন, ৫৯ বছর, ইন্দিরা গান্ধী সংবাদপত্রগুলোর প্রতিনিধিরা অনেকদিন প্রশ্নোত্তর করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের প্রায়ই শেষ সাধারণ একমুখে বলতে পারেনি; বৈচিত্র্য প্রায়ই নতুন ধর্মের ঐক্যবদ্ধ করেছে। বলিষ্ঠতা ঐক্যবদ্ধতা প্রয়োজন হলে তিনি প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। পরিবারের জাতপাত-বৈষম্যের উল্লেখ না করলেও একথা প্রতিটি মেয়েদেরকে সম্পূর্ণ বন্ধ না হবার আশ্বাস প্রকাশ করে ডঃ শেষ হলেন যে, আইন পাস করে বা অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়ে জাতপাত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মানুষের চেতনার পরিবর্তন প্রতিটি ঘৃণা করে মেয়েদেরকে সমান মর্যাদা দেওয়ার সমাজের সমাধান সম্ভব।

ভারতী বিদ্যাস:

আদিবাসীদের অংশগ্রহণ করে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী বিদ্যাস করেছেন উপজাতি আদিবাসীদের অনগ্রসর সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করে বিশেষ করে আদিবাসীদের জীবন থেকে চলতি বিষয়ে নিজে আলোচনা করেন, এগুলি হল: (১) সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও জাতপাতের কারণে ছোঁয়া পৃথক, (২) অনুন্নত ভূমি ব্যবস্থা নিয়ে, (৩) প্রতিবেশের অন্য আদিবাসী সমাজ যা তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং (৪) আদিম ও বৈষম্য থেকে উন্নত পশুপালন ব্যবস্থার বিকাশ সম্ভব।

সম্প্রদায়ভিত্তিক বিকাশ বিভিন্ন অনুন্নত সমাজ ও তাদের সম্প্রদায়িক বিকাশের উল্লেখ করে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, এ ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের প্রকৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুন্নত অপরিহার্য, তবে তার ভিত্তিতে হবে সিদ্ধান্তের।

উপজাতির উন্নয়নের নীতি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি বলেন যে, কয়েকজন অনুন্নত শ্রেণীর শ্রী: জনসংখ্যার চার ভাগ উপজাতির ভাগ ডঃ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়ে তুলিতে তাদের উন্নয়নের জন্যের উন্নয়নের কাজের ব্যয় তুলিতে তাদেরকে পৃথক করে তাদের থেকে দেয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ভাগ ডঃ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা এই অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, অনুচ্ছেদে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে ডঃ অনুচ্ছেদের ভাগের অনুন্নত-ভাগের সম্প্রদায় থেকে দেয়া হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, তুলিতে প্রশ্নকারের ছাড়ে ভারী তুলে নিয়ে যেসব অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্যোগে প্রশাসনের ভাগ থেকে ৭০ শতাংশ ভাগে যোগাই বিদ্যালয়ের তুলিসাহায্য বিল উপাদান করে প্রশ্নোত্তরের যে, তুলিসাহায্য ভাগ কৃষি-ভিত্তিক জমির ব্যবস্থার ঐ থেকে প্রশ্নকারের বৈষম্যিক বিকাশ করে ছাড়া যায়ে। তবিষ্যতে পঞ্চাশ সাল পরে একমাত্র সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ে ডঃ প্রশ্নোত্তরের তুলিসাহায্যে মিটে ব্যবস্থিত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সবশেষে তাদের শ্রেণির ভারত এখনও উন্নয়নের প্রশ্নোত্তরে ছাড়া তার উপাদান করে তিনি বলেন যে, প্রথম সংস্করণের ৪০০টি বিশেষ উপজাতির মধ্যে মাত্র ১০ জন তফসিলী ও অনিবার্য শ্রেণীর ভারত, সবচেয়ে উন্নয়নের তুলিসাহায্যের মধ্যে মাত্র ৩ জন উচ্চ শ্রেণী থেকে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি আরও জানান যে, সবচেয়ে অনেক ও বিভিন্নভাবে নিযুক্তদের মধ্যে মাত্র ৮.৭ শতাংশ তফসিলী শ্রেণীভুক্ত থেকে নেওয়া হয়েছে। উচ্চতর শ্রেণীর বিশেষজ্ঞরা আলোচনা সবচেয়ে সময় যে প্রার্থীর তফসিলের ভুল ধরা পড়েন তার জন্যে তিনি দুঃখিত প্রকাশ করেন, এজন্য তফসিলের জন্যও

কিন্তু শ্রেণী তাঁর কাছে শ্রেণীর অনুভূতি নয়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর অধিক ক্ষতিকর হয় না বলে সমাজের উচ্চতি অব্যাহত থাকে। তিনি উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'সমাজভেদ' শীর্ষক কবিতার উল্লেখ করেছেন—

যবে তুমি নীচ জেনে যে জেনেরে
নীচেরে যে নীচ
পড়েছে যেথায় যবে যে জেনেরে
পড়েছে টানিয়া।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে লুকিয়া রবে
জেনো মনে প্রতি ধিক্কারে
সে দেবে তাহারে।
অপমান করে যবে তাহারেও
সমান আঘাত।

সমাজের অন্যান্যদের মধ্যে ঐক্যবিধান হলেও, এর শ্রেণীর অনুভূতি প্রকাশের জন্য এটি যথেষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশের জন্য এটি যথেষ্ট হিসেবে বিবেচিত হলে তিনি কবিতার প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের দর্শিত সমাজের যথা-যেমনে যে দুটি দুটো হিসেবে চলছিল তাদের অবসান হলেও তার প্রতি আঘাতের উচ্চারণ করে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের ১৩শিক নাইকের চরিত্রে অন্যেরা বিজ্ঞানিক। নাইকে দুর্ভিক্ষ 'অজয়' ১৩শিক 'প্রকৃতি'র মেয়ে একজনের কাল হয়ে দাঁড়ায়, '...যে মানুষ জাতি দুর্ভিক্ষ শেষ মানুষ; যার জন্মী টিকে কাল যে দুর্ভিক্ষের বিষ করে, হত্যা করে দুর্ভিক্ষের।' অনুভূতির জায়গায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাদের দিয়ে প্রকৃত মানুষের অনুভূতির কথা বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, মানুষ "Forces of circumstances tends to destroy the equality but Law protects it" জন্মী অনুভূতি করে ও; মানুষের সমস্যাগুলির জন্য বিশ্ব বলিয়ে সমাজের কথা কৃত্রিমের কথাকে মেনেছিলেন।

সমাজের কৃত্র মেনেছিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে ঐক্যবিধান বলেন যে, কৃত্র মেনে হল, সমাজিক শ্রেণী বিভিন্ন সমাজ-পরিবর্তনে; এই সমাজিক বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক বিজ্ঞান নয়।

তাদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অর্থনৈতিক জাতি তাদের জন্য; অন্যান্যদের মধ্য আছেন যার, তার সাথে পৃথিবী তাদের জন্য।

মানুষের বিজ্ঞানিকের প্রশ্নে তিনি জানান যে, সমাজবাদীরা মানুষের বিজ্ঞানিক জন্মের মধ্যে পার্থক্য পূর্বে।

পরিশেষে তিনি বলেন, জাতি-বিজ্ঞান দুটি করে কারণে কার শ্রেণী-সংগ্রামের বিষয় করার জন্যেই চলছে; তবে প্রতিষ্ঠার জন্যেই তাদেরকে অন্যান্যদের জন্যেরকটি পদক্ষেপ সমর্থন করেছে।

সমাজটি বিজ্ঞানসম্মত অনুভূতি :

অন্যান্যদের উপস্থাপনে সমাজটির তাদের অন্যান্য শ্রেণীসমাজটি বিজ্ঞানসম্মত অনুভূত হলেও যে, 'সমাজের উচ্চতর জাতি অন্যান্যদের অন্যান্য পরিবর্তন অন্যান্য শ্রেণীসমাজ বিজ্ঞান মানুষের পূর্ণিমার প্রকাশ করেছে' তাদের অনুভূত বিজ্ঞান হয়ে ৫০ পরিণত হয়েছে, এটি বিজ্ঞানের উপস্থাপনে অন্যান্য শ্রেণীর সমাজ তাদের অনুভূত পরিবর্তন দুই তাদের হয়েছে। তিনি অন্যান্য জানান যে প্রাচীন পরিবর্তনের সমাজ অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সমাজ অন্যান্যদের শ্রেণী। সমাজতন্ত্রের সমাজিক পরিবর্তনের তাদের অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞান দুটি তাদের হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এ তাদের জাতি-বিজ্ঞানের তা অন্যান্যদের অন্যান্যদের বিজ্ঞানের। তাদের অন্যান্যদের সমাজবাদীর পরিবর্তনের অনুভূতি পরিবর্তনের অন্যান্য হয়েছে; বিজ্ঞানসম্মত উচ্চতি হয়েছে সত্য, কিন্তু অন্যান্য উচ্চতি অনুভূতির বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সমাজের উচ্চতাগুলির অনুভূতি বৈজ্ঞানিক তাদের বলে উল্লেখ করে ঐক্যবিধান রবীন্দ্রনাথের 'সমস্যা' কবিতার একটি দুটি অন্যান্য করে বলেন, কবিতাতে বৈজ্ঞানিক দুই তাদের কবিতা হলেও তা বিজ্ঞানের অন্যান্য সমাজ পরিবর্তনের অন্যান্য সমাজ পরিবর্তন হয়। তাদের অন্যান্যদের বিজ্ঞানসম্মত অন্যান্য সমাজ পরিবর্তন হয় তা তাদের বলে তিনি মন্তব্য করেন। বৈজ্ঞানিক দুটিকোণের তাদের সমাজবাদীদের প্রতি দুটি অন্যান্য করে বলেন, সমাজবাদীর অনুভূতে সমাজিক প্রকাশ অর্থে অন্যান্য শ্রেণীকে পরিবর্তনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে অন্যান্য উচ্চতাকে সমর্থন করে তুলতে হবে এবং এভাবে সমাজ সমাজে জাতিটি শ্রেণীর পূর্ণতা সমাজবাদীর সত্য অন্যান্য করতে হবে। ইতিহাসের জাতিকের তাদের দুটিকোণের কথা উচ্চারণ করে ঐক্যবিধান বলেন, এর পূর্বেই সেখানে জাতিকোণের অন্যান্য হয়েছে। এর সমাজের পক্ষের জাতির অনুভূতির পূর্বে সমাজবাদীদের তুল মেনেছে তা করে নিয়েছে।

সমাজের সমস্যা শ্রেণীর অনুভূতির শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য পরিচয় করে সমাজটির উচ্চতাকে প্রকাশ করে সমাজবাদে রবীন্দ্রনাথের সমাজ পরিবর্তন অনুভূত জানিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'অন্যায়ের' জাতিকের প্রকাশিত কবিতাটি অনুভূতি করেন:

"এসে চলেছ যুগ ধরি তব
পথে হয় সমাজের,
এসে যে পথিক পথে অপরাধী
সব অপমানের।
যার জাতিকের এসে এসে হয়
সমস্যাই হানি যে ব্যথা,
সমস্ত সমাজ পরিবর্ত তব
বিধাতারে।
জাতি অন্যায়ের সমাজবাদের
সমস্ত চিরে।"

সমাজটি ঐক্যবিধান বলেন যে, পরিবর্তনের এই অনুভূতি এই অন্যান্যদের জন্যে। এই যদি সমাজিক সমাজের বিজ্ঞ এবিষয়ে তাদের পরে সমাজের বলে তিনি দুঃ অভিযোগ নেন।

অন্যান্য শ্রেণী অন্যান্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক উপেন বিশ্ব তাদের অন্যান্য করেন।

এটিকেন : বিজ্ঞানের পত্র

ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১০৮তম জন্মজয়ন্তী পালন

উত্তর দিনাজপুর : বাবাসাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী যথোচিত মর্যাদা সহকারে বিভিন্ন অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের কার্যালয়ে ১৪ এপ্রিল '৮৮ পালন করা হয়। জেলা পরিষদের সভাপতি এখানে সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক (সদর), জেলা প্রাথমিক পর্ষদের সভাপতি, অন্যান্য জেলা আধিকারিক এবং বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি। সভারম্ভে ডঃ আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এরপরে তাঁর জীবন ও কর্মধারা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। সভাশেষে আদিবাসী ভাষায় লোকগীতি ও গীতিনাট্য পরিবেশন করা হয়।

এর সঙ্গে সঙ্গে জেলার অন্যান্য স্থানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইসলামপুর মহকুমায় ২৫ এপ্রিল এবং ইটাহার ব্লকে ২৮ এপ্রিল শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম হয়। মহকুমা শাসক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ডঃ আম্বেদকরের জীবন ও কর্মধারা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

প্রতিনিধি
জেলা অতিরিক্ত জেলা
জেলা কল্যাণ আধিকারিক,
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
উত্তর দিনাজপুর, রায়গঞ্জ

উত্তর ২৪-পরগনা

ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১০৮ তম জন্মজয়ন্তী পক্ষপালন নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। পালনের শুরু ১২ এপ্রিল। পালনের শুরু দুর্গোৎসব উপলক্ষে ৮৫ সংখ্যা বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধনের মাধ্যমে। শেষ হয় ২৮ এপ্রিল, মহকুমায় ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং একটি মনোজ্ঞ আলেখ্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলাপরিষদের ত্রিতলীয় সভাকক্ষে ৫ই প্রজাতন্ত্রদিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী অনিল বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরিবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফা বিন কাসেম। উত্তর ২৪-পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নজরুল হক্কানী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ডঃ বি আর আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানান উত্তর ২৪-পরগনার জেলাশাসক প্রবল মিত্র। অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) পরমেশ দত্ত, বারাসতের মহকুমাশাসক-সহ জেলার অন্যান্য আধিকারিকগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে ৫ই মে ১৪ জন আম্বেদকরীয় ছাত্রকে তফসিলি জাতি প্রমাণপত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া, জেলা তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের পক্ষ থেকে পুইজন কর্মপ্রার্থীকে এক এক হাজার টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রতি কর্মপ্রার্থী ৪৮,৫০০ টাকা ভর্তুকি পান।

উদ্বোধক বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ডঃ বি আর আম্বেদকরের জীবনের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে বর্তমান সময়ে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে পরিচালনা করে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জনসংযোগ আধিকারিক বিপ্লব বিশ্বাস।

প্রতিনিধি : দূরভাষ মারফৎ
বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা

টাকী : ঐতিহাসিক ১. টাকীতে ৭ই মে ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১০৮তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে উত্তর ২৪-পরগনার টাকীতে তফসিলি জাতিভুক্ত ছাত্রদের জন্য ৮০ শয্যাবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাসটির উদ্বোধন হয় ১ বৈশাখ, ১৪০৫। উদ্বোধন করেন অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী নীলেশচন্দ্র ডাকুয়া। উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও তার অব্যবহিত পরে আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ শ্রদ্ধানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী গৌতম দেব এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিস্কু। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন উত্তর ২৪-পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নজরুল হক্কানী মহাশয়। জেলাশাসক প্রবল মিত্র, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) পরমেশ দত্ত, বসিরহাট মহকুমার মহকুমা শাসক, উত্তর ২৪-পরগনা অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের প্রকল্প আধিকারিক, টাকী পৌরসভার পৌরপ্রধান, সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দ এবং জেলার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ, উত্তর ২৪-পরগনা সূত্রে জানা গেল যে টাকী কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাসটি সম্পূর্ণ করতে ব্যয় হয়েছে ৩১,৮৬,৪৩৩ টাকা। ছাত্রাবাসটি

বিভাগের অধিনস্থ ছিলেন ঢাকী পৌরসভা। ৮০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটি মাত্র দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করে ঢাকী পৌরসভা একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এ হাসপাতালে জন্ম নেবে যে ছেলে এই জাতীয় মানের ১৫টি হাসপাতাল বাংলাদেশে অনিবার্যরূপে, বলেই, সেকেন্ড ও বাংলাদেশে প্রতিটি শহরে ছড়ে এটির চলছে।

বড়ী বিকেলের ১৫ই মার্চ তারিখে হাসপাতালের উদ্বোধন ও কার্যালয়ের ফলকের দিন প্রধানমন্ত্রীকে আসতে করেন। জাতি ও জনগণ, প্রশাসন ও শাসনের বিকেল ২: টি তার হাসপাতালের সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়ার বক্তব্য রাখবে ফুটে ওঠে।

বক্তৃতা দেবেন তিনি তার বক্তব্যে ঢাকী হাসপাতাল প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে, জনগণ সহজের জন্য বিভাগ, তার পরিচালিত অন্যান্য বাস্তবিক অসামঞ্জস্যের প্রসঙ্গগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আমাদের, জনাব্যয় ও অধিকাংশ বিভাগের প্রাক্তন বড়ী পৌরসভা মেয় হাসপাতালটির ছবে তথ্যাদের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমরা জানাই।

সভাপতির ভাষণে উত্তর ২৪-পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নজরুলাল হক্কানি: বি তার আন্দোলনের ঐতিহ্য ও তিনি প্রসঙ্গে মূল্যায়ন আলোচনা করেন এবং জেলার এ ধরনের হাসপাতাল প্রথম সম্পূর্ণ হওয়ায় এবং উদ্বোধনের জন্য আরও এত কাছ এটিকে ধাত্রীবাস জনগণ প্রকাশ করেন।

ঢাকী পৌরসভার পৌরপ্রধান বিভিন্ন বন্দোপাধ্যায় অনুষ্ঠানটি শেষ করেন।

প্রতিবেদক : শ্রীসুরঞ্জনবাবাবাস নারায়ণ

বাঁকুড়া জেলা

পরিচালন সমবায়ের অন্যতম সম্পাদক জনাব বিভাস, বাঁকুড়ার উদ্বোধন: বি তার আন্দোলনের ১০৮ তম জন্মবার্ষিকী পালনোপলক্ষে তার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এই পালনোপলক্ষে আলোচনা শুরুতেই আনেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি উপেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিনায়ক ত্রিপাঠী, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিনায়ক মিশ্রী বাসন্তী এবং অতিথিবরণ পালন মিত্র।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন। আন্দোলনের ঐতিহ্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি সম্পাদক অনিলবরণ মহাবাণী, অতিথিবরণ পালন মিত্র, বিভাগীয় সংগঠনের বিভাগ হেমন্তবাবী এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাক্তনিধি ও অতিরিক্ত অর্থসচিব অনুপম পরিষদ ও বাঁকুড়া প্রাক্তনিধি ও অতিরিক্ত সমবায় কেন্দ্রসমূহের জেলা সম্পাদক বিভাগ করে। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিকতার সংগঠনের কেন্দ্রসমূহ প্রতিনিধিবৃন্দ, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক বড়ী বাস, 'প্রতিদিন' পত্রিকার সংবাদদাতা বাসন সরকার, স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদক বেলেঘাটা মিত্র। উপস্থিত ছিলেন সভিত্র মহল, স্থানীয় স্কুল প্রচুর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সভায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা সমবায় অতিরিক্তিক ভূমিকা মিত্র।

প্রতিবেদক : বিনয় বেলেঘাটা

'সামাজিক ন্যায়' সেমিনার

এবিষয়ে আলোচনা পালনোপলক্ষে সমবায় বিভাগীয় প্রশাসন পরিচালনা স্থানীয় পর্যায়ক্রমে উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনাসভা। বিষয়: "সামাজিক ন্যায়, আন্দোলন ও সমবায়"। গত ৯ জুন সন্ধ্যায় এই সুন্দর আয়োজনে প্রচুর লোকের উপস্থিতিতে—অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন জনাবী বিভাগীয়সমবায়ের উপসচিব আবদুল বাসুদেব বর্মন। তিনি বিষয়ের আলোচনার সমবায় ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে সমান করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ঐক্যমত সম্পাদক ঐতিহ্য বিভাগ পরিচয় ও পরিচয় অনুষ্ঠান ঐক্যমত আন্দোলনের ধারে তুলে সামাজিক সমবায় কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয় তুলে ধরার আহ্বান জানান।

সভায় এছাড়া বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি—অধ্যাপিকা বিভা, অধ্যাপক অনুপ পাল, ডাঃ প্রভা গুহ ও অধ্যাপক সুবল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভীত পরিবেশন করেন প্রতিবেশক বিভাগ ও স্থানীয় আন্দোলনীয় প্রতিনিধিরা পরিবেশন করেন।

আয়োজন—জেলা সমবায়ী

ঐক্যমত পত্র

ত্রিপুরা সরকারের তফসিলি ও অনগ্রসর কল্যাণ বিভাগ প্রবর্তিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ পুরস্কার পেলেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক ড. অনিলরঞ্জন বিশ্বাস

গত ১১ এপ্রিল পরিষদ বিভাগ হলটোর অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক ও প্রখ্যাত পণ্ডিত ড. অনিলরঞ্জন বিশ্বাসকে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মারক পুরস্কার (১৪০৪) প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা সরকারের তফসিলি কল্যাণ ও শিক্ষামন্ত্রী রমিলা দেববর্মা। এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ, সর্বভারতীয় তফসিলি জাতিভুক্ত কর্মচারীদের সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাস ও ত্রিপুরা সরকারের সংস্থা ও পরিষদের সভ্যবৃন্দের মধ্যে শ্রীমতী বর্মণ।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে উপস্থিতদের হাতে ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সদ্য নিযুক্ত মন্ত্রী প্রভাত বিজয় শিংহের পুস্তিকা উন্মোচন এক বিশিষ্ট শ্রীবৃদ্ধি পরিচয় হয়।

এরপর স্বাগত ভাষণ করে তফসিলি কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত অধিকর্তা শ্রীশিবির দাস।

ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী কবি রমিলা সরকার ড. অনিলরঞ্জন বিশ্বাসকে ১৪০৪ সনের অদ্বৈত সাহিত্য পুরস্কারের উপহারসামগ্রী ও নগদ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন। তিনি ড. বিশ্বাসের সাহিত্যকীর্তি ও ত্রিপুরা সরকারের বহুমুখী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী বলেন— সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবদান অপরিসীম তবে তা সৃষ্টি ও অনুশীলনের ধরণের বিশেষ প্রয়োজন। রমিলা অনুযায়ী সাহিত্য যেমন প্রতিফলিত হবে। প্রকৃতিকে কবি লেখক অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। তিনি বলেন যখন—'হিমালয় একটি নদীর নাম' লেখাটি তিনি পড়েছিলেন তখন তাঁদের দলের পরিচালনার বিষয়টির মধ্যে খুব হয়েছিলেন।

অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ বলেন— অদ্বৈত প্রসঙ্গে কথায় প্রয়োজনের ভিত্তিতে বলেন, তিনি নিজেকে পরিচয়টি তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করে অদ্বৈত মল্লবর্মণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। যাদের নিয়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তারা এখনও সমাজে রয়েছে। তাদের সমাজ আজ পর্যন্ত অবহেলিত।

অনিলরঞ্জন বিশ্বাস বলেন—১৯৭১ সালে তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন, তখন সেই বছরের সফির ছিলেন ড. অনিলরঞ্জন বিশ্বাস। তাঁর কথা থেকে অনেক নিজে জানতে পেরেছিলেন।

তিনি ত্রিপুরা সরকারের তফসিল কল্যাণ এবং এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, তাঁর কথা থেকে তারা পুরস্কার পেয়েছেন বলে। যা এক বিরল ঘটনা।

রমিলা বিশ্বাস বলেন -ত্রিপুরা সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। সাহিত্য যেন কেবল সমাজের দর্পণ না হয়, সমাজের কল্যাণও করতে পারে। সমস্ত দিয়ে ১৮৫টি বাঙালি বন্যাদুর ছিলেন তাদেরকে তাদের জানিয়েছিলেন, রমিলা বিশ্বাস কোথাও দেখা যায় না, বরীন্দ্রনাথের ছেলে, বাঙালির ছেলে তাদেরকে এই ছেলে থেকে জানিয়েছেন তাদের খুব আসতে হবে। অনেক সাংবাদ সমাজ সংস্কারক রমিলা এই ব্যাপারে তাদেরকে করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন ড. রমিলারঞ্জন বিশ্বাসের কাছ থেকে অনেক বিষয়ে তিনি অনেক উপকৃত লাভ করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ড. অনিলরঞ্জন বিশ্বাস বলেন- তাদেরকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বরীন্দ্রনাথের যেই কবিতাটি তাদের পড়তে 'আমি কবি তার নিয়ে তাদেরকে কাছে' তাহলে বাঙালিদের পাওয়া যেত। তখন বাঙালিদের জন্যে সরকারি সম্মান তাও যে ফেলোরা পাওয়া পাওয়া হয় তা নয়। তিনি বলেন—অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিনি একসঙ্গে চাকরিজীবন শুরু করেন,—'আমাদের দুইজনে খুব মৌজের পর নিয়ে চলেছি তবে দুইজনের অনুষ্ঠিত সময়ে অনিলের একসঙ্গে সমবয়সী। তাঁদের মেয়েদের প্রসব, আমি যেই সময়ে পাঁচ এই ৮৩ বছর বয়সে সমাজটা আমাকে কী ভাবতে দেবে। আমি তো এখন অনুভবদের যাই আমি কী নিয়ে যেতাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা কৃতজ্ঞ না' তার কিছু না দেখে কৃতজ্ঞবিজ্ঞান প্রকাশনা এক গবেষণা গ্রন্থ, A Book of Bengali Verse তবে Calcutta and Calcuttans বাঁও সমাজে একটা ইচ্ছে ছিল। পরিশেষে ত্রিপুরার খুব পুরস্কার প্রদান তাদের জানান করেন। তিনি বলেন—'অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে সমাজের জন্যগ্রহণ করেছেন এবং সমাজ কথা লিখেছেন তাদের সমাজ অবহেলিত সমাজ বর্তমান। সমাজের অনুভবকে কর্মচারী খুব নিচু শিক্ষাব্যবস্থার চাকুরি অদ্বৈত মল্লবর্মণ।'

অনুষ্ঠানের শেষে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সূচনা করেন্দ্রীয় পরিষদের কবির ঘটনা বর্ণন ও সূচনা বর্ণন। সর্বশেষে একাডেমির কবিতাগুলো কবি রমিলা সরকারের কবিতা 'রবিন্দ্র রবিজন' অবলম্বনে ও বিশাল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীর ভালোবাসায় এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে পরিচালনা করেন শ্রীমতী বিশ্বাস। তিনি এ অনুষ্ঠান ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গে অনুবাদী অনুভবের যৌথ উদ্যোগে এমন বিপুল সম্ভাবনা দেখতে পান বলে উল্লেখ করেন।

প্রতিবেদন : সাহিত্যিক বিশ্বাস

তারিখ ও প্রজ্ঞাপন মহাসচিব রাজা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অনুমোদন সম্প্রদায়ের নাম (মার্চ, ১৯৯৮)

প্রজ্ঞাপন নম্বর ও তারিখ	ক্রমিক নং নং	অনুমোদন দেওয়ার নাম	প্রজ্ঞাপন নম্বর ও তারিখ	ক্রমিক সংখ্যা	অনুমোদন দেওয়ার নাম
৪৮৬-ই বহিঃ/ ইসি	১	অগ্রণী		১৭	বেশিরভাগ
এস-৮/৮২(১) ১৩-৭-১২	২	ইসলাম অগ্রণী		১৮	বেশি / বেশিরে
	৩	কুর্দি	৫১৩-ই বহিঃ / ইসি	১৯	অর্থনীতি ক্রমে বেশি প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন
	৪	কুরআন	এস-৮/৮২(১) ১১-৫-১২	৩০	কুরআন
	৫	অবশ্যই		৩১	বেশিরভাগ
	৬	কুরআন / কুরআন		৩২	মনে (কম্প / কম)
	৭	কখনো	১১৭৯-ই বহিঃ / ইসি	৩৩	বেশি
	৮	বেশি / কম	এস-৮/৮২(১) ১-১২-১২	৩৪	কখনো
	৯	অধিক		৩৫	কুর আন
	১০	কুর্দি-তুর্ক		৩৬	অতি
	১১	বেহালা-বেলা / পরে বেলা / অন্য বেলা / অন্য বেলা / বেলা / অধিক / বেশি		৩৭	বেশি
				৩৮	ইসলাম
	১২	তথ্য-বেলা (প্রজ্ঞাপন)		৩৯	কখনো / কখনো
	১৩	বেশিরভাগ / কখনো		৪০	অধিক / বেশি
	১৪	কখনো		৪১	কখনো
১৮৫-ই বহিঃ / ইসি	১৫	কখনো		৪২	কখনো
এস-৮/৮২(১) ১৩-১২-১৩	১৬	কুর্দি / কখনো	১৮৩-ই বহিঃ / ইসি	৪৩	বেহালা (বেলাবো)
	১৭	অধিকাংশ	এস-৮/৮২(১) ৮-৩-১৩	৪৪	ইসলাম
	১৮	পরবর্তীতে		৪৫	কখনোই
	১৯	বেশিরভাগ / বেশিরভাগ		৪৬	তথ্য
	২০	কখনো		৪৭	কখনো
	২১	কখনো / কখনো		৪৮	আগে
	২২	কখনো	১৩-ই বহিঃ / ইসি	৪৯	কুরআন
	২৩	কুরআন	১১-২-১৭	৫০	কুর্দিরা
	২৪	কখনো	১৯৮৫-সি সি বহিঃ / এস আর-৮৯২/১৭	৫১	অধিকাংশ
	২৫	অধিকাংশ	৮-১১-১১	৫২	কখনো
	২৬	বেহালা (অধিকাংশ-বেশিরভাগ)		৫৩	কুরআন, কুরআনিয়া, প্রবাসী-বিদেশি

তারিখ ও আবেদনকারী মহাসচিব বেসরকারি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অনুমোদন সম্প্রদায়ের নাম

সরকারি আবেদনকারী নম্বর ও তারিখ	ক্রমিক নং নং	অনুমোদন তালিকা নাম	সরকারি আবেদনকারী নম্বর ও তারিখ	ক্রমিক সংখ্যা	অনুমোদন তালিকা নাম
১১০১১/৯/৯৯-বিবিবি, তারিখ-১৯.১০.১১	১	অগ্রণী		১৯	অগ্রণী
	২	ইসলাম অগ্রণী		২০	অধিকাংশ
	৩	কুর্দি		২১	বেহালা (অধিকাংশ-বেশিরভাগ)
	৪	কুরআন		২২	প্রবাসী
	৫	অবশ্যই		২৩	অধিক, অধিকাংশ
	৬	কুরআন		২৪	কখনো
	৭	কখনো		২৫	অধিকাংশ
	৮	বেশি	১২০১১/১১/৯৬ বিবিবি	২৬	কখনো
	৯	অধিক	তারিখ-৬.১২.৯৬	২৭	অগ্রণী
	১০	কুর্দি-তুর্ক		২৮	কখনো
	১১	বেহালা-বেলা		২৯	বেশি / বেশিরে
	১২	তথ্য-বেলা (প্রজ্ঞাপন)		৩০	অধিক
	১৩	অগ্রণীরা		৩১	বেশি / বেশিরে

টাকী কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করছেন মন্ত্রী শ্রীবীনেশচন্দ্র ডাকুয়া

ডঃ ভি আর আম্বেদকরের ১০৭তম জন্মজয়ন্তী পক্ষ পালন উৎসবে মন্ত্রী শ্রীগৌতম দেব বক্তব্য রাখছেন, বারাসাত

চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের পরিবারের হাতে মনোনয়ন পত্র তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ৯ই মার্চ ২০১৭